রো মা ঞ্চ উ প ন্যা স

জিপসি জাদু

শেখ আবদুল হাকিম

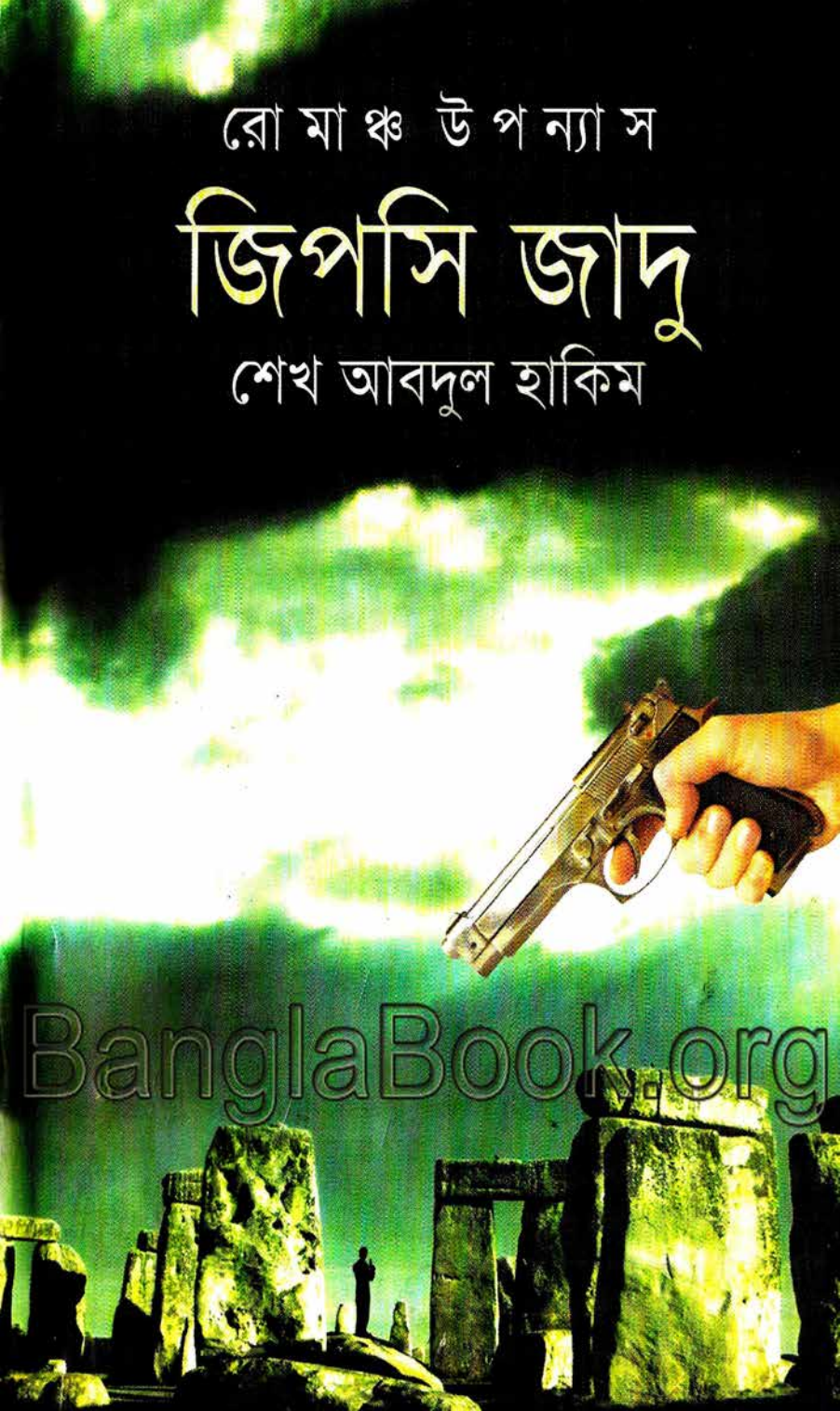

BanglaBook.org

শেখ আবদুল হাকিমের এক অসাধারণ গোয়েন্দা চরিত্র জাকি আজাদ। সুদর্শন, সাহসী, নির্ভীক, বুদ্ধিমান। জিপসি জাদুতে তাকে দেখা যাচ্ছে স্টোনহেঞ্জ-সংলগ্ন বনের গভীরে উইকাদের এক রহস্যময় জনপদে, লিলির সঙ্গে। লিলির শরীরে বইছে মরু-বেদুইন আর ইউরোপের উইকাদের রক্ত। লিলিদের কাছে এমন এক অমূল্য মানচিত্র রয়েছে, যার গায়ে আঁকা আছে গুপ্তরত্নভান্ডারের পথরেখা। সেটি হাতিয়ে নিতে হামলে পড়েছে একদল নিষ্ঠুর রত্নপিপাসু। নবাব সিরাজদ্দৌলার কাছ থেকে লর্ড ক্লাইভের অপহৃত বিপুল সম্পদ মিশে আছে সেই গুপ্তধনভান্ডারে। লিলি আর ক্যাটলিনার সঙ্গে জড়িয়ে গেল গোয়েন্দা জাকি আজাদ। নিষ্ঠুর আর মায়াবী এই অভিযানে জাকি আজাদ কি সফল হবে?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

লিলির শরীরে বইছে মরু-বেদুইন আর ইউরোপের উইকাদের মিশ্রিত রক্ত। স্টোনহেঞ্জ-সংলগ্ন বনের গভীরে উইকাদের রহস্যময় জনপদ। তাদের কাছে থাকা মানচিত্রের খোঁজে হামলে পড়েছে নিষ্ঠুর একদল রত্নপিপাসু। সেই মানচিত্রে আছে অমূল্য গুপ্তধনভান্ডারের পথরেখা। নবাব সিরাজদ্দৌলার কাছ থেকে লর্ড ক্লাইভের অপহৃত বিপুল সম্পদ মিশে আছে সেই গুপ্তধনভান্ডারে। লিলি আর ক্যাটলিনার সঙ্গে জড়িয়ে গেল গোয়েন্দা জাকি আজাদ। নিষ্ঠুর আর মায়াবী এই অভিযান শেষে কী ঘটবে?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জিপসি জাদু

শেখ আবদুল হাকিম

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রথমা
প্রকাশন

প্রথমা প্রকাশন

জিপসি জাদু
গ্রন্থস্বত্ব ২০১৪ শেখ আবদুল হাকিম
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০১৫
মাঘ ১৪২১, ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ : ডট প্রিন্টার্স
৩/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ২৮০ টাকা

Jipshy Jadu
A Thriller in Bangla by Sheikh Abdul Hakim
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 88-02-8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price Taka 280 only

ISBN 978 984 90764 9 0

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উৎসর্গ

রুহুর আমিনকে

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

দক্ষিণ ইংল্যান্ড, নিউ ফরেস্ট। সারি সারি এবড়োখেবড়ো পাথুরে নালা আর নিবিড় বনভূমি থেকে তিন হাজার ফুট ওপরে তীব্র বাতাস লিলি মরিয়ামের লাল চুলে ঢেউ তুলছে। ছোট্ট ট্রেনিং প্লেনের থ্রটল টান দিয়ে পিছিয়ে আনল সে। সামনে ও পেছনে একটা করে দুটো সিট, ইঞ্জিন অলস থাকায় আলাপ করতে অসুবিধে হচ্ছে না।

হিহি করে হাসছে লিলি, বলল, 'সব মিলিয়ে পাঁচ ঘণ্টাতেই প্লেন চালানো শিখে ফেললাম আমি, অথচ বাবা আমাকে পাইলটের সিটে বসতে পর্যন্ত দিতে চায় না!' কথা শেষ করে ইঞ্জিনে শক্তি জোগাল, তারপর ডাইভ দিল—ঘুড়ির মতো গোঁত্তা খেয়ে নিচে নামছে।

'সাবধান,' সতর্ক করল জাকি আজাদ।

প্লেন সিধে করে নিল লিলি, ডিগবাজি খেল একটা, তারপর আবার খানিক ওপরে উঠল। বলল, 'আজাদ, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'কথা হবে নিচে নামার পর, জমিনে,' বলল আজাদ। 'দেখাও দেখি ধাতব পাখিটাকে কেমন খাড়া তুলতে পারো ওপরে।'

ইঞ্জিনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গর্জন শুরু করল বাতাস, প্লেনটা প্রায় প্রপেলারের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল, একদম খাড়া ওপরে উঠছে—গতি কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল কম্পন আর ঝাঁকি।

'রোল করাও, কুইক!' নির্দেশ দিল আজাদ। 'তা না হলে পাথরের মতো খসে পড়বে।'

ডিগবাজি খেতে খেতে নিচে নামছে প্লেন। দুঃসাহসী মেয়ে লিলি, ওপরে যেমন সোজা ওঠে, তেমনি নিচেও নামে সোজা। ডান রাডারে লাথি কষল, স্টিক ঠেলে দিল সামনে, একটা ঝাঁকির সঙ্গে বন্ধ হলো অনবরত পাক খাওয়া। ককপিটের দেয়ালের সঙ্গে ঠুকে গেল আজাদের মাথা।

'এখানে কে যে কাকে প্লেন চালানো শেখাচ্ছে, বলা মুশকিল!' বলল আজাদ, এর মধ্যে সবটুকু বোধ হয় কৌতুক নয়ও।

BanglaBook.org

আবার ঝপ করে খসে পড়ার ঢঙে নিচে নামতে শুরু করল প্লেন, নাক জমিনের দিকে তাক করা। বাতাস যেন আজাদকে ককপিট থেকে ছিঁড়ে বের করে নিয়ে যাবে, ওটার কিনারায় ভেজা নেকড়ার মতো প্রায় ঝুলে আছে সে, তাকিয়ে আছে সোজা নিচের গভীর জঙ্গলে। এখনো নিউ ফরেস্টে রয়েছে ওরা, হলদেটে কুয়াশা ভেদ করে ওর দৃষ্টি চিনে নিতে পারছে সেইন্ট ব্রেনড্যান গ্লেনের বাড়িঘর আর হ্যামলেট। সেইন্ট ব্রেনড্যান পাহাড়ি উপত্যকা, এত খাড়া আর সরু যে বড় একটা ঝরনা, নদীই বলা যায়, অনায়াসে নিজের পথ করে নিয়েছে। বনভূমিও বিশাল, এর সব রহস্য আজও উন্মোচিত হয়নি।

আজাদের তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় দ্রুতই নিজেদের কাজ শুরু করল। ওদের নিচে ভয়ানক খারাপ কী যেন একটা ঘটছে। গাছপালার মগডাল ভেদ করে আলোর ঝলক উঠে আসছে, তারপর ওপর দিকে লাফ দিল লাল শিখার বিস্ফোরণ। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে নিচে তাকিয়ে রয়েছে আজাদ। গাছপালার মাথায় ওগুলোর শকওয়েভ উঠে আসছে! সর্বনাশ, ওখানে তো ক্যাটলিনা সেইন্ট ব্রেনড্যানের বাড়ি! ওদের গ্রাম...এবং গোটা এলাকায় একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আগুন ছড়ানো হচ্ছে।

দুম করে প্লেনের পাশে ঘুষি মারল আজাদ। ওর দিকে ফিরল লিলি, নিঃশব্দে হাসছে। আজাদের চেহারা দেখে দপ করে নিভে গেল হাসিটা।

যতটা সম্ভব গলা চড়িয়ে আজাদ বলল, 'কিল দ্য পাওয়ার!'

একটা ডিগবাজি খেয়ে প্লেনটাকে সিধে করল লিলি, থ্রটল টেনে নিল।

ইঙ্গিতে জমিনের দিকটা দেখাল আজাদ। 'ক্যাটলিনা!' চেঁচাল। 'লিলি, নিচে তাকাও! ওগুলো বিস্ফোরণ!'

ইতিমধ্যে গাছপালার মাথার ওপর ঘন ধোঁয়া জমতে শুরু করেছে। 'ও মা, না!' বিড়বিড় করল লিলি। 'এখনই পৌঁছাতে হবে ওখানে,' তার পরই পাল্টা চিৎকার করে জানাল, 'আজাদ, হ্যাং অন! দশ মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করব আমরা!'

এই প্রথমবার লিলির পাওয়ার ডাইভে আপত্তি করল না আজাদ। অস্থির মেয়েটা পূর্ণগতিতে ছুটছে সালসবেরি প্লেনের ঘেসো এয়ারফিল্ডের দিকে। তার গলার মরিয়া ভাব আজাদের কান এড়ায়নি। ওদের সরাসরি নিচে, সেইন্ট ব্রেনড্যান গ্লেনের নিবিড় বনভূমিতে বাস করে লিলি মরিয়ামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, জীবনসাথি বন্ধুরা। বিশেষ করে ক্যাটলিনা ফারহা, বন্ধুর চেয়েও বড়, আপন বোনের চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ। আত্মার একজন পরম আত্মীয়। ওই গাছপালার নিচে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটছে। শক্তিশালী বিস্ফোরণ, প্রবল

BanglaBook.org

শকওয়েভ এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়া আগুন সম্পর্কে অভিজ্ঞ আজাদ, ওর অন্তত বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে অজ্ঞাতপরিচয় একদল লোক অজানা কারণে দুর্গম ওই গ্রামে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে।

ল্যান্ড করার সময় আর্তনাদ তুলে প্লেনকে পাশ কাটাচ্ছে বাতাস, এড়ানোর জন্য নিজের সিটে আরও নিচু হলো আজাদ, ভাবছে এখানে কী করছে ও।

অ্যামেচার আর্কিওলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে একটা সেমিনারে যোগ দেওয়ার জন্য প্রায় এক মাস হতে চলল দেশ ছেড়েছে আজাদ। সেমিনার শেষে ইংল্যান্ডের বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনো বুনো শুয়োর শিকার করছে, আবার কখনো বিখ্যাত স্টোনহেঞ্জ আর তার লুকানো ক্ষমতা পরীক্ষা করতে ছুটছে। মিসরীয় প্রত্নিদর্শন এবং প্রাচীন ভাষার ওপর ওর লেখা দুটো বই এমনকি প্রফেশনাল আর্কিওলজিস্টদের মধ্যেও বেশ সাড়া ফেলেছে, সেই সূত্রে লন্ডন এবং প্রিন্সটন ভার্সিটির তরফ থেকে ওকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ওই বিষয়ে লেকচার দেওয়ার জন্য। প্রথমত, লেকচার দেওয়ার প্রতি তীব্র অনীহা রয়েছে ওর, দ্বিতীয়ত অনেক বছর পর সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে কারও কথামতো চলতে ওর মন রাজি হচ্ছে না, তাই কারও কোনো আমন্ত্রণে সাড়া না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও।

তবে এই মুহূর্তে আজাদ উপলব্ধি করছে, ওদের নিচে নিউ ফরেস্টে যা-ই ঘটুক না কেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ওর ছুটি, শান্তি আর স্বাধীনতা, সব একসঙ্গে ধ্বংস হতে চলেছে।

জাকি আজাদ একজন স্পাই। এটাই ওর আসল পরিচয়। লিলি মরিয়াম শুধু ওর এই পেশায় নয়, ওর ব্যক্তিগত অ্যাডভেঞ্চারেরও একজন পার্টনার। এটা একটা ব্যতিক্রম, এই যে কাউকে সঙ্গে রাখাটা; কারণ যেকোনো অ্যাসাইনমেন্টে সব সময় একা কাজ করতেই পছন্দ করে আজাদ। যা-ই হোক, এই নারীর সঙ্গে যত বেশি সময় পার করছে ও, তার প্রতি ওর সমীহ আর শ্রদ্ধা ততই বাড়ছে।

ওদের পরিচয় হয়েছে বছর দুয়েক আগে, এই নিউ ফরেস্টেই, বলা যায় 'দুর্ঘটনাবশত'। একটাই পাহাড়ি ছাগলকে মারার জন্য দুদিক থেকে এগোচ্ছিল দুজন। আগের দিন পাহাড়চূড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয় বেচারা, ভাঙা পায়ের যন্ত্রণায় সারা রাত ছটফট করেছে। অনুমতি ছাড়া এই জঙ্গলে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা নিষেধ, আজাদের হাতে ছিল শক্তিশালী তির-ধনুক,

BanglaBook.org

লিলির হাতে ছিল নিজের ডিজাইনে তৈরি করা ক্রসবো। ঝোপে সামান্য একটু খসখস আওয়াজ লিলিকে এত দ্রুত দৃষ্টিপথে হাজির করল যে আজাদের বিশ্বাসই হলো না এটা সম্ভব, পরক্ষণে একটা মিসাইল ছুটল, ধপাস করে পড়ে গেল কাতর ছাগল, ইস্পাতের শাফট ওটার মগজে গেঁথে গেছে।

শ্বেতাঙ্গ মেয়েটা মুগ্ধ করল আজাদকে। তার কাঠামোর ওপর সতর্ক দৃষ্টি বোলাল, তারপর একেবারে চমকে দিল তাকে। 'তোমার নাম?'

'হিলি পারকার।'

'ওটা তোমার নাম নয়,' ঠান্ডা সুরে বলল আজাদ।

'কী?' এক দিকের ভ্রু ওপরে উঠে গেল, মাথাটা এক দিকে একটু কাত করে অচেনা তরুণকে ভালো করে দেখছে মেয়েটা, যাকে দেখামাত্র ভালো লেগে গেছে তার। ভাবছে এই ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ কী যেন একটা আছে। ওর প্রতিটি নড়াচড়ায় স্পষ্ট ধরা পড়ছে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। আর ওই চোখ দুটো! গভীর জঙ্গলে পরস্পরের সঙ্গে যখন প্রায় ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল, ওই একপলক সময়ে তার কিছুই দেখে নিতে বাকি রাখেনি এই ওরিয়েন্টাল যুবক। সবজান্তা, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

'তাহলে বলো, আগন্তুক...'

'আজাদ, জাকি আজাদ।'

'অদ্ভুত একটা নাম, পৌরুষ আছে, স্বীকার করতে হবে।'

'তবে তোমার মতো অদ্ভুত না।' হেসে উঠল আজাদ।

'কী কারণে,' থেমে থেমে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, 'আমাকে আমার নাম থেকে বঞ্চিত করতে চাইছ তুমি?'

আজাদ জবাব দিল, 'কারণ ওটা ইংলিশ নাম, আর তোমার শরীরে যে রক্ত বইছে, সেটা এই এলাকার নয়।'

'তোমার চোখ বড় বেশি চোখা।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অপেক্ষায় থাকল আজাদ।

কথাটা ফাঁস করে নিজেকেই বিস্মিত করল মেয়েটা, 'আমি লিলি মরিয়াম। আমার বাবার নাম আবু খলিল বিন সিদ্দিক।'

'বেদুইন?'

'একজন শাসক। এমন একটা ব্লাডলাইন, যা কয়েক শ বছর অটুট আছে, ভাঙেনি।'

লিলি মরিয়ামকে সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করল আজাদ। 'কিন্তু তোমার মা...'

'সিবিল স্যান্ডেজ।' বিশাল বা গোটা এলাকা বোঝানোর জন্য বড় করে হাত দোলাল। 'এটা তার বাড়ি—এবং তার নিজের ব্লাডলাইনও বটে। হাজার

BanglaBook.org

বছরের বেশি সময় ধরে অটুট সেটা, ভাঙেনি, এই নিউ ফরেস্টে। আমার মা একজন উইকান, আদি উইকা গোষ্ঠীর বংশধারা বজায় রেখে।'

আজাদের মুখের ভাব লক্ষ করছে লিলি, ও কী ভাবছে সেটা বুঝতে চায়। সেখানে স্বীকৃতি আর সমীহ দেখতে পেল সে। 'আমি মিশ্রণটার কথা ভাবছি—মোস্ট ইন্টারেস্টিং। বেদুইন মুসলিম, তার সঙ্গে খ্রিষ্টান উইকা কাল্ট...

'হ্যাঁ। ইংরেজরা প্রাচীনকাল থেকেই দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে। খুঁজলে মিসরীয় আর আরবি রক্ত ওদের হাজার হাজার পরিবারে খুঁজে পাওয়া যাবে। আমার মতো অনেক মেয়ে বা ছেলে আছে, যারা খ্রিষ্টান এবং মুসলিম, দুই রকম নামই ব্যবহার করছে।'

'আমি তাতে দোষের কিছু দেখি না।'

'ধন্যবাদ।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল আজাদ। 'উইকা প্রাচীন ধর্ম,' বলল ও। 'তার মানে মা-ই তোমার নাম বদলে হিলি পারকার রেখেছেন?'

কথা না বলে আজাদের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল মেয়েটা।

'হিলি পারকার ভালো নাম। কিন্তু অনুমতি পেলে আমি তোমাকে লিলি বলে ডাকতে চাই।'

'তা ডেকো, ঘনিষ্ঠ অনেকেই তা ডাকে,' অনুমতি দিল লিলি। তারপর প্রশ্ন করল, 'তুমি উইকা, মানে শুধু প্রাচীন ধর্ম সম্পর্কে জানো?'

'উইকা একটা রিলিজিয়াস কাল্ট, মডার্ন উইচক্রাফট। সহজ ভাষায় যদি বলি, কিছু যদি মনে না করো, তুমি একটা ডাইনি। তোমার মা যদি ডাইনি হন আর কি।'

'আমি কিছু মনে করছি না। উইকান হিসেবে আমি গর্বিত।'

'শুনে ভালো লাগল। নিজের পরিচয়টা বড় করেই দেখা উচিত।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, কিন্তু আজকের দুনিয়ায় একটা ডাইনি পরিবারকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, কাজেই নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে রাখার একটা প্রবণতা থাকে।'

'ঠিক,' সায় দিল আজাদ। নিজের চারদিকে তাকাল। 'এই এলাকা, গোটা নিউ ফরেস্ট, তোমাদের বাড়ি?'

'এখানেই আমাকে বড় করা হয়েছে। শুধু চার বছর বাদে, ওই সময়টা কাজিনদের সঙ্গে জার্মানিতে ছিলাম। হার্ড স্কুলিং। লার্নিং ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। ফিরেছি আঠারো বছর বয়সে। এখানে, আমার আপন ঠিকানায়। যার মালিক আমার পরিবার।'

BanglaBook.org

'তুমি জঙ্গলে বাস করো না,' বলল আজাদ, আবার তাকে পরীক্ষা করছে।

'তা-ই?' লিলির হাসিটা শ্লেষাত্মক। 'তাহলে আবেদন জানাই, দয়া করে বলো কোথায় বাস করি আমি।'

'যেখানে তুমি বন্ধুদের সঙ্গ পাও, যেখানে তোমার চারপাশে থাকে আরাম-আয়েশের আয়োজন, খাবার হয় সুস্বাদু আর উপাদেয় এবং তুমি প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করো,' থেমে লিলির দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি এক করল, 'প্রকৃতির দৈনন্দিন যে চেহারা দেখা যায় তার সঙ্গে নয়, তার গভীর আত্মার সঙ্গে।'

'পায়ে কাঁটা বেঁধার ভয় নেই তোমার।'

'ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই,' খুব সহজ জবাব। 'আমার ধারণা আছে। এই এলাকায় আগেও আমার আসা হয়েছে। রুমানিদের সঙ্গে...'

'ওরা বাইরের কাউকে তেমন গ্রাহ্য করে না,' সাবধান করার সুরে বলল লিলি। 'আমরা, জিপসিরা...'

'বললাম, ওদের সঙ্গে ছিলাম আমি, ওদের ক্যাম্পফায়ারে বসেছি, ওদের নাম জেনেছি, শেয়ার করেছি ওদের বন্ধুত্ব।'

'অবাক হচ্ছি...' হঠাৎ চোখ দুটো বড় হলো লিলির, আজাদকে লক্ষ করে বাতাসে একটা তর্জনী গাঁথল। 'তোমাকে আমি চিনি!' অকস্মাৎ দ্রুত মাথা নেড়ে নিজের ভুল শোধরাল, তার মুখের চারধারে লাল কুয়াশার মতো ছড়িয়ে পড়ল রাশি রাশি চুল। 'মানে, তোমার সম্পর্কে জানি আমি! তুমি প্রাচীন ভাষার ওপর একটা বই লিখে আমাদের আর্কিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার পেয়েছ...আরও আছে—ওখানে গিয়েছিলে তুমি, ওই স্টোনহেঞ্জে...'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের এলাকাতেই তো, তাই সব খবরই কানে চলে আসে,' বলল লিলি। 'আমি যতটুকু জানি, ডান্স অব আ হানড্রেড ইয়ারসে তোমার উপস্থিতি বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি।'

'করেনি। এবং হ্যাঁ, অবশেষে ওখানে আমাকে গ্রহণ করা হয়।'

'তাহলে বোধ হয় আমাদের হাত মেলানোর দরকার আছে!'

করমর্দন করল ওরা। 'বুনো ছাগলটা ছাড়াতে তোমাকে আমি সাহায্য করব।'

'শিকারটা তুমি আমার সঙ্গে শেয়ার করবে, আমি একটা ডাইনি পরিবারের সদস্যা জেনেও?'

'করব,' বলল আজাদ। 'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে।'

'কী কারণ জানতে পারি?'

BanglaBook.org

'আমি জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ...এসব মতলবি শ্রেণিকরণ মানি না।'

'তাহলে এখানে বসেই খাব আমরা,' জানিয়ে দিল লিলি। 'নিজের চারদিকে তাকাও, জাকি আজাদ। গোধূলি আমাদের ঘিরে ধরছে, একটু পরই সন্ধে নামবে। এসব ঘন নালা, খাদ, পাহাড়প্রাচীর আর ঝোপের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে পথ করে নিয়ে চলে আসবে ঘন কুয়াশা—আমাদের ফেরা হয়ে উঠবে অসম্ভব। অন্ধকারে কাঁটাঝোপ ছিন্নভিন্ন করবে আমাদের কাপড়। না। আমরা প্রয়োজনমতো মাংস কাটব, একটা আগুন জ্বালব, খাব ঠিক যেভাবে হাজার বছর আগে মানুষ খেত—এমনকি পাঁচ হাজার বছর আগেও।' হাসল মেয়েটা, নেমে আসা সন্ধ্যায় আশ্চর্য একটা উষ্ণতা ছড়াল সেটা। 'দারুণ আন্তরিক এবং সুস্বাদু একটা ডিনারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি।'

প্রাচীন সংস্কৃতি অনুসরণ করে মাথা নোয়াল আজাদ, তারপর পিঠ থেকে ব্যাগটা নামাল। 'আমি বেড়াতে বেরোই তৈরি হয়েই,' বলল ও।

'মানে?'

সদ্য বিছানো চাদরের ওপর লবণ আর মরিচভর্তি দুটো কৌটা রাখল আজাদ। বোতলটা দেখিয়ে বলল, 'এটা রেড ওয়াইন। আরও আছে খানিকটা পাউরুটি, কিছু পনির, কটা সেদ্ধ ডিম। এবং কফি।'

'একেই বলে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোজন!' তালি দিল লিলি। 'চমৎকার!'

আজাদের হাত হিপ হোলস্টারে নেমে গেল, এত দ্রুত যে লিলি চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে পারল না, দেখা গেল বিরাট একটা ল্যুগার বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে, তৎক্ষণাৎ গুলি করার জন্য সেফটি ক্যাচ অফ করা।

'কাকে তুমি গুলি করবে, আমার বাংলাদেশি বন্ধু?'

'ওদিকের ঝোপ নড়তে দেখলাম,' খালি হাতটা তুলে দেখাল আজাদ। 'এদিকে বুনো শুয়োরের উপদ্রব আছে বলে শুনেছি...'

'ঠিক আছে,' কৃত্রিম শান্ত ভাব নিয়ে বলল লিলি। 'পিস্তল বের করার কোনো প্রয়োজন নেই। ঝোপে যে শব্দ তুমি শুনেছ, সন্দেহ নেই ওগুলো যারা তৈরি করছে তারা আমাদের ওই শিকার শেয়ার করবে।'

'কারা?'

লিলির হাসি রুপার তৈরি নূপুরের মতো বাজল কানে। 'কেন, এ তো জানা কথা! রাতের জঙ্গলে যারা বসবাস করে, তারা। আমরা সব সময় ওদের সঙ্গে শেয়ার করি। তোমার অস্ত্র সরিয়ে রাখো, ওরা বন্ধু। আর যে শব্দ তুমি শুনেছ, সেটা আসলে ছাগলের চামড়া ছাড়ানো আর মাংস কাটার। সবচেয়ে ভালো মাংসই আমাদের জন্য রেখে যাওয়া হবে।'

BanglaBook.org

'রাতের জঙ্গলে যারা বাস করে?' পুনরাবৃত্তি করল আজাদ, চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে লিলির দিকে। 'ওরা কি খুদে মানুষ হিসেবেও পরিচিত?'

'হতে পারে।'

'তুমি নিজেও রূপকথা থেকে উঠে এসেছ, হিলি পারকার।'

'আগুনটা জ্বালবে, প্লিজ? তুমি এত বেশি প্রশ্ন কোরো না!'

রেড ওয়াইনের সঙ্গে খাসির মাংস, পরিবেশের কল্যাণে স্বর্গীয় স্বাদ এনে দিল। খাওয়া শেষ হতে ঝরা পাতা, শেওলা আর ফার্ন জড়ো করল লিলি। 'আজ রাতে এখানেই আমরা ঘুমাব। একটু পরই, আমার নতুন বন্ধু, তুমি তোমার চোখ খোলা রাখতে পারবে না। তোমার ঘুম হবে গভীর, সত্যি বলছি।'

'এতটা নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল আজাদ, হাই তুলল। সত্যি ওর ঘুম পেয়ে গেছে।

'জাদু, অবশ্যই।'

আজাদ কোনো রকমে চোখ খোলা রাখতে পারছে। 'জাদু?'

'জিপসি জাদু। ইউ আর অ্যাকসেপ্টেড। আমাদের কোনো ভয় নেই। খুদে মানুষেরা আমাদের নিরাপত্তার দিকটা দেখবে।'

'এটা উদ্ভ...'

ঘুম ভাঙার পর আজাদ দেখল সোনালি কুয়াশার একটা নদী ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। চোখ মিটমিট করল, মনে করতে চাইছে কোথায় রয়েছে। মাথার নিচে বালিশ হিসেবে নরম শেওলা দেখতে পেল। ধীরে ধীরে উঠে বসল, দেখল দিগন্তে উঠে আসা সূর্য গাছপালার ফাঁক দিয়ে সোনালি আলো ছড়াচ্ছে। একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে লিলি, দেখছে ওকে। মিষ্টি করে হাসল সে; এর চেয়ে ভালো একটা সকাল আর কী আশা করা যায়!

নিউ ফরেস্টের ভেতর দিয়ে পথ করে নিল ওরা, পৌঁছাল দক্ষ হাতে আঁকা ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট একটা গ্রামে, দেখে মনে হবে আধুনিক সভ্যতা এখনো নাগাল পায়নি। দেখা গেল প্রায় সবাই হিলিকে চেনে, দেখামাত্র মাথা ঝাঁকাচ্ছে, কিংবা শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। পথ দেখিয়ে আজাদকে একটা বেকারি শপে নিয়ে গেল লিলি, ওখানে ওরা আগুনের মতো গরম বিস্কুট আর মগভর্তি কফি খেল।

পরবর্তী দিনগুলোতে এই তরুণী আজাদকে আরও বেশি বিস্মিত ও মুগ্ধ করল। গভীর জঙ্গলে একা একা বুনো শিকার ধাওয়া করা ছাড়াও নানা কাজে

BanglaBook.org

সারাটা দিন ব্যস্ত থাকে সে। পাহাড়ে চড়া তার বিরাট শখ, চূড়া থেকে প্যারাস্যুট নিয়ে লাফ দেওয়া মজার নেশা, খরস্রোতা পাহাড়ি নদীতে একটানা বিশ মাইল সাঁতরানো একটা ছেলেখেলা। দক্ষ একজন জিওলজিস্ট সে। প্রতিটি চারা, ঝোপ আর গাছের নাম, ইতিহাস, উপাদান ইত্যাদি সম্পর্কে তার জানা আছে। আজাদকে বিস্মিত হতে দেখে খিলখিল করে হাসল। 'তুমি যখন এরকম একটা জঙ্গলে বড় হও, খুব ছোট থাকতেই এসব তোমার শেখা হয়ে যায়। এই মাটিতে বাঁচতে হলে এসব তোমাকে শিখতেই হবে। আর বনভূমির প্রতি তুমি যদি দয়া দেখাও, বনভূমিও তোমাকে দয়া দেখাবে।'

'এর সঙ্গে খুদে মানুষেরাও যুক্ত?' জিজ্ঞেস করল আজাদ, আধো কৌতুকের সঙ্গে।

বাঁকা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল লিলি। 'হ্যাঁ।'

'ওদের তুমি কী নামে ডাকো?'

'ওহ্, দুনিয়ার নাম আছে ওদের। এলফ্, ফেইরি, নোম, উই ফোক...'

'ট্রগ্লাডাইট বাদ দিচ্ছ কেন?'

'আহ্! ওগুলোকে অশুভ বলে মনে করা হয়।' হাসল লিলি। 'কালো বনভূমির জঘন্য বাসিন্দা।'

'ওসব অশুভ জীব বা অস্তিত্বে তোমার বিশ্বাস নেই?'

'ওদের কারও সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি।'

এটাকেই উত্তর বলে মেনে নিতে হয়েছে, লিলির কাছ থেকে এর বেশি কিছু আদায় করা যায়নি।

এরপর বাংলাদেশ সরকারের নগণ্য একজন সেবক হিসেবে আজাদকে ঢুকে পড়তে হয়েছে বিশ্ব এসপিওনাজের জটিল-কুটিল আবর্তে, স্বদেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রাণ বাজি রেখে লড়তে হয়েছে আমেরিকান মাফিয়া, পাকিস্তানি আইএসআই, ভারতীয় শিবসেনাসহ অশুভ ও বৈরী আরও অনেক শক্তির সঙ্গে। এসব লড়াইয়ে প্রায়ই সহকারিণী হিসেবে ওর পাশে ছিল লিলি মরিয়াম।

এখন, লিলিকে প্লেন চালানো শেখাতে যাওয়ার প্রথম দিন—আজাদের ধারণা, প্লেন খুব ভালোই চালাতে জানে লিলি, ওর সঙ্গ পাওয়ার লোভে শিখতে চাওয়ার ভান করছে সে—আকাশে ডিগবাজি খাওয়ার সময় নিউ ফরেস্টের সেইন্ট ব্রেনড্যান গ্লেনের গাছপালার মাথায় রক্তলাল শিখা আর কালচে ধোঁয়া দেখতে পেয়ে হকচকিয়ে গেছে আজাদ।

BanglaBook.org

ওখানে লিলি মরিয়ামের মা আর তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বাস করে।

ছোট্ট প্লেনটাকে ঘাসঢাকা মাঠে নামিয়ে আনছে লিলি, পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করল, প্লেনের নাক ঘুরিয়ে নিয়ে বাতাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটল। শক্ত হলো তার ল্যান্ডিং। ঘাসের ওপর দিয়ে মাঠের শেষ প্রান্তে পৌঁছাচ্ছে, যেখানে আজাদ পার্ক করে রেখেছে ওর রোডস্টার।

ককপিট থেকে নামার সময় লিলির গাল বেয়ে চোখের পানি গড়াতে দেখে চমকে উঠল আজাদ। 'ওরা মারা গেছে,' ধরা গলায় বলল লিলি। 'আমার পরিবার...বন্ধুরা...কেউ বেঁচে নেই।'

'কেন বলছ এ কথা? কীভাবে বলছ?' শান্ত সুরে জানতে চাইল আজাদ।

বড় করে, কাঁপা কাঁপা শ্বাস নিল লিলি, ফ্লাইট স্যুটের আস্তিন দিয়ে চোখের পানি মুছল। নিজের ডান হাতটা স্তনের ওপর রাখল সে। 'যখন এরকম কিছু...ঘটে,' থেমে থেমে বলল, 'এখানে অনুভব করি আমরা। একটা ছুরির মতো।'

হঠাৎ আজাদের হাতটা খামচে ধরল সে। 'প্লিজ, আজাদ। জলদি!'

সালসবেরি এয়ারফিল্ড থেকে সগর্জনে ছুটল আজাদের দুই সিটের মোটরকার। কাঁকর ছড়ানো পথ থেকে প্রধান সড়কে পৌঁছাতে চাইছে, যে সড়ক পশ্চিম দিকে নিয়ে যাবে ওদের। ওর বাঁ দিকে শান্ত হয়ে বসে আছে লিলি, ভাবাবেগজনিত ব্যথার সঙ্গে লড়াই করার সময় তার চোখ দুটোয় ফুটে আছে প্রায় শূন্য দৃষ্টি। বেন্টলি বিজি ৪০০-কে পূর্ণগতিতে ছোটানোর জন্য আজাদকে অনুরোধ করতে হয়নি। এটা একটা অ্যান্টিক কার, মডিফায়েড কনভার্টিবল, ২২০ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন, মোচড় খাওয়ার প্রচুর শক্তি থাকায় আঁকাবাঁকা ইংলিশ রোডের জন্য একদম আদর্শ বাহন। প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার পাকা রাস্তা ধরে ছুটল গাড়ি, তারপর আজাদের পাশে শিরদাঁড়া খাড়া করল লিলি, হাত তুলে ওদের সামনের একটা পাশের রাস্তা দেখাল। 'ওই ডানে বাঁক নাও, আজাদ,' দিকনির্দেশনা দিল সে।

গতি কমিয়ে আনল আজাদ, বাঁক নেওয়ার আগেই বুঝতে পারল সামনে

BanglaBook.org

ওটাকে রাস্তা না বলে গ্রাম্য পথ বলাই ভালো। দুই পাশের গাছের ডালপালা নুয়ে পড়েছে পথের ওপর। লিলিকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, তারপর মনে পড়ল এই এলাকায় জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছে সে। বাঁকটা ঘুরল ও, চাঁদির ওপর দিয়ে ডালপালা সরে যাচ্ছে দেখে মাথা নিচু করল, চোখ রাখল রিয়ারভিউ মিররে।

কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল আজাদের চোখ। ওদের সরাসরি পেছনের রাস্তা, যে রাস্তা ধরে এতক্ষণ ওরা গাড়ি চালিয়েছে, যে রাস্তার পাকা মেঝের ওপর হড়কে বাঁক ঘুরেছে, বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে! শক্তিশালী গাড়ি ঘন ধুলোর মেঘ তৈরি করছে, ওদের পেছনটা ঢেকে দিচ্ছে দ্রুত, তারপর তা-ও একনিমেষে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কেউ যেন প্রকাণ্ড ছুরি চালিয়ে কেটে নিচ্ছে দৃশ্যটা। বারবার রিয়ারভিউ মিরর চেক করছে আজাদ। পাগল বানানো ঘটনার পুনরাবৃত্তি থামছে না, ঘটেই চলেছে।

'লিলি, এই রাস্তাটা সম্পর্কে বলো আমাকে,' নিজের আরোহীকে বলল আজাদ।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল লিলি, নিজেদের পেছনে তাকানোর জন্য মাথা ঘোরাল, কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর আবার সামনে তাকাল। 'এই রাস্তা সবার জন্য নয়,' অবশেষে বলল সে।

'ভালো বলেছ, প্রচুর অর্থ করা যাচ্ছে।' আজাদের বিদ্রূপ স্পষ্ট।

'আমি বলতে চাইছি, শুধু নির্দিষ্ট কিছু মানুষ এই রাস্তা দেখতে পাবে। সাধারণত। আমার সন্দেহ আছে তুমি দেখতে পাও কি না।' ঠোঁট দুটো পরস্পরের সঙ্গে চেপে ধরল সে, কী যেন চিন্তা করছে।

'দেখতে না পেলে এটা ধরে আমি গাড়ি চালাচ্ছি কীভাবে!'

'হ্যাঁ, কারণ তোমার সঙ্গে আমি আছি। তা না হলে ওই বাঁকটা তুমি কক্ষনো দেখতে পেতে না।'

'আমি যে রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছি সেই একই রাস্তা আমাদের পেছনে গায়েব হয়ে যাচ্ছে, এটা কীভাবে সম্ভব? যেন গুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।' ঘাড় ফিরিয়ে লিলির দিকে তাকাল ও। 'তুমি জানো এটা অসম্ভব।'

'হ্যাঁ। কিন্তু এটা একটা ম্যাজিক রোড।'

'ম্যাজিক রোড,' ফাঁপা সুরে প্রতিধ্বনি তুলল আজাদ। এরপর কী? ভাবল ও। ঢাকঢোল বাজাতে বাজাতে পেতনি আর শাঁকচুন্নিরা মিছিল নিয়ে আসবে?

'আমি বলতে চাইছি, এটা শুধু জঙ্গলের লোকজন ব্যবহার করে। এটা সত্যি ঘোড়ার গাড়ি চালানোর জন্য একটা মেঠো পথ।'

BanglaBook.org

ঝাঁকি খেতে খেতে আরেকটা কঠিন বাঁক ঘুরল ওরা। জিব কামড়ে ফেলার ভয়ে দুসারি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে চেপে রাখল আজাদ। 'সেটা না হয় বোঝা গেল,' বলল ও। 'কিন্তু এটা ম্যাজিক হলো কীভাবে?'

'শুধু নির্দিষ্ট কিছু মানুষ এটা দেখতে পায়। কয়েক শ বছর ধরে এরকমই চলে আসছে। পুরোনো লিজেন্ড বলে, পথটা ব্যবহার করত রাজা আর জাদুকরেরা, দস্যু আর অসৎ লোকজনের উপদ্রব এড়ানোর জন্য।'

'সেটা ভালো,' বলল আজাদ। 'লিজেন্ড। রূপকথা। তুমি কিন্তু আসলে আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি। আমাদের পেছনে ওটা হারিয়ে যাচ্ছে কীভাবে?'

'ও, কী বলতে চাইছ বুঝতে পেরেছি। ওটা আসলে হারিয়ে বা গায়েব হয়ে যাচ্ছে না। ওটা যেখানে থাকার কথা, ঠিক সেখানেই আছে। বুঝতে পারছ?'

'না।'

ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে লিলি। 'আজাদ, তোমার বোঝা উচিত। বিজ্ঞানের ভক্ত, বিজ্ঞানের ছাত্র ইত্যাদি হওয়ার পর...'

'আরও একটু ব্যাখ্যা করো।'

'আমাদের জীবনে এমন কিছু জিনিস আছে না যে আমরা জানি আছে কিন্তু সেগুলো আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাই না? আমাদের চারপাশের বাতাস আমরা দেখতে পাই না। কিংবা রেডিও ওয়েভ। তারপর আছে মরীচিকা। বহু মাইল দূরের ছবি কাঁপা ঢঙে প্রতিফলিত হয় জমিনে কিংবা ভাসতে থাকে আকাশে। তুমি এমনকি ক্যামেরা দিয়ে ওগুলোর ছবিও তুলতে পারো, কিন্তু ওগুলো ওখানে নেই। শুধু মনে হয় আছে। রাস্তাটা এখনো আমাদের পেছনে আছে, কিন্তু ওটাকে দেখতে পেতে হলে বিশেষ চোখ লাগবে। আলো ওটার চারপাশে বেঁকে যায় বা ঘুরে যায়, কাজেই যে লোকেরা রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে আছে তারা শুধু সেটুকু দেখতে পায় বাঁকা আলো যেটুকু গেছে। তারা গাছ আর ঝোপ দেখতে পায়, কিন্তু...' কাঁধ ঝাঁকাল লিলি, বাড়িয়ে ধরল হাতটা, ওপর দিকে তালু, ...রাস্তা নয়। এসব থেকে কিছু বোঝা গেল?'

'অদ্ভুত মনে হলেও, গেল।'

'সত্যি?' লিলিকে বিস্মিত দেখাল।

'শিওর। ওপর থেকে পানির নিচে ঘুরে বেড়ানো মাছের দিকে তাকালে যেটা হয়—আলোকে বাঁকিয়ে দেয় পানি, অন্যদিকে সরিয়ে দেয় ওটার রশ্মিকে, ফলে মাছকে আমরা অন্য জায়গায় দেখি, যেখানে আছে সেখানে নয়। ওটা স্থানান্তরিত হয়েছে, বলতে হবে, কিন্তু পুরো ব্যাপারটা আসলে একটা ধোঁকা, ওই বিকৃতি চোখের সঙ্গে খেলছে।'

BanglaBook.org

'একটা প্রিজমের মতো?' উদাহরণ দিল লিলি।

'একদম। তবে এখনো বুঝতে পারছি না কী কারণে রাস্তাটা আমি দেখতে পাচ্ছি না, কারণ আমার জানা নেই তুমি—বা আর কেউ—কীভাবে বাঁকা করছ আলোকে।'

'আরে, এটা একদম পানি। এ হলো উইচক্রাফট। ম্যাজিক, তুমি জানো।'

'আমি জানি?'

'নিউ ফরেস্টে বাস করে না এমন যত মানুষকে আমি চিনি, জাকি আজাদ, তাদের মধ্যে একমাত্র তোমারই জানার কথা। এটা...এটা...' সঠিক শব্দ খুঁজছে লিলি, '...এটা হলো সূর্যের সবুজ হয়ে যাওয়ার মতো।'

'ঘন ধুলোর ভেতর দিয়ে সূর্যাস্ত দেখা,' দ্রুত বলল আজাদ।

'কিংবা চাঁদ যখন সূর্যকে গিলে ফেলে। সূর্য তখনো জ্বলছে, কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ না।'

'ওটা তো ক্লাসরুম ফিজিকস,' বিরক্ত হয়ে বলল আজাদ। 'তোমার ম্যাজিকটা আসছে কোত্থেকে? জাদুকরটা কে?'

'সেই রাতের কথা মনে আছে, ডিনারের ছাগলটা কারা ছাড়িয়ে দিয়েছিল?'

'তুমি বলেছিলে ওরা খুদে মানুষ,' প্রায় তিরস্কারের সুরে বলল আজাদ।

'তারা নয়?'

'আমার জানা নেই, লিলি। আমি কখনো কাউকে দেখিনি!'

'তাহলে তুমি জানো না ওরা খুদে মানুষ নয়। জানো কি?'

'বেশ, ইয়ে, সঠিক জানি না, কিন্তু...'

এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসল লিলি। 'আমার কেসে এখানে একটু বিরতি নিচ্ছি।' চারদিকে তাকাল সে। 'ও, আজাদ, গতি কমাও—আমরা একটা নদীর কাছে চলে এসেছি।'

'সামনে ব্রিজ?'

'না।'

'তাহলে? ভেলা করে পার হব? নাকি পানি যথেষ্ট অগভীর, হেঁটেই ওপারে যাওয়া যাবে?'

'ভেলা-টেলা কিছু নেই, আর কত গভীর কেউ জানে না।'

'তাহলে সম্ভবত স্রেফ হাসতে হাসতে পানির ওপর দিয়ে হেঁটে ওপারে গিয়ে উঠব,' বলল আজাদ, আলাপটা ওকে অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে। 'সঙ্গে যেহেতু একটা ডাইনি রয়েছে।'

আবার একটু হাসি। 'নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

BanglaBook.org

সজোরে ব্রেক কষল আজাদ। বিরক্তির আচমকা আক্রমণ গোপন করছে না। 'তুমি আমার সঙ্গে শব্দ নিয়ে খেলছ,' বলল ও। 'সামনে যদি নদী থাকে, সেটা যদি গভীর হয়, এবং তুমি যদি চাও গাড়ি নিয়ে ওই পানিতে আমি নেমে পড়ি, তাহলে আমাকে তোমার আরও ব্যাখ্যা দিতে হবে।'

সতর্ক দৃষ্টিতে আজাদকে পরীক্ষা করল লিলি। আজাদ জানে ওই লালচুলো মাথার ভেতর কী চলছে। ওরা যেসব চরম বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল, যখন একে অন্যের প্রাণ বাঁচিয়েছে। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা...

লিলিকে দেখে মনে হলো আজাদের চিন্তা ধরতে পারছে। 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, আজাদ?'

'বোকার মতো প্রশ্ন কোরো না। আমার জীবন নিয়ে কথা বলছি আমরা।'

'কাজেই সোজা এগোও,' প্ররোচিত করল লিলি। 'ঢেউ লক্ষ করে ঝাঁপ দাও।'

'বেন্টলি নৌকো নয়,' বলল আজাদ, প্রায় খেঁকানোর ভঙ্গি। তবে জোরে টান দিয়ে নিচে আর পেছনে গিয়ার টেনে আনল, মেঝের সঙ্গে চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটার, ছুটল সোজা সামনে। লম্বা একটা ঢাল ধরে নেমে যাচ্ছে ওরা। গাছপালার ফাঁকে পানি দেখতে পেল আজাদ।

ঠান্ডা বরফের মতো বাতাসের বিস্ফোরণ আঘাত করল ওকে। মনে হলো অকস্মাৎ ওকে ধাক্কা দিয়ে প্রকাণ্ড ফ্রিজারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। চট করে লিলির দিকে একবার তাকাল। তার চুলে বরফের কণা! বরফ? এক সেকেন্ড আগে গরম আর আরাম লাগছিল, তারপর হঠাৎ...

আজাদ অনুভব করল প্রচণ্ড ঠান্ডায় ব্যথা করছে ওর কান। ব্যথা করছে নাকও। উইন্ডশিল্ড-জুড়ে পাতলা বরফ জমছে। কী আশ্চর্য, ওরা যেন মেরু প্রদেশে রয়েছে!

ওই যে নদী, ওদের সরাসরি সামনে। না...পানি নয়। এ হতে পারে না...কিন্তু হয়েছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে লম্বা ঢাল বেয়ে নামার সময় গাছের ফাঁক দিয়ে নদীতে পারদের মতো টলটলে নীল পানি দেখেছে আজাদ। সে পানি এখন আর পানি নেই, জমে রংবিহীন বরফ হয়ে গেছে।

শক্ত বরফের ওপর দিয়ে ছুটছে গাড়ি, টায়ার হড়কাতে শুরু করল, হুইলের সব নির্দেশ মানছে না। অপর তীরে ধাক্কা খেল ওরা। চাকা আবার সেঁটে থাকছে। সামান্য উঁচু পাড়, উঠতে সমস্যা হলো না। আবার ছুটল গাড়ি, বাঁক ঘুরছে।

বাঁকটা ঘোরা শেষ হয়নি, আজাদের কান আর নাক বরফগলা পানিতে ভিজে গেল, উইন্ডশিল্ড বেয়েও পানি গড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

'আবার সেই খুদে মানুষেরা?' বাতাসের হুংকার আর ইঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল আজাদের চিৎকার।

'হ্যাঁ!' লিলিও গলা চড়িয়ে বলল। 'ঠিক যেভাবে আলো বেঁকে যায়! ওরা সূর্যের উত্তাপ অফ করে দিয়েছে!'

'তা সম্ভব নয়!' চিৎকার করল আজাদ।

'আমি জানি!' পাল্টা চেঁচাল লিলি, হাসছে।

ওই সংক্রামক হাসির সঙ্গে তর্ক করতে পারে না আজাদ। লিলি যে সহজ ভঙ্গিতে উইচক্রাফট আর ম্যাজিককে খুব সাধারণ ব্যাপার বলে মনে করছে, ওগুলো যেন ফুল বা রোদের মতোই কমন, তা নিয়ে পারে না ঝগড়া করতে। কিন্তু তার পরও কুয়াশা, বাঁকা আলো, বাঁকা রোদ আর অদৃশ্য খুদে মানুষ ভূমিকা রাখায় খুশি ও। চোখে দেখা না গেলেও, তাদের সঙ্গে উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক বজায় রাখে লিলি মরিয়াম। উন্মত্ত ড্রাইভিং আর ব্যাখ্যাবিহীন জাদু দেখার সময় রোমহর্ষ যে ঘটনার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, সেটার কথা যেন ভুলে ছিল লিলি।

আবার তার হাসি শুনতে পেল আজাদ এবং সুরটা শুনে উপলব্ধি করল বেশ কিছুক্ষণ তা আর শোনা যাবে না। সে যে কী কষ্টে আছে, অনুভব করতে পারছে ও। বেশ কবার তার দিকে তাকিয়েছে, দেখেছে ওর মুখের রেখায় শোক আর সহানুভূতি ফুটছে। সেইন্ট ব্রেনড্যান গ্লেন যত কাছে চলে আসছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে রেখাগুলো। নিজের অজান্তে একবার শিউরেও উঠল সে। তারপর ঠোঁট কামড়ে ধরল।

জোর করে রাস্তার দিকে মন দিল আজাদ। 'লিলি, আর কত দূর?'

'আর হয়তো বিশ মিনিট।'

'এই মেয়ে, তুমি ঠিক আছ তো?'

লিলির উত্তর বিস্মিত করল আজাদকে। 'না।'

সেইন্ট ব্রেনড্যান গ্লেনের এই পাহাড়ি এলাকার স্মৃতি যতটুকু পারা যায় মনের পর্দায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল আজাদ। এর আগে ওখানে গেছে ও, কিন্তু সময়টা ছিল গভীর রাত, তা ছাড়া লিলি ওকে নিয়ে গিয়েছিল মূল হাইওয়ে ধরে।

খানিক পর লিলি বলল, 'গতি কমাও, আজাদ।' শব্দগুলো যেন জোর করে উচ্চারণ করতে হলো তাকে। তার শরীরটা মাঝখান থেকে প্রায় দুই ভাঁজ হয়ে আছে। 'পরিস্থিতি ভালো হবে,' যেন বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে সে, 'লাইন টপকে ইনার সার্কেলে ঢুকে পড়তে পারলে।'

BanglaBook.org

চুলের কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ একটা বাঁকে গতি কমাল আজাদ। আচমকা নাকবরাবর সামনে, রাস্তার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা অশুভ গাছ দেখতে পেয়ে ব্রেক কষল। ভাঙা ডালপালার ভেতর বেশ কয়েক জোড়া চোখ দেখতে পেল, ওর আর লিলির দিকে তাকিয়ে আছে। সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লিলি, সরাসরি চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর ধীরে ধীরে ঢলে পড়ল সিটের ওপর।

ঘুরে আবার গাছটার দিকে তাকাল আজাদ, যেটা ওদের পথ আটকে রেখেছে। ওর চোখের সামনে ওটা মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে, তারপর অকস্মাৎ ওখানে ওটার কোনো অস্তিত্ব থাকল না। গিয়ার বদল করল আজাদ, এবার আর সামনে এগোনোর কথা লিলিকে বলতে হলো না।

আরও একটা বাঁক ঘুরল ওরা। আজাদের মনে হলো হঠাৎ করে ওরা যেন একটা মাঠের ওপর দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে, যে মাঠ শক্তির আধার। জিনিসটা যা-ই হোক, ওর গোটা শরীরে শিরশিরে একটা ভাব এনে দিচ্ছে, দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে হাত আর ঘাড়ের রোম। এমনকি ওর দুসারি দাঁতও এমন একটা কম্পনে সাড়া দিচ্ছে, যেটার উৎস খুঁজে পাচ্ছে না ও। তারপর অনুভূতিটা থাকল না এবং আজাদ উপলব্ধি করল ওরা ওদের সেই বিশেষ এলাকায় পৌঁছে গেছে, লিলি যেটাকে 'ইনার সার্কেল' বলছে।

অবশেষে সেইন্ট ব্রেনড্যান গ্লেনে পৌঁছেছে আজাদ।

ওর চারদিকে শুধু রক্ত, মৃত্যু আর আতঙ্ক জাগানোর উপাদান ছড়িয়ে আছে।

হাজার বছরের বেশি হয়ে গেছে সেইন্ট ব্রেনড্যান গ্লেন জাদু আর রহস্যে ঘেরা প্রায় নিষিদ্ধ একটা এলাকা হিসেবে টিকে রয়েছে। এখানকার বাড়িঘর জঙ্গলের শক্ত কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি, প্রচণ্ড ঝড়েও যাতে ভেঙে না পড়ে। বাড়িগুলো সব পাহাড়ে, ওপরে উঠে যাওয়া ঢালের গায়ে, নালার ভেতর—এ যেন রূপকথায় বর্ণনা করা জাদুকরদের আবাসভূমি। চিমনি থেকে সুগন্ধি ধোঁয়া উঠছে। বনভূমি বা পাথুরে জঙ্গল চিরে চলে গেছে আঁকাবাঁকা পথ, পথের পাশে বাহারি রঙের ফুলবাগিচা কিংবা চঞ্চল ঝরনা।

BanglaBook.org

গ্রামের কাছাকাছি, আকাশের গায়ে, বিরাট হলঘর ঝুলে আছে; প্রাচীন একটা কাঠামো, দেখে মনে হবে আগেকার দিনে বোম্বেটেরা এখানে জড়ো হতো। গ্লেনের লোকজন নিজেরাই জমিতে ফসল ফলায়। তারা সেরা জাতের ঘোড়ায় চড়ে। গরু-ছাগল, ভেড়া পালে। কুকুর আছে প্রচুর, বেশির ভাগই পোষা। আর আছে ট্রেনিং দেওয়া আইরিশ উলফ-হাউন্ড, দায়িত্ব পালন করে শিশু ও নারীদের প্রহরী হিসেবে।

গ্লেন হলো সংরক্ষিত জাদুময় অতীত, তবে তার সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে বর্তমান বৈজ্ঞানিক টেকনোলজির সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে, যদিও দেখে মনে হবে ওগুলোর কোনো অস্তিত্ব এখানে নেই। গ্লেনের লোকজন বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, তবে পাওয়ার লাইন লুকানো আছে মাটির অনেক নিচে, যাতে দৃষ্টিকে পীড়া না দেয় এবং অকৃত্রিম প্রকৃতির সঙ্গে বেমানান না লাগে।

এই হলো নিউ ফরেস্টের সেইন্ট ব্রেনড্যান উইকা পরিবার, আধুনিক সভ্যতা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, মোহময়, মাটি আর প্রকৃতির অংশ, যেখানে মিসরীয় যাযাবরেরা ইংলিশ ডাইনি পরিবারের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে জড়িয়েছে, যেখানে প্রাচীন মিথগুলো এখনো বিশ্বাস করা হয়, চর্চা করা হয় প্রায় প্রতিটি রীতি, পালিত হয় প্রায় সব কটি আচার-অনুষ্ঠান। ফলে দুর্গম এই বনভূমির বাইরে যে ইংল্যান্ড রয়েছে, এই জায়গার সময় আর প্রকৃতি তার সঙ্গে একটা স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করেছে। জিপসি, রুমানি, যাযাবর, বেদুইন—যা-ই বলা হোক না কেন, মূল উৎসভূমি মিসর হওয়ায় পশ্চিমা বিশ্বের লোকজন তাদের চিরকাল বাঁকা চোখে দেখে আসছে। তাদের প্রায় সবার নামই আরবি, সেটাও বিড়ম্বনা সৃষ্টির একটা কারণ।

তারপর আজ হঠাৎ করে এই হামলার ঘটনাটি ঘটল, প্লেন থেকে নিচে তাকানোয় দেখতে পেয়েছে আজাদ। আগুনের ছড়ানো শিখা, অসাড় করা শক-ওয়েভ—প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরক ছাড়া সম্ভব নয়। এরকম বিস্ফোরক যারা ব্যবহার করছে, তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার : বনভূমির বাসিন্দাদের ছিন্নভিন্ন করা।

আকাশে থাকতে সবচেয়ে খারাপ যেটা আশঙ্কা করেছিল আজাদ, চোখের সামনে এখন সেটাই দেখতে পাচ্ছে। এই এক ফালি জমি, প্রকৃতি আর ইতিহাসের সঙ্গে কী মধুর সম্পর্ক তার, অতীতের নির্দয় হিংস্রতার সব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সেটাকে ধর্ষণ করা হয়েছে—রক্ত-মাংসের মানুষগুলোর ওপর পাইকারি হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে। পুরুষ, নারী ও শিশুদের রক্তাক্ত এবং হাত-পা ছড়ানো লাশ পড়ে আছে এখনো, কোনো কোনোটা কাপড়ের তৈরি পুতুলের মতো মোচড়ানো, গাঢ় রক্তের পুকুরে আধডোবা।

BanglaBook.org

যারা নিজ শক্তিতে সচল থাকতে পারছে, তারা সবাই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সাহায্য করছে আহতদের। চোখ ঘোরালেই আগুন আর ঘন ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। এখনো অনেক ঘরবাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছে। গ্রাম ছাড়িয়ে জঙ্গলেও ছড়িয়েছে আগুন, তবে দ্রুতই শুরু করা হয়েছে নেভানোর কাজ। লোকজন, তারাও রক্তাক্ত এবং আহত, এক লাইনে দাঁড়িয়ে বাকেট ব্রিগেড তৈরি করেছে—ঝরনা থেকে একের পর এক পৌঁছে যাচ্ছে বালতিভর্তি পানি। আশা করা যায়, আগুনের ছড়িয়ে পড়াটা তাড়াতাড়িই বন্ধ করা যাবে।

আজাদকে গাড়ির ভেতর বা কাছাকাছি থাকতে বলেছিল লিলি। অল্প দু-চারজন মানুষ চেনে ওকে; তা ছাড়া, ভাবাবেগে থমথমে হয়ে আছে পরিবেশ। কিন্তু স্রেফ একজন দর্শক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকাটা অসম্ভব বলে মনে হলো আজাদের। ঢাল বেয়ে নেমে আসা পানিভর্তি বালতি ধরছে যারা, তাদের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর দুপাশের লোক দুজন শুধু চোখ তুলে একবার দেখে নিল মুখটা। কোনো প্রশ্ন নেই। যেহেতু সাহায্য করছে, কাজেই এরপর ও আর আগন্তুক নয়। আগুন নিভে যাওয়ার পর আহতদের সেবায় নেমে পড়ল আজাদ—ফার্স্ট এইড দিল, যাদের জখম গুরুতর, তাদের স্ট্রেচারে তুলে পাহাড়চূড়ায় নিয়ে গেল, ওখানে সমবায় ভবন আছে, সেখানে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে। আগে কখনো প্লেনে না এলেও সেইন্ট ব্রেনড্যান সম্পর্কে জানে আজাদ—খাদের ভেতর বনভূমিসহ বিচ্ছিন্ন লোকবসতি। স্টোনহেঞ্জের এত কাছাকাছি উপস্থিত একটা সমাজকে, যে সমাজের সঙ্গে রহস্য, মায়া আর প্রাচীন ধর্মের এত গভীর বন্ধন রয়েছে, এড়িয়ে যাওয়ার আসলে কোনো উপায় নেই। স্টোনহেঞ্জ, যেখানে দৈত্যাকার পাথর বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে, আজও যেগুলো আধুনিক কালের বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করে রেখেছে, গোটা সালসবেরি প্লেন আর সেখানকার ঘরবাড়িতে ছড়িয়ে দিচ্ছে অদৃশ্য একটা এনার্জি।

একটা ব্যাখ্যা হলো ওগুলো আসলে গ্রহ-নক্ষত্র কোনটা কোথায় আছে তারই নির্দেশনা বা চিহ্ন, হাজার হাজার বছর ধরে পর্যবেক্ষণের পর প্রাপ্ত ফলাফল। এভাবে বা অন্যভাবে সাজানো পাথর শুধু সালসবেরি নয়, গোটা ব্রিটিশ আইলের বহু জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। এগুলোর বিস্ময়কর জ্যামিতিক প্যাটার্ন থাকায় ধারণা করা হয়, তা থেকে কোনো ধরনের শক্তি উৎপাদিত হয়, সে শক্তি ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়, দূর-দূরান্তে। কিছু পাথর কয়েক শ টন ওজন, আনা হয়েছে বহু দূর থেকে—যখন এত ভারী কিছু

BanglaBook.org

বহন করার কোনো উপায় আবিষ্কৃত হয়নি।

আজাদ একসময় ব্যক্তিগত কৌতূহল মেটানোর জন্য জানার চেষ্টা করেছিল স্টোনহেঞ্জকে ঘিরে যে লোককাহিনি প্রচলিত আছে, যাতে একটা শক্তির কথা বলা হয়, সেটা আসলে কী। জাদুকর মার্লিনকে নিয়ে লেখা মোটা একটা বইতে পাওয়া গেল স্টোনহেঞ্জকে তিনি 'করিয়া জাইগানটাম' বলেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী দানবদের বৃত্ত বলা হয়েছে, জোর দিয়ে জানানো হয়েছে ওই বৃত্ত থেকে তৈরি হওয়া শক্তি চারদিকে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। আবার বলা হয়েছে 'দৈত্যদের নাচ'। পুরোনো দলিলে পাওয়া গেছে: রেকর্ড বলে পাথরগুলোকে বিশেষ পজিশনে সাজাতে হবে, কিন্তু সাজানোর সেই প্রাচীন পদ্ধতি বা ফর্মুলা বহুকাল আগেই হারিয়ে গেছে।

তবে মার্লিন বলেছেন অন্য কথা। তাঁর দাবি ছিল, স্টোনহেঞ্জের বিশাল পাথরগুলোকে বিশেষ ভঙ্গিতে সাজানোর ফলে ওগুলো এমন একটা ইনস্ট্রুমেন্টে পরিণত হয়েছে, যেটা অদৃশ্য শক্তি আহরণ করতে পারে, কাজ করে এনার্জির রিসিভার হিসেবে।

আজাদ জানে, সব এনার্জিই একটা প্যাটার্ন অনুসরণ করে, সেটা কোনো ইঞ্জিন তৈরি করুক বা কোনো বাঁশি। অদৃশ্য শক্তি ম্যাজিক নয়—রেডিও ওয়েভ তার সাধারণ প্রমাণ, যেমন সাধারণ প্রমাণ বাতাস আর রোদ। বিশাল এসব পাথরের এনার্জি, মার্লিনের নির্দেশে, সতর্কতার সঙ্গে ওগুলোর সাজানোর ধরনের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে, রেডিও ওয়েভের নিয়মে?

নিজের করা ডিজাইন অনুসরণ করে একটা হোমিং অ্যানটেনা তৈরি করল আজাদ, উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট একটা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আবিষ্কার করা, সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে সাড়া দেওয়া এবং তারপর নির্ভুলভাবে রেডিও ওয়েভের উৎসের দিকে তাক করা।

পাওয়ার দরকার হবে, আজাদ সিদ্ধান্ত নিল, সেটা সে নিজের শরীর থেকে নেবে। যত কথাই বলা হোক, শেষ পর্যন্ত মানুষ তো একটা বায়োলজিক্যাল-ইলেকট্রিক্যাল মেশিন ছাড়া কিছু নয়। রেডিওর সঙ্গে সংযুক্ত অ্যানটেনার শেষ প্রান্ত মুঠোর ভেতর ধরলে খুব সহজেই সেটা প্রমাণ করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে রিসেপশন শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সিগন্যাল পাওয়া যায় আরও পরিষ্কার। এ ক্ষেত্রে হিউম্যান বডি একটা অ্যানটেনা।

নিজের বুকে-পিঠে একটা ক্যারিইং ফ্রেম আটকাল আজাদ, অ্যানটেনা লুপ ওর মাথার ওপর দিয়ে প্রসারিত বাহু বরাবর এগিয়েছে। অদ্ভুত এই ডিভাইসে ওকে বিদঘুটে দেখাচ্ছে, জানে, কিন্তু গ্রাহ্য করছে না। গায়ে-মাথায় অ্যানটেনা

BanglaBook.org

জড়িয়ে মই বেয়ে স্টোনহেঞ্জের একটা উঁচু আর সমতল পাথরের মাথায় চড়ল, আকারে একটা ট্রাকের চেয়ে বড়ই হবে সেটা।

ওখানে দাঁড়িয়ে শরীরটা ঘোরাতে যাচ্ছে আজাদ। ওর শরীর আর ডিভাইস মিলে তৈরি হয়েছে প্রকাণ্ড একটা লুপ অ্যানটেনা। ঘুরতে শুরু করা মাত্র একটা ইলেকট্রিক্যাল শক ঝাঁকি দিল ওকে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত। হাঁ হয়ে গেছে আজাদ, ঘোরাটা থামায়নি, হতবিহ্বল হয়ে দেখল খুদে ইলেকট্রিক্যাল ফুলকি, নীল শিখার জিব, ওর মুখের চারপাশে শব্দ করছে। মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়ায় ওখানে খুদে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিকস ফিল্ড তৈরি হয়েছে। টলে উঠল ও, বন্ধ করল মুখ, পোড়া ইলেকট্রিসিটির স্বাদ পেল, আর তারপর স্থির হয়ে গেল। সেটা চাইল বলে নয়। এই পজিশনে আটকে গেছে আজাদ। ওর পা থেকে সারা শরীরে উত্তাপ ছুটল, দেখল সাদা একটা আলো ঘিরে ফেলছে ওকে, সেটার পিছু নিয়ে এল বজ্রপাতের আওয়াজ এবং অনুভব করল অদৃশ্য একটা হাত পাশ থেকে আঘাত করল ওকে। পাথরটার মাথা থেকে পড়ে যাচ্ছে আজাদ, এলোপাতাড়ি হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে।

ভাগ্য সব সময় সহায়তা করে, এবারও সেটা থেকে বঞ্চিত হলো না আজাদ। কাত হয়ে নিচে পড়ল, শরীরের চাপে দুমড়েমুচড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল নিজের তৈরি ডিভাইস—লুপ অ্যানটেনা। বলা যায়, ওটাই ওকে বাঁচিয়েছে, তা না হলে দু-একটা হাড় কি আর না ভাঙত।

এই ঘটনা থেকে আজাদ উপসংহারে পৌঁছেছে, অশুভ শক্তির উপাসক মার্লিনের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে প্রাচীন যুগের কিছু মেধাবী মানুষ একটা ডিজাইন তৈরি করেন, যেটা বিশাল এক ক্যাপাসিটারের সমতুল্য, বলা যায় ব্যাটারি কালেকশন ডিভাইস, যে ডিভাইস এমন একটা অচেনা এনার্জি শুষে নেয়, যার সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান কিছুই জানে না এবং ডিভাইসটা ওই এনার্জিকে ছেড়েও দিতে পারে, আর তার পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ।

কিন্তু এখন স্টোনহেঞ্জকে মনে হচ্ছে গ্রহের আরেক মাথায়। আজাদ এখন পরে আছে শুকনো রক্ত, ভেজা কাপড় আর কাদা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সম্ভাব্য সব রকমভাবে সাহায্য করতে গিয়ে ওর হাতে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ তৈরি হয়েছে, ব্যথায় টনটন করছে প্রতিটি পেশি। এখানে আসার পর থেকে লিলিকে আর দেখেনি ও, তবে জানে সময় আর পরিস্থিতি ঠিক হলে ওকে খুঁজে নেবে সে।

ইতিমধ্যে আহত মানুষের কান্না যেমন কমেছে, তেমনি নিভে এসেছে আগুনও। সন্ধে নামার আগেই পাতলা হয়ে এসেছে ধোঁয়া। এখানে-সেখানে নতুন আগুন জ্বলছে, এগুলো হারিকেন আর মশাল, জায়গাটাকে আলোকিত

BanglaBook.org

রাখার জন্য। হানাদারেরা সম্ভবত বিদ্যুৎ লাইনেরও ক্ষতি করে গেছে।

মানুষ, পশু, তাদের ঘাম আর রক্তের গন্ধ পাচ্ছে আজাদ, যাদের জীবনপ্রদীপ অকস্মাৎ নিভে গেছে। বাতাসে আরও ভেসে আছে গানপাউডারের কড়া ঝাঁজ। বড় একটা গাছের তলায় বেঞ্চ ফেলা আছে, প্রথমে সেখানে বসল, তারপর কাত হলো, বলতে পারবে না কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুম ভাঙল লিলির ডাকে। ওর পাশে বসে বুকে হাত রেখেছে। 'ওঠো, আজাদ,' মৃদু গলায় বলল। 'এটুকু এক ঢোঁকে খেয়ে নাও।'

প্রথম চুমুকে মনে হলো অ্যালকোহল। তারপর ভাবল, না, জুনিপার বেরির রস, নিউ ফরেস্ট ছাড়া আর বোধ হয় কোথাও পাওয়া যায় না। কাপটা লিলিকে ফিরিয়ে দিয়ে শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছতে যাবে, স্থির হয়ে গেল হাত।

লিলির ডানে, একটু পেছনে, দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নারীমূর্তি। দূরে আগুন, তার গায়ে দাঁড়ানো মূর্তির মুখ এখনো ছায়ার ভেতর, স্পষ্ট হয়ে আছে শুধু কাঠামোর কিনারা। তবে দেখামাত্র আজাদ বুঝল, ও ফারহা—ক্যাটলিনা ফারহা সেইন্ট ব্রেনড্যান, সাদাত নূর আর অ্যাথেনা সারকেজ সেইন্ট ব্রেনড্যানের মেয়ে, এমন একটা বংশধারা থেকে এসেছে, যারা হাজার বছরের বেশি দিন ধরে শাসন করছে এই উপত্যকা। এবং লিলি মরিয়ামের চিরবন্ধু, আপন বোন যতটা হতে পারে তার চেয়ে কম ঘনিষ্ঠ নয়।

ধীরে ধীরে বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়াল আজাদ। ক্যাটলিনার উপস্থিতি প্রায় একটা শারীরিক ধাক্কার মতো আঘাত করেছে ওকে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে যেন বুঝে ফেলল এরকম আর কোনো নারী ওর জীবনে আসবে না।

পা দুটো সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে ক্যাটলিনা, ক্ষতবিক্ষত শরীরের ব্যথা সহ্য করছে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, তবে নীরবে। তার ত্বক অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, দাগে ভরা, আঁচড়গুলো থেকে রস বেরোচ্ছে, রক্ত ঝরছে প্রতিটি গভীর ক্ষত থেকে। কীভাবে যেন আজাদ বুঝল জমাট বাঁধা যে রক্ত কাপড়ে দেখা যাচ্ছে, সেগুলো তার নয়।

ক্যাটলিনার হাতে বিরাট তলোয়ার—ডগাটা মাটি ছুঁই-ছুঁই করছে। আজাদ জানে এই অস্ত্রটা শুধু প্রাচীন নয়, এটা সম্পর্কে একটা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে—এর ইতিহাস যদি না-ও বলা যায়। ওর যদি ভুল না হয়, তাহলে ক্যাটলিনার হাতে ওটা আগুনের তলোয়ার দেখছে আজাদ। 'ক্যালিবান'। সরাসরি মার্লিনের নির্দেশে এ অস্ত্র তৈরি করা হয় রাজা আর্থারের জন্য। এটা সেই ব্যক্তির লড়াই করার তলোয়ার, যিনি গোলটেবিলে দরবার বসাতেন। ইংরেজিতে বলা হয়: সোর্ড অব সেক্রেড ফায়ার।

BanglaBook.org

এমনকি এখনো সেটা প্রশ্নাতীত মনে হয়। আগুনের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, চকচক করছে, তার পরও যেন ভেতর থেকে অন্য কোনো আলো বেরিয়ে এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে ক্ষুরের মতো ধারালো ফলাকে। শৌখিন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে বহু বছর এই তলোয়ার শুধু একবার চোখে দেখার স্বপ্ন নিয়ে খুঁজছে আজাদ। এখন, এই মুহূর্তে, সেটাকে নাগালের মধ্যে দেখতে পেয়ে ওর মাথা ঘুরছে। গ্লাসটনবেরি আর অ্যাভালনে গেছে ও, বলা হয় এই দুই জায়গায় প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছিলেন রাজা আর্থার। জিতেছিলেন। যেখানেই গেছে ও, এমনকি স্টোনহেঞ্জেও, এই তলোয়ারের কথা শুনেছে। বলা হয় এখানে আছে, ওখানে আছে, কিন্তু কেউ আর খুঁজে পায়নি। তারপর লিলির মুখে একদিন শুনল আজাদ, ওটা আছে ওর প্রাণপ্রিয় বান্ধবী ক্যাটলিনা ফারহার কাছে।

অস্ত্র থেকে চোখ সরিয়ে অস্ত্রধারিণীর দিকে তাকাল আজাদ। ক্যাটলিনার চেহারার সঙ্গে চেরোকি ইন্ডিয়ানদের মিল আছে। চোয়ালের উঁচু হাড় থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে আলো। শক্তি আর সৌন্দর্য মিলে তৈরি হয়েছে একটা নিখাদ বিস্ময়। রাশি রাশি কোঁকড়ানো সোনালি চুল। নারীসুলভ দেহসৌষ্ঠব। অথচ রণরঙ্গিনী, তলোয়ার হাতে ভয়ানক সুন্দর। চোখে যেন কিসের আলো, কিছুই তার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারছে না।

এখানে যে যুদ্ধটা হয়ে গেছে, তাতে মারাত্মক আহত হয়েছে ক্যাটলিনা। শরীরের অন্তত পাঁচটা ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে এখনো। পরনের লেদার গার্মেন্টস যেভাবে চিরে গেছে, সন্দেহ নেই ছুরির কোপ মারা হয়েছিল। শুধু লেদার চেরেনি, ত্বকও ফাঁক করে দিয়েছে। গোল আকারের ক্ষতও আজাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। বুঝল ওগুলো বুলেটের কীর্তি। কিন্তু তাহলে দাঁড়িয়ে আছে কী করে? এটা কীভাবে সম্ভব?

আবার তলোয়ারের কথা মনে পড়ল আজাদের। শুধু যে ব্লেড অব ফায়ার বলা হয়েছে, তা তো নয়। সঙ্গে আরও অনেক তথ্য আছে। এই তলোয়ার তৈরি করা হয়েছে স্পেশাল অ্যালয় দিয়ে, তার সঙ্গে যোগ করা হয়েছে মার্লিনের ব্ল্যাক ম্যাজিকের শক্তি আর প্রভাব। আপাতত মিথের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি আছে সব ভুলে গিয়ে আজাদ ভাবছে: এখানে যে নারী দাঁড়িয়ে রয়েছে তার শরীরে এত বেশি আঘাত লেগেছে যে বাঁচার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

কিন্তু সে মারা যায়নি। ওর সামনে দিব্যি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাজেই ক্যালিবানের লিজেন্ড ওর কাছে আক্ষরিক হয়ে উঠল।

তারপর যেন আজাদের হুঁশ ফিরল। খাপ! ওই তলোয়ারের খাপ! খাপটা ইস্পাত আর চামড়া দিয়ে তৈরি। লিজেন্ড যদি সত্যি হয়, গুরুতর আহত

BanglaBook.org

ক্যাটলিনার দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে বিস্ময়কর কিছু নেই।

মাথা থেকে এসব অবাস্তব চিন্তা সরাতে চাইলেও পারছে না আজাদ। ক্যালিবানের খাপ ক্ষত সারিয়ে তোলে, এটা এত বেশি প্রচারিত যে, পণ্ডিতেরাও বিষয়টা নিয়ে তর্ক করতে চান না। ঠিক আছে, পরে এটা নিয়ে ভাবা যাবে—নিজেকে বলল আজাদ।

'কম করেও এখানে ত্রিশজন মারা গেছে,' হঠাৎ বলল লিলি। 'ছুরি চালানো হয়েছে, গুলি করা হয়েছে—খুন করার জন্য, ঠান্ডা মাথায়।'

'আহত হয়েছে আরও পঞ্চাশ জন,' বলল ক্যাটলিনা, গলাটা নিচু, তবে যথেষ্ট দৃঢ়।

'কারা?' সংক্ষেপে জানতে চাইল আজাদ।

'আমরা নিশ্চিত নই,' বলল ক্যাটলিনা, একটু থেমে আবার বলল, 'এখনো। তবে আমরা জানব কারা ওরা, তারপর এক এক করে প্রত্যেককে খুঁজে নেব।'

হাত তুলে চারদিকটা দেখাল আজাদ। 'ওরা অত্যন্ত শক্তিশালী এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করেছে। প্লেন থেকে সবই দেখা যাচ্ছিল।'

'ওরা মার্সেনারি,' একটু ইতস্তত করে বলল লিলি। 'ওরা জানত গ্লেনটা কোথায়, এখানে কারা থাকে। ভালো একটা প্ল্যান ধরে কাজটা সেরেছে...'

'প্রফেশনাল?' বলল আজাদ।

'হ্যাঁ,' উত্তর দিল ক্যাটলিনা।

'বলে যাও, প্লিজ,' উৎসাহ দিল আজাদ।

'ওরা যা করেছে,' বলল ক্যাটলিনা, 'সবই খুব গুছিয়ে, হিসাব কষে, নির্দয়তার সঙ্গে। একটা উদ্দেশ্য সামনে রেখে। ওরা এখানে পৌঁছেছে মোটরকার নিয়ে। কটা জানি না। ওদের উপস্থিতি ভালো করে টের পাওয়ার আগেই আমাদের মাঝখানে চলে আসে।'

'কিন্তু,' বলল আজাদ, লিলির দিকে তাকাল, 'আমরা এখানে আসার সময় দেখলাম রাস্তা গায়েব হয়ে যাচ্ছে! আমি বলতে চাইছি...'

'ওটা পরের ঘটনা, আজাদ,' ব্যাখ্যা করল লিলি। 'তার আগে? বহু বছর হয়ে গেছে এখানে কেউ কাউকে আঘাত করতে আসে না—আমি ভুলে গেছি কত বছর। হামলার পর...' কাঁধ ঝাঁকাল সে, '...বুদ্ধি বাড়ে না, কী যে বলো না তোমরা।'

'কোনো নোটিশ বা ওয়ার্নিং ছাড়া এল ওরা, এসেই গুলি ছুড়তে শুরু করল?' জিজ্ঞেস করল আজাদ। 'বিনা কারণে?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' বলল ক্যাটলিনা। প্রথমে এক্সপ্লোসিভ চার্জ করল। দালান উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। কী ঘটছে বোঝার আগেই আমাদের লোকজনের মন ভেঙে দিতে চেয়েছে। তারপর আরেক গ্রুপ...'

'মাফ করবে, বাধা দিচ্ছি, মোট কজন ছিল ওরা?'

'সম্ভবত বিশ জন। তির আর বর্শা নিয়ে আমরা পাল্টা আঘাত করি। আদিম যুগের ডিফেন্স মনে কোরো না। আমাদের একটা তির তিনজন লোকের শরীর পেনিট্রেট করতে পারে। কিন্তু শুরু করতে দেরি করে ফেলি আমরা। আমাদের সেরা যোদ্ধাদের খুন করে ওরা, তারপর কজন মেয়ে আর শিশুকে টার্গেট করে। সবশেষে কয়েকটা শিশুর গলায় ছুরি ধরে, হো হো করে হাসতে থাকে, হুমকি দেয়—ওরা যা চায় তা না পেলে বাচ্চাদের জবাই করা হবে।'

'কিন্তু কারা ওরা?' আজাদ ভাবল, ওর কি কিছু চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে?

লিলি বলল, 'আমি এখানে ছিলাম না।'

ক্যাটলিনা বলল, 'ওগুলো শয়তানের মুখ, কিন্তু কাউকে আমি চিনি না। তবে ওদের জানা ছিল, ওরা যা খুঁজছে সেটা কোথায় পাওয়া যাবে।'

তার শেষ কথাটা আজাদকে সচকিত করে তুলল। কিন্তু ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ক্যাটলিনা।

'আমাকে ওদের দরকার, কাজেই আমি যাই,' বলল সে। 'তা ছাড়া, আরেকটা দল চলে আসছে।'

আজাদের চেহারায় দিশেহারা ভাব।

'নিশ্চয়ই সরকারি লোকজন', তাড়াতাড়ি বলল লিলি। 'পুলিশ।'

'নিজেদের আমরা আড়াল করব,' যেতে যেতে বলল ক্যাটলিনা। 'কেউ ওরা এখানে আসার পথ খুঁজে পাবে না।'

তার দিকে এক পা এগোল আজাদ। 'ক্যাটলিনা, সেটা ভুল হবে।'

ফিরে এসে ওর মুখোমুখি হলো ক্যাটলিনা। 'তুমি আমাদের ভালো করে চেনোই না, অথচ কথাটা এত জোর দিয়ে বললে যে?' থেমে থেমে প্রশ্নটা করল সে।

আজাদ বুঝতে পারল বিপজ্জনক পথে পা বাড়িয়েছে। এই তরুণীর ভেতরটা ব্যথা, শোক আর ঘৃণায় জর্জরিত হয়ে আছে। এই মুহূর্তে একটা আঘাত করার ঝোঁক কাজ করছে তার মনে। ও ভাবল, তলোয়ারটা বড় বেশি কাছে। 'এখানে আজ যা ঘটেছে, তোমরা সেটা গোপন রাখতে পারবে না। তোমাদের যারা মারা গেছে, সরকারের কাছে তাদের বর্ণনা থাকতে হবে। তোমাদের হাতে ওদের কজন মারা গেছে?'

BanglaBook.org

'নজন।'

'ওদের তোমরা স্রেফ গায়েব করে দিতে পারো না। আরেকটা কথা, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার কিছু যোগাযোগ আছে। ওরা আমার ওপরমহলের বন্ধু। তোমরা না জানলেও তারা জানবে কারা এই হামলা করেছে।'

'তুমি ওদের নাম জোগাড় করতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল ক্যাটলিনা।

'কথা দিতে পারছি না, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করব,' বলল আজাদ।

'কাজটা কেউ যদি পারে তো,' বলল লিলি, 'আজাদই পারবে।'

আজাদের আরও সামনে সরে এল ক্যাটলিনা, 'আদৌ যদি সেটা সম্ভব হয়।' তার মতো জ্যান্ত চোখ আর কারও মধ্যে দেখেনি আজাদ। 'কী কারণে কাজটা তুমি করবে?' ঠান্ডা হিম গলায় প্রশ্ন করল সে।

আজাদের চোখে পলক পড়ছে না। 'কেন, তা জানি না। শুধু জানি করব।'

আজাদের চোখে কী যেন খুঁজল ক্যাটলিনা। কী পেল, তা-ও সে-ই বলতে পারবে। 'ধন্যবাদ,' বলে সামান্য মাথা নোয়াল আশ্চর্য মেয়েটা, তারপর ঘুরে হনহন করে হাঁটা ধরল, হারিয়ে গেল সদ্য নামা অন্ধকারে।

'তুমি জানো, এইমাত্র কী ঘটে গেল?' আজাদকে জিজ্ঞেস করল লিলি।

কথা না বলে তার দিকে তাকিয়ে থাকল আজাদ।

'তোমাকে আমাদের একটা অংশ করে নেওয়া হয়েছে। আমাদের সবার, এখানে। আরেকটা কথা বলি তোমাকে, জাকি আজাদ। এরকম আগে কখনো দেখিনি আমি। কক্ষনো না। এ যেন... উপযুক্ত শব্দ খুঁজছে, ...এ যেন তোমরা দুজন পরস্পরকে কয়েক শ বছর ধরে চেনো। যেন প্রাচীন কোনো এক কালে ভাই-বোন ছিলে তোমরা, আর দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর এখন আবার তোমাদের দেখা হলো।'

'তুমি আবার রোমান্টিক হয়ে উঠলে কখন?'

কী যেন বলতে গিয়েও বলল না লিলি।

গ্লেনের চারদিকে তাকাল আজাদ। 'ভালো হয় পুলিশ এখানে পৌঁছানোর আগেই আমাকে যদি সব কথা বলো তুমি। কিছু বাদ না দিয়ে।'

'সেটা...সাংঘাতিক,' বলল লিলি, গলা ভেঙে গেল।

'কান্নাকাটি পরে কোরো,' কর্কশ সুরে বলল আজাদ। 'এই মুহূর্তে আমার তথ্য দরকার।'

মাথা ঝাঁকাল লিলি। বড় করে শ্বাস নিল। 'অ্যাথেনাকে নির্যাতন করেছে ওরা। ক্যাটলিনার মা...'

BanglaBook.org

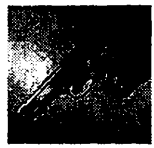

নিঃশব্দে কাঁদছে লিলি।

ওর হাতে হাত রাখল আজাদ। 'ঠিক আছে, আমরা পরে আলাপ করব।'

চোখ মুছল লিলি। 'অ্যাথেনা আমার...আরেকটা মায়ের মতো।'

'তোমাদের কষ্ট আমি বুঝতে পারছি,' নরম সুরে বলল আজাদ। 'এই কষ্ট কমবে শুধু প্রতিশোধ নেওয়া গেলে। আর প্রতিশোধ নিতে হলে সব তথ্য জায়গামতো পৌঁছে দিতে হবে।'

'জানি। বলো, কী জানতে চাও।'

'বলছ ওরা। ওরা কারা? অ্যাথেনাকে কারা নির্যাতন করল? কেন? ওরা জানলই বা কীভাবে যে তিনিই অ্যাথেনা?'

মাথা নাড়ল লিলি। 'আমি তোমার এত সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। শুধু কী ঘটেছে বলতে পারব।'

'ওরা এল, সবাইকে আতঙ্কিত করল, যাকে সামনে পেল তাকেই মেরে ফেলল—তারপর?'

'ওদের লিডার ছোট একটা গ্রুপকে নিয়ে গ্রেট হলে ঢুকে পড়ে। যেভাবেই হোক সে জানত, ক্যাটলিনা আর ওর মা-বাবাকে ওখানে পাওয়া যাবে। ততক্ষণে ক্যাটলিনাসহ আরও অনেকে বুঝে ফেলে কী ঘটছে। লোকগুলোকে বড় হলঘরে ঢুকতে দেয় তারা, তারপর শুরু করে পাল্টা হামলা—দালানের ভেতরে, দুপাশ থেকে, উঁচু কার্নিশ থেকে।'

'বেশ। তারপর?'

নিজের ওয়াইনভর্তি কাপে চুমুক দিল লিলি। 'ক্যাটলিনা সরাসরি লিডারকে লক্ষ্য করে তলোয়ার চালায়। তারা গুলি করে ওকে। আমি যত দূর জানতে পেরেছি, অন্তত চারজনের জান কবজ করেছে সে।'

হাত তুলল আজাদ। 'এক মিনিট। তুমি বললে ক্যাটলিনাকে ওরা গুলি করেছে।'

মাথা ঝাঁকাল লিলি।

'তাদের গুলি ওর গায়ে লেগেছে?'

'হ্যাঁ।'

'রাইফেল দিয়ে গুলি করেছে? রাইফেলের বুলেট?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। একই সঙ্গে দুজন লোকের সঙ্গে লড়ছিল ও, তাদের হাতেও নাঙ্গা তলোয়ার ছিল। গুরুতর জখম হয় তখন।'

'লিলি, তুমি যা বলছ তা সম্ভব নয়। আমি এইমাত্র ক্যাটলিনার সঙ্গে কথা বলেছি। তার কাপড়ে প্রচুর গর্ত রয়েছে, কম করেও এক ডজন লোকের সঙ্গে লাগতে গেলে ওরকম গর্ত তৈরি হতে পারে। অথচ তার পরও দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে সে।'

'জানি, কিন্তু...'

'না, থামো। এটা আগে পরিষ্কার হোক। ওরা গ্রেট হলে ঢোকার পর লড়াই বা হামলা থেমে গেল?'

'হ্যাঁ। তবে বাইরে থাকা দুশমনেরা বাচ্চাদের আটকায়, তাদের গলায় ছুরি ধরে। বলে, পাল্টা হামলা বন্ধ না হলে ওদের জবাই করা হবে।' কষ্ট করে একটা ঢোঁক গিলল লিলি।

'তারপর কী হলো?'

'এই সময় হলঘরে এক লোক অ্যাথেনার ওপর নির্যাতন চালায়। তাকে ক্রুগস বলে ডাকছিল ওরা। অ্যাথেনাকে ধরে রেখেছিল দুজন, সামনে এসে দাঁড়াল ক্রুগস। হাসছিল সে, হাতে ছিল বাঁকা একটা তলোয়ার। সে...,' লিলির মুখে আটকে যাচ্ছে কথা।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে আজাদ।

'অ্যাথেনার কান কেটে নেয় সে।'

আজাদ জমে গেছে।

'কাটা কানটা ক্যাটলিনার বাবা সাদাতের দিকে ছুড়ল সে। বলল, এরপর এক এক করে প্রতিটি আঙুল কাটা হবে। এরপর অ্যাথেনার অন্য কানটা কাটল, কাটল নাক। সাদাত মুক্ত করল নিজেকে, ক্রুগসকে লক্ষ্য করে লাফ দিতে গেল। কিন্তু ধরে ফেলল ওরা, দেয়ালে মাথা ঠুকে দিল, বেহুঁশ হয়ে গেল সে।'

'ক্যাটলিনা কী করছিল?'

'হলঘরের উঁচু সিলিংয়ে উঠে যায় ও। মোটা কড়িকাঠে গা ঢাকা দিয়ে বসে ছিল। ওর আসলে কিছুই করার ছিল না। অনেক বেশি দুশমন, অনেক বেশি অস্ত্র। বেশ কজনের হাতেই সাব-মেশিনগান ছিল।'

'হুম। এবার বলো, কেন এসেছিল ওরা? কী চাইছিল? সেটা কি নিয়ে যেতে পেরেছে?'

কথা না বলে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল লিলি।

BanglaBook.org

'কী সেটা? গয়না? হিরে? কী?'

'এটা তোমাকে...এটা তোমাকে শুধু ক্যাটলিনা বলতে পারে,' বিড়বিড় করল লিলি।

'পারিবারিক গোপনীয়তা ফাঁস করতে চাইছ না?' রেগে গেল আজাদ। 'মুখ বুজে থাকলে কি বিপদ এড়াতে পারবে? ভেবেছ পুলিশ সব কথা না শুনে ছাড়বে তোমাদের?'

'চুপ করো তুমি!' ধমকে উঠল লিলি। 'যথেষ্ট হয়েছে!'

বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আজাদ। 'তুমি কি থাকবে এখানে, নাকি এখনই আমার সঙ্গে যাবে?'

'তু-তুমি চলে যাচ্ছ?' আকাশ থেকে পড়ল লিলি। 'এই না ক্যাটলিনাকে বললে সাহায্য করবে!'

'কীভাবে সাহায্য করব? ছায়ার সঙ্গে বক্সিং লড়া যায়? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর যদি এড়িয়ে যাও...'

'ঠিক আছে, এসো, হাঁটি,' বাধা দিয়ে বলল লিলি। 'প্রথমে এই রক্তের গন্ধ থেকে সরে যাই।'

আকাশে চাঁদ। আজাদের হাত ধরে জঙ্গলের ভেতর হাঁটছে লিলি। 'ওরা ম্যাপ চাইছিল।'

'ম্যাপ। কিসের ম্যাপ?'

'বাইরের মানুষ একমাত্র তোমাকে বলা হচ্ছে কথাটা। পঞ্চাশ বছরের বেশি হবে ক্যাটলিনাদের পরিবার একটা ম্যাপ সংরক্ষণ করছে। আমি যতটুকু বুঝি, ওই ম্যাপে চিহ্নিত করা আছে বিপুল গুপ্তধন। বেশির ভাগ সোনায়। আরও আছে প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণমূর্তি এবং হিরেসহ দামি পাথর। বিশেষ করে স্বর্ণমুদ্রাগুলো অমূল্য, কারণ ওগুলো নাকি কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি আর সভ্যতার অবশিষ্ট।'

ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে আজাদ, কিছু বলছে না।

ওর দিকে তাকাল লিলি। 'আসল কথাটাই তো বলা হয়নি। ওগুলোর সঙ্গে সোনার যে কয়েন আছে, তা এসেছে প্রাচীন রোম, অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান থেকে।'

'তুমি বুঝতে পারছ,' ধীরে ধীরে বলল আজাদ, 'ওগুলোর দাম হতে পারে কয়েক শ মিলিয়ন পাউন্ড?'

'হ্যাঁ, আমি জানি...'

'স্ট্যাচুগুলো কি বিখ্যাত, মানে পরিচিত—মিউজিয়ামে বা অন্য কোথাও?'

BanglaBook.org

'পরিচিত, তবে কেউ সেগুলো দেখেছে কি না বলা শক্ত। যে সাম্রাজ্যে সূর্য ডুবত না, সেই সাম্রাজ্যের রাজধানীতে দুনিয়ার নানা জায়গা থেকে ধন-দৌলত সংগ্রহ করে জমা করা হতো—অনেক ক্ষেত্রে লুট করে। সেই ধন-দৌলতের অংশ ওটা, অন্তত আমার তা-ই ধারণা। আর কয়েন সম্পর্কে শুনেছি, বহুকাল আগে ভ্যাটিকানের সঙ্গে ইংল্যান্ডের বিশেষ একটা লেনদেন হয়েছিল। তবে বিশদ কিছু বলতে পারব না।'

'এই ম্যাপে বলা আছে, এসব কোথায় পাওয়া যাবে?'

'পাওয়া যেতে পারে কিংবা পাওয়া যেতে পারত। আমার জানা নেই।'

'কোথায়? সোনা, রত্ন, মুদ্রা—যা-ই হোক, বলা হয়নি কোথায় পাওয়া যাবে?'

'ওটাই তো গোলমেলে অংশ, আজাদ।'

'তাহলে গোলমেলে অংশটা শোনাও আমাকে।'

'ওই গুপ্তধন এখানে নেই। মানে ইংল্যান্ডে নেই।'

'তাহলে কোথায় আছে?'

'এই, আজাদ,' হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল লিলি, ওর একটা হাত চেপে ধরল, তারার আলোয় ওর চোখ কী যেন খুঁজছে, বলল, 'তোমার আগ্রহ দেখে, আর কিছু তথ্য মনে পড়ে যাওয়ায়, আমার হাতের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস করো! আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়ছি!'

'লোম...স্তম্ভিত...কেন?'

'কেন?' চিৎকার শুরু করল লিলি। 'এটা স্রেফ কাকতালীয় হতে পারে না, আজাদ! এর বিশেষ কোনো তাৎপর্য থাকতে বাধ্য!'

'তোমার এসব হেঁয়ালি যদি বন্ধ না করো...'

'হেঁয়ালি? কোথায় হেঁয়ালি?' আজাদের কনুই দুটো আঁকড়ে ধরে ঝাঁকাচ্ছে লিলি। 'তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়, একসঙ্গে দুনিয়া চষে বেড়ানো, আজ এখানে তোমার উপস্থিতি, প্লেন চালানোর অজুহাতে তোমাকে নিয়ে আমার প্লেনের ওপর ওড়া, তোমার বিস্ফোরণ আর আগুন দেখা, একদল হানাদারের হামলা, ঘটনা সম্পর্কে তোমার আগ্রহ, ম্যাপের কথা তোমাকে আমার বলে ফেলা—সবকিছুর বিশেষ অর্থ আছে।'

'আচ্ছা! কী অর্থ শুনি?'

'নিয়তি তোমাকে এখানে টেনে এনেছে, আজাদ।' প্রবল উত্তেজনায় একটু একটু কাঁপছে লিলি। 'তুমি বিশ্বাস করো আর না-ই করো, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি সবচেয়ে বড় জাদুকরের ইশারাতেই সবকিছু ঘটছে।'

BanglaBook.org

বাধ্য হয়ে তাকে দুই হাত দিয়ে জড়াল আজাদ। 'একটু শান্ত হও। তোমার কি শীত করছে?'

'না...হ্যাঁ...শোনো। এই গুপ্তধনে তোমাদের অধিকার আছে। সবটা অবশ্যই নয়, তবে নবাব সিরাজের যে সোনা ইংরেজরা লুট করে নিজেদের কোষাগার ভরেছিল, সেটুকুর মালিক তো অবশ্যই তোমরা। আজাদ, বিশ্বাস করো, এই সোনার সঙ্গে লর্ড ক্লাইভের নাম জড়িয়ে আছে।'

'সেটা কী রকম?'

'সালটা মনে নেই, তবে সেটা ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ কিংবা ৯ তারিখ। নবাব সিরাজের শিবিরে হামলা চালাল দখলদার ব্রিটিশ ফোর্স, নেতৃত্বে ছিলেন ক্লাইভ। বিকেলের মধ্যে শিবির তছনছ করে দিয়ে নিরাপদে ফোর্ট উইলিয়ামে পৌঁছে গেল তারা। ক্লাইভ রিপোর্ট করলেন প্রায় ৫৭ জন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে ১৩৭ জন।'

'ওটা ছিল ১৭৫৭ সাল,' বলল আজাদ।

'এই আক্রমণে নবাব সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। ক্লাইভের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে রাজি হলেন তিনি।'

'হ্যাঁ, ওই মাসেরই ৯ তারিখে কলকাতার নিয়ন্ত্রণ ইংরেজদের হাতে তুলে দেন সিরাজ।'

'ক্ষতিপূরণের নাম করে নবাবের কাছ থেকে বিপুল ধন-সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়,' বলল লিলি। 'ইতিহাস-সমর্থিত না হলেও, ক্লাইভের নিখোঁজ ডায়েরিতে নাকি বলা আছে, ওই সময় থেকে নবাবের পতন হওয়ার পর আরও বছর খানেক ব্রিটিশ সৈন্যরা বাংলার মন্দির, প্যাগোডা আর মাজার থেকে এক হাজার মণ সোনা আর পাঁচ বস্তা দামি পাথর লুট করে। সেই সোনা আর পাথর জাহাজে করে নিয়ে এসে জমা করা হয় ইংল্যান্ডের সরকারি কোষাগারে।'

'এই, আমি তো আকাশ থেকে পড়ছি!'

'অ্যা! কেন?'

'বাংলার ইতিহাস, এত বিশদ, তুমি কীভাবে জানো, লিলি?'

'আমি আবার কী করে জানব।' কাঁধ ঝাঁকাল লিলি। 'জানে ক্যাটলিনা, যেহেতু ম্যাপটা ওদের পরিবারে আছে। এসব ম্যাপসংশ্লিষ্ট কাহিনি। ওর কাছ থেকে আমি জেনেছি।'

'বেশ। এর সঙ্গে আমার নিয়তির কী সম্পর্ক?' জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'এখানে তোমার উপস্থিতি যেন বলতে চাইছে, ওই গুপ্তধন উদ্ধার হবে এবং তোমাদের ভাগটা তুমি সঙ্গে করে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

'আচ্ছা। ব্যাপারটা তাহলে এত সহজ? যে ব্রিটিশরাজ লুট করেছে, এত বছর পর তারাই তা ফেরত দিতে রাজি হবে—এই তোমার ধারণা?'

হেসে উঠল লিলি। 'না, তা আমি বলিনি। তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশরাজের কিচ্ছুটি করার নেই। কারণ, ম্যাপের ওই গুপ্তধন ইংল্যান্ডে নেই।'

'ইংল্যান্ডে নেই তো কোথায় আছে?'

'আছে আমেরিকায়। আর আমেরিকার আইন বলে : 'ফাইন্ডার্স কিপারস'। গুপ্তধন যে খুঁজে পাবে সে নিজের কাছে রেখে দেবে।'

আজাদ মনে করিয়ে দিল, 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। তা আমেরিকার কোথায়?'

'তা যদি জানতাম, তাহলে তো হয়েই যেত। যতটুকু জানি, সব বলেছি তোমাকে। ক্যাটলিনা আর ওর বাবা আরও হয়তো কিছু জানে, কিন্তু তোমাকে বলবে কি না...

একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে আজাদকে। আপনমনে বিড়বিড় করছে, 'ভাবছি এর সঙ্গে আবার ভ্যাটিকান কীভাবে জড়াল।' মুখ তুলে লিলির দিকে তাকাল। 'ম্যাপটা নিশ্চয়ই ওদের দিয়ে দিতে হয়েছে, তাই না? ওটা না পেলে অ্যাথেনাকে মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখিয়েছিল ওরা।'

'হ্যাঁ।'

'তাতে কিছু এসে-যায় না। ওদের কাছে আরেকটা কপি আছে। আমি জানি।'

'এতটা নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'এদের বুদ্ধিতে অসম্ভব ধার। এরা সারভাইভার। হাজার বছরের বেশি হলো এখানে বাস করছে। এই বনভূমির ভেতর মার্চ করেছে আর্মি, ধ্বংস করে দিয়ে গেছে গবাদিপশু, দুর্গ, চার্চ, মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, গোটা শহর। কিন্তু তার পরও সেইন্ট ব্রেনড্যান এখনো নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।'

'যেটুকু অবশিষ্ট আছে,' বলল লিলি, গলায় রাগ। তারপর ঝট করে আরেক দিকে তাকাল। 'আজাদ, ওদিকে!'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দূরে তাকাতে আজাদ হেডলাইটের আলো দেখতে পেল। এক সারি গাড়ি আসছে। 'পুলিশ। চলো, মেইন হলে ফিরি এবার।'

পাঁচটা পুলিশ কার, প্রতিটিতে চারজন কনস্টেবল। ওদের সঙ্গে একজন ডিভিশন চিফ আর একজন ডিটেকটিভ অফিসার এসেছেন। চারদিকে রোমহর্ষ দৃশ্য দেখে হকচকিয়ে গেল তারা। আতঙ্কিত হলো তির, ক্রসবো আর বর্শার আঘাতে নিহত

BanglaBook.org

এক সারিতে ফেলে রাখা নয়টা লাশ দেখে। পথ দেখিয়ে এরপর তাদের নিয়ে যাওয়া হলো গ্রেট হলে—ওখানে আরও ত্রিশ-বত্রিশটা মৃতদেহ নিখুঁত কয়েক সারিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে, সাদা সিল্ক কাপড়ে মোড়া, তাদের মধ্যে নারী ও শিশুও আছে। সবশেষে ধীর পায়ে পঞ্চাশ জন আহত মানুষের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেল তারা, এখানেও শিশুরা আছে, চকচকে চোখে বোবা দৃষ্টি।

'আমি এটাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলব না, এটা নৃশংস যুদ্ধ,' ডিভিশন চিফ বললেন। 'লন্ডনকে ফোন লাগাও। বিশটা অ্যাম্বুলেন্স দরকার। অতগুলো না পেলে ট্রাক পাঠাতে বলো।'

সাদাত সেইন্ট ব্রেনড্যানের সঙ্গে বিশেষ আলাপ করা গেল না, তিনি মুমূর্ষু স্ত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত। 'আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলুন,' খেঁকিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক, ভাব দেখে মনে হলো, ডিভিশন চিফকে ধাওয়া দেবেন।

গ্রেট হলে ঢোকার মুখে বড় একটা পাথরে পা ঝুলিয়ে বসে আছে ক্যাটলিনা। চিফ তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কারা তারা?'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্যাটলিনা। 'খুনি।'

'কেন এসেছিল? কী নিতে? এভাবে হামলা করল কেন?'

মাটিতে পড়ে থাকা নয়টা লাশের দিকে হাত তুলল ক্যাটলিনা। 'ওদের জিজ্ঞেস করুন, ওরাই ভালো বলতে পারবে।'

'ওরা বেঁচে থাকলে...'

'আপনি তো বোকা নন,' তিক্ত সুরে বলল ক্যাটলিনা। 'আমিও ওদের জিজ্ঞেস করতে পারছি না।'

'কালকের মধ্যে পুরো রিপোর্ট তৈরি করতে হবে, মিস।'

'ভালো।'

'আমরা সবাইকে প্রশ্ন করব।'

'তা পারবেন না।'

'কেন?'

'আমাদের প্রায় চল্লিশ জন মারা গেছে। বাচ্চারা শক পেয়েছে, ওদের মনের অবস্থা এমন নয় যে সেখানে খোঁচানো যাবে।'

'ঠিক আছে, সময় নিয়ে কাজটা করা হবে। তবে অ্যাম্বুলেন্স আসছে, লাশগুলো সরাব আমরা।'

'শুধু আবর্জনা নিয়ে যান,' বলল ক্যাটলিনা, আবার হাত তুলল মাটিতে পড়ে থাকা নয়টা লাশের দিকে। 'আমাদের যারা মারা গেছে তাদের আমরা নিজেরাই কবর দেব। এখানে, এই গভীর জঙ্গলে।'

BanglaBook.org

'ওগুলোও আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাব, মিস। সরি।'

'না, তা আপনারা নিয়ে যাবেন না।'

'এই শোকের মধ্যে আপনাকে আমি আর দুঃখ দিতে চাই না, মিস। আজ রাতে যদি না হয়, তো কাল সকালে।'

পাথর ছেড়ে ঝট করে সিধে হলো ক্যাটলিনা। লিলির কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার, হঠাৎ কোনো চিন্তা ঢুকেছে ওর মাথায়। 'ঠিক আছে, ট্রাকে তুলে সব আবর্জনা সরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু আমাদের লোকদের অবশ্যই অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যেতে হবে। ওদের সবাইকে প্রাপ্য মর্যাদা দেবেন এবং শ্রদ্ধা দেখাবেন।'

'আপনাদের প্রতি অঢেল সহানুভূতি জানাচ্ছি, সাহায্য করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।'

খানিক পর অ্যাম্বুলেন্স চলে এল, সঙ্গে একটা ট্রাক। লাশ গাড়িতে তোলা হচ্ছে, লিলিকে আজাদ বলল, 'ক্যাটলিনা যে মূর্তি ধারণ করেছিল, আমি রীতিমতো ভয় পাচ্ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল খুব সহজেই পুলিশের কথা মেনে নিল।'

'তুমি বোঝোনি। ক্যাটলিনা কিছুই মানেনি।'

'আমাদের মধ্যে কেউ একজন পাগল, লিলি।'

মাথা নাড়ল লিলি। 'না তুমি, না আমি—আমরা কেউ পাগল নই। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। বিশ্বাস রাখো ক্যাটলিনার ওপর। আর, ধৈর্য ধরো। একটু পরই সব বুঝতে পারবে।'

'বেশ।'

একটা কনভয়ের আদলে লন্ডনে ফিরে যাচ্ছে গাড়িগুলো, ঝোপের ভেতর মিটমিট করতে দেখা গেল লাল টেইললাইট।

'এবার বোধ হয় আমাদেরও যাওয়া উচিত,' বলল আজাদ। 'নাকি এখানে থাকতে চাও তুমি?'

'না, আমি তোমার সঙ্গে থাকব। তোমার কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে, যার উত্তর আমার হয়তো জানা আছে। খানিক অপেক্ষা করতে পারবে না, প্লিজ?'

'কিছু ঘটেছে নাকি?'

'না। তবে ঘটবে। এক কি দুই ঘণ্টার মধ্যে। দেখতে পাবে তুমি।'

'আমাকে বলা যায় না কী সেটা?'

'ভেবো না আমি রহস্য করছি। তবে আমার মুখে শোনার চেয়ে তুমি নিজের চোখে দেখলেই ভালো করবে।'

'বেশ। সময়টা তাহলে কাজে লাগাই। যারা আহত হয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দাও আমাকে। দেখি, হানাদারদের সম্পর্কে কিছু জানতে পারি কি না।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে, চলো, তোমাকে তাহলে গুহায় নিয়ে যাই। ওখানে আমাদের মুরব্বিরা লতাপাতা বেটে ওষুধ তৈরি করে খাওয়াচ্ছে ওদের...'

'ডাক্তার?'

'এখানে কোনো ডাক্তার নেই, আজাদ। কখনোই ছিল না। তুমি যদি জঙ্গলের গোপন সব রহস্য জানো, জঙ্গলই তোমার যত্ন নেবে।'

পাথুরে গুহার ভেতর ঢুকে থমকে দাঁড়াল আজাদ, ডাইনিদের কর্মচাঞ্চল্য মুগ্ধ করল ওকে। ঢোলা সাদা গাউন পরা একদল নারী, কিশোরী থেকে বৃদ্ধা সব বয়সীই আছে, প্রতিটি আহত মানুষকে কী রকম যত্ন আর আন্তরিকতার সঙ্গে চিকিৎসা দিচ্ছে, কেউ চোখে না দেখলে তাকে বিশ্বাস করানো যাবে না। এ যেন হুবহু একদল মাদাম তেরেসা। তুলো দিয়ে বানানো বিছানার ওপর মসৃণ মাদুর ফেলা আছে। মাথার ওপর ঘুরছে ইলেকট্রিক ফ্যান। শিশুদের কোলে শুইয়ে দুধ কিংবা ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে। একজন পুরুষের সারা গায়ে ক্ষত, কাপড় পরানোর অবস্থা নেই, চারজন নারী মলম লাগাচ্ছে তার শরীরে। এক কিশোরীর স্তন কেটে ফেলেছে হানাদারেরা, কী এক গাছের আঠা দিয়ে জোড়া লাগানোর কাজ চলছে আলাদা একটা গুহায়, আজাদকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হলো না। আরেক গুহায় হামানদিস্তা আর শিল-পাটার সাহায্যে লতাপাতা আর শিকড় বেটে ওষুধ বানাচ্ছেন বয়স্ক লোকজন—সংখ্যায় তাঁরা এত বেশি, জায়গাটাকে ওষুধ বানানোর কারখানা বলে মনে হলো।

এক গুহা থেকে আরেক গুহায় যাওয়ার সময় লিলিকে বলল আজাদ, 'তুমি একজন উইকান, মানে ডাইনি। উইকা সম্পর্কে একদম কিছু জানি না, তা নয়। তবে তোমাদের মতো এরকম সমাজ বা পরিবার আগে কখনো দেখিনি।'

'বাইরের লোকজন বোঝে না উইকা কী, আমরা কেমন,' বলল লিলি। 'অনেক বই লেখা হয়েছে...'

'বই বাদ দাও। এখানে তোমার আর ক্যাটলিনার ছেলেবেলা কীভাবে কেটেছে বললে আমি একটা ধারণা পাব...'

'তুমি জানো, আমাদের এই উইকা ধর্ম ক্রিস্টিয়্যানিটির চেয়েও পুরোনো?'

'জানি।'

'আমি মনে করি, শুরুর দিকের উইকাকে ধর্ম বলাটা ভুল। ওটা অবশ্যই অকাল্টের প্রভাবে তৈরি হয়েছিল। অকাল্ট বলতে আমরা বুঝি— সুপারন্যাচারাল, ম্যাজিক্যাল, সিক্রেট ইত্যাদি। জীবনের গোপন রহস্যগুলো বোঝার চেষ্টা করা এবং সেখান থেকে গাইডলাইন নিয়ে জীবনের অর্থ খোঁজা, আমার কাছে এই হলো

BanglaBook.org

উইকা। দুর্ভাগ্য হলো, সব যুগেই কিছু লোভী মানুষ উইকার ক্ষতি করেছে। উইকার একটা মহৎ লক্ষ্য জ্ঞান অন্বেষণ, কিন্তু সেটাকে টেনে নামানো হয়েছে উইচক্রাফটে। মুশকিল হলো, উইচক্রাফট বলতে মানুষ বোঝে ব্ল্যাক আর্ট। আমাদের বিস্ময়কর শক্তির উৎস যখন ব্যাখ্যা করতে পারে না, তখন দুর্নাম ছড়িয়ে বলা হয় আমরা শয়তানের উপাসনা করি, অশুভ শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছি...'

'এই অভিযোগ তুলে মধ্যযুগের ইউরোপে তো ডাইনি মারা একটা ধর্মীয় উন্মাদনায় পরিণত হয়েছিল,' বলল আজাদ।

'সে জন্যই তো আমাদের পূর্বপুরুষেরা...'

'আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গিয়েছিলেন,' লিলির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল আজাদ। 'কিন্তু আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকতে চাইছি—এখানে, তোমাদের এই গ্লেনে তোমরা কীভাবে বড় হলে...'

'ছোটবেলায় আমাদের শেখানো হয়েছে, একটা পরম সত্তায় বিশ্বাস রাখতে হবে—আল্লাহ, গড বা অন্য যে নামেই তাঁকে তুমি ডাকো না কেন।'

'তোমরা, একই সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছ।'

'তুমি ঠিক বললে না, আজাদ। প্রকৃতির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখি না। আমরা প্রকৃতির একটা অংশ এবং আমরা আমাদের সেই ভূমিকা সক্রিয়ভাবে পালন করি।'

'আচ্ছা, বেশ,' বলল আজাদ, সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে ওকে। 'কিন্তু এবার বলো, ইতিমধ্যে আমি যে ম্যাজিক দেখেছি, তার কী ব্যাখ্যা? এই জাদু কোত্থেকে শিখছ তোমরা? রাস্তা গায়েব হয়ে যায়, আবার ফিরে আসে। খুদে মানুষদের চোখে দেখি না, কিন্তু তারা আমাদের ডিনার তৈরি করে দেয়। পানি প্রায় চোখের পলকে বরফ হয়ে যায়। হঠাৎ করে কুয়াশা আসে, আবার চলেও যায়। এসব আমার কাছে জাদু ছাড়া অন্য কিছু নয়। ধর্ম আর জাদু, এই দুটোকে তোমরা একসঙ্গে পাচ্ছ কীভাবে?'

একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর হাসল লিলি। 'এত মেধাবী, এত বুদ্ধিমান, অথচ কেমন অন্ধ।'

'আবারও তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ,' অভিযোগ করল আজাদ। 'আমি এখানে যা দেখেছি, সেগুলো ফিজিক্যাল ল ভায়োলেট করে, যে ফিজিক্যাল ল ধরে গোটা গ্রহের সবকিছু চলছে।'

'না, ফিজিক্যাল ল লঙ্ঘন করে না। তোমার সমস্যা হলো, এখনো তুমি দেখতে শেখোনি। এখনো তুমি তোমার ইন্সটিঙ্কটকে মুক্ত করতে পারোনি, যাতে তুমি অনুভব করতে পারো। যতক্ষণ তুমি তোমার মগজের সামনে ওই

BanglaBook.org

"অসম্ভব" শব্দটা রাখবে, ততক্ষণ তোমার দুনিয়ার অদৃশ্য বিস্ময়গুলোকে তুমি দেখতে পাবে না, ওগুলোকে তোমার বারবার শুধু ম্যাজিক বলে মনে হবে।'

'তাই?'

হেসে উঠল লিলি। 'তুমি যখন জিবের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভেজাও, তোমাকে একটা মাছের মতো দেখায়।'

'ভেরি ফানি।'

'আমি একমত।'

'আমাদের দুনিয়ায় অদৃশ্য বিস্ময় কী কী আছে?'

'স্টোনহেঞ্জে কী ঘটেছিল মনে আছে? গায়ে বিদঘুটে অ্যানটেনা আটকে পাথরের মাথায় উঠেছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ, ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'কে তোমাকে ধাক্কা দিয়েছিল? ওই এনার্জির নাম কী?'

'আ-আমি...'

'তুমি জানো না।'

'না, আমি জানি না। তুমি জানো?'

'শুধু এটুকু জানি, ওটা আর্থ এনার্জি, আর ওই পাথরটা ছিল ফোকাল পয়েন্ট। ঠিক যেভাবে ম্যাগনেটিক স্টোন একটা কম্পাসের কাঁটাকে ঘোরাবে। তুমি চৌম্বক শক্তি দেখতে পাও না, যদি না ওটা এত বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তোমার রক্তে থাকা লোহার ওপর প্রভাব ফেলে। তখন তোমার নিজেকে উদ্ভট আর অদ্ভুত লাগে, কারণ তুমি বুঝতে পারো না কী ঘটছে।'

'তার মানে তোমাদের লোকজন বেসিক আর্থ এনার্জিকে লাগাম পরাতে পারে? মানে এনার্জি সংগ্রহ এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে লিলি বলল, 'এর চেয়ে ভালো কোনো ব্যাখ্যা দাও তুমি আমাকে, আজাদ, আমি তোমার হয়ে যাব।'

'ডাইনিরা যা করে, সাধারণ মানুষ কী কারণে সেটাকে সুপারন্যাচারাল বলে ধরে নেয়?'

'এর উত্তর তুমিও দিতে পারো!'

'হ্যাঁ। যেমন আলোর বাঁকা হওয়া বা মোচড় খাওয়া, তুমি যাতে তোমার সামনে দেখতে পাও পাশে কী আছে।'

'রিফ্র্যাকশন সম্পর্কে তুমিই আমাকে বলেছ, মনে আছে? ওপর থেকে পানির নিচে মাছের দিকে তাকালে তুমি, কিন্তু যেখানে দেখতে পাচ্ছ সেখানে মাছটা নেই। প্রকৃতি আমাদের যা সাধছে আমরা শুধু সেটাকে ব্যবহার করছি।'

BanglaBook.org

'অবশ্যই। একদম সহজ। এক হাজার বছর স্টাডি করার পর।'

'কেউ বলছে না এটা অনায়াসে পাওয়া গেছে বা সহজ ছিল।'

'তাহলে তোমাদের ম্যাজিক আসলে ম্যাজিক নয়, ওটা আর্থ এনার্জিকে ব্যবহার করার একটা ধরন, বাকি অনভিজ্ঞ দুনিয়া যেটা দেখতে পায় না বা বোঝে না?'

'এটা কিন্তু ম্যাজিকই, আজাদ। লেবেল হিসেবে থাকে। আমরা শুধু প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করছি না, একই সঙ্গে সুপারন্যাচারাল বা অতিপ্রাকৃত শক্তিও কাজে লাগাচ্ছি। শোনো, ন্যাচারাল যেটা, দুনিয়া সেটাকে স্বীকৃতি দেয় বা চেনে। সেটি সবার কাছে পরিচিত। কিন্তু যা কিছু পরিচিত নয়, মানুষ সেটাকে আজরাইলের মতো ভয় পায়, তাতে তারা তুকতাক বা জাদুমন্ত্রের লেবেল সেঁটে দেয়। যেসব ফোর্সকে তুমি চেনো, কিন্তু খালি চোখে দেখতে পাও না, ওগুলোর কথা ভাবো...'

'এক শটার নাম বলতে পারি।'

'ইনফ্রারেড। সূর্য থেকে আসা আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন। কসমিক রে। রেডিও ওয়েভ। ম্যাগনেটিজম। সেই সব শব্দ, কুকুর শুনতে পায়, কিন্তু আমরা শুনতে পাই না। গ্র্যাভিটি...

'তোমার ভেতর পদার্থ আছে, যতটুকু আন্দাজ করেছিলাম তার চেয়ে বেশিই আছে।'

'আমাকে শুধু আর একটা বিষয়ে বলতে দাও।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। এরকম শিক্ষিকা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।'

হেসে ফেলল লিলি, তাতে জলতরঙ্গের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেল। 'স্কুলে আমরা বাচ্চাদের কী শেখাই, আমাদের কটা ইন্দ্রিয়?'

'মূল পাঁচটা।'

'ঠিক। কিন্তু ওদের আমরা সেন্স অব ব্যালেন্স কেন শেখাই না?'

'ভালো একটা পয়েন্ট।'

'এরকম আরও অনেক সেন্স আছে, আজাদ—সেন্স অব টাইম, টাইমিং, রিদম, পাস্ট, ফিউচার, কাইনেসথেসিয়া সেন্সেস, ট্রুথ, অনার...'

'তোমার পয়েন্ট আমি ধরতে পারছি। তোমার কথার ওপর ভিত্তি করে বলতে হয়, মনটা কচি থাকতে ওদের আমরা বাস্তবতার পুরো চেহারাটা দেখতে দিচ্ছি না। কিন্তু,' অকস্মাৎ দুম করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল আজাদ, 'ওই খুদে মানুষগুলো? ওদের সম্পর্কে কী বলবে তুমি?'

'ওদের আমি কখনো দেখিনি।'

BanglaBook.org

লিলির উত্তর বিস্মিত করল আজাদকে। 'কিন্তু...ওদের সম্পর্কে বলেছ তুমি, জানিয়েছ ওরা কী করে, বলেছ ওদের হাসতে শুনেছ...'

'আমি তো বাতাসের শব্দও শুনতে পাই, কিন্তু দেখতে পাই না।'

'বেশ, ওদের তুমি মেনে নিয়েছ। এমনকি যদি তুমি না-ও জানো যে এই জঙ্গলে ওরা আছে কি না, যা করে বলে ভাবছ সত্যি তা করছে কি না, তবু?'

'আচ্ছা, আজাদ, তোমার ছায়া কী করে?'

'হোয়াট?'

'সূর্যের আলো, চাঁদের আলো, আগুনের আলো, ইলেকট্রিক বাল্‌ব, এমনকি বিদ্যুচ্চমকের আলোতেও তোমার ছায়া তৈরি হয়। বলো, তোমার ছায়া কি সত্যি? ওটাকে তুমি ধরতে পারো? তোমার যা করতে ইচ্ছে হয়, ওটাকে দিয়ে তা তুমি করাতে পারো?'

'অবশ্যই পারি না।'

'তাহলে ওটা তোমার কোনো কাজে লাগে না?'

'তুমি যেভাবে বলছ সেভাবে নয়।'

'ওই খুদে মানুষেরা, যে নামেই তুমি ওদের ডাকো—আমার কাছে ওরা কী, তুমি জানো?'

'না, তবে জানতে পারলে খুশি হই।'

'আজ আমরা যে প্লেনে চড়ে আকাশে উড়লাম।'

'ইয়েস?'

'ওটা উড়তে পারছিল, কারণ কিছু একটা পাচ্ছিল না। যে ভালো করে উড়তে জানতে চায় এসব তাকে বুঝতে হবে। ডানার ওপরে এয়ার প্রেশার কম থাকে। হয়তো আধা ইঞ্চি বা আরও কম। কিন্তু ওই ডানারই নিচে থাকে ফুল প্রেশার। এই যে পার্থক্য—নিচে স্বাভাবিক প্রেশার, আর ওপরে ফুল প্রেশারের অভাব—এটাই, আজাদ, তুমি জানো, শূন্যে প্লেন ওড়ার রহস্য। এমন একটা জিনিস যা তুমি চোখে দেখতে পাও না, সেটার পরিমাণ যা হওয়া উচিত তার চেয়ে কম হচ্ছে এবং বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়—আমরা উড়ছি!'

'ব্রাভো!' হাঁটতে হাঁটতে গুহার বাইরে বেরিয়ে এসেছে ওরা। ওদের নিচে অন্ধকার বনভূমি ঘুমাচ্ছে।

'খুদে মানুষদের আমি কখনো দেখিনি, আজাদ। তবে আমি ঝোপের আড়ালে ছায়াকে হারিয়ে যেতে দেখেছি, দেখেছি রোদ লাগায় কী যেন চকচক করছে, অন্ধকারে সচল আলো দেখেছি। আমার জন্য এগুলোই যথেষ্ট...' হঠাৎ থামল লিলি, চোখ সরু করে দূরে তাকাল।

BanglaBook.org

তার দৃষ্টি ধরে আজাদও সেদিকে তাকাল। জঙ্গলের ভেতর বিন্দু বিন্দু আলো মিটমিট করছে। অনেক দূরে হলেও, এগিয়ে আসছে ওদের দিকেই। 'ওগুলো কী...'

'না,' বলল লিলি। 'তুমি যা ভাবছ তা নয়। এই আলো দৈনন্দিন দুনিয়ার। ওরা পুলিশ, আজাদ। ফিরে আসছে। একটা বৃত্ত ধরে ঘুরছিল এতক্ষণ, শুধু যে রাস্তা দেখতে পাচ্ছিল, সেগুলো অনুসরণ করছিল।' হাসল সে। 'আমার ধারণা এতক্ষণে ঠোলারা বিষম হতাশ হয়ে পড়েছে।'

লিলির হাত ধরে ঝাঁকাল আজাদ। 'এসো, নিচে নামি। ঘটনাটা আমি নিজের কানে শুনতে চাই।'

'এই জায়গার ওপর ভূতের ভর আছে!' পুলিশ কনভয়ের প্রথম ড্রাইভার আড়ষ্টভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, চেহারায় ভয়ের চেয়ে রাগ আর ক্লান্তি বেশি। 'একই রাস্তায় একটানা দুই ঘণ্টা ঘোল-পানি খাচ্ছি, শত চেষ্টা করেও বেরোতে পারছি না। যতবার বাঁক নিলাম, দেখি আবার সেই আগের রাস্তায় ফিরে এসেছি। এ হয়? কেউ বিশ্বাস করবে? কিন্তু, ফর গডস সেক, এটাই হয়েছে! আর সে জন্য দায়ী উনি, ওই মিস,' বলে ক্যাটলিনার দিকে হাত তুলল সে।

ইতিমধ্যে লেদার গার্মেন্টস বদলে সুতির টি-শার্ট আর জিনস পরেছে ক্যাটলিনা, তার আগে গোসল করে ধুয়ে ফেলেছে রক্ত আর কাদা। 'ভর করেছে? ভূতে?' বলল সে, হাত দিয়ে তলোয়ারের হাতলটা একবার ধরল, কোমরে জড়ানো বেল্টের সঙ্গে আটকানো খাপের ভেতর ঢোকানো রয়েছে তলোয়ারটা।

'তা ছাড়া, এটা আমার মাথায় ঢুকছে না,' গলা চড়িয়ে বলল ড্রাইভার-কনস্টেবল, 'দিনে-দুপুরে তলোয়ার পরে থাকার কী মানে, মিস!'

'তলোয়ার নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' বলল ক্যাটলিনা। 'ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আপনারা প্রাইভেট প্রপার্টিতে দাঁড়িয়ে আছেন। এখানে আমরা বাস করি, আবার শিকারও করি। আপনার সমস্যায় আসি। ফিরে এলেন কী মনে করে?'

BanglaBook.org

'একবার তো বললাম! এখানে তেনারা ভর করেছেন! বেরোনোর কোনো পথ নেই!'

'চিৎকার করবেন না,' শান্ত গলায় বলল ক্যাটলিনা। 'আপনারা আতিথেয়তার সুযোগ নিয়ে আমাদের অপমান করছেন।'

লালমুখো কনস্টেবল আরও লাল হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করল।

'প্রার্থনা গ্রহণ করা হলো,' ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল ক্যাটলিনা।

'জি, ধন্যবাদ। এখন দয়া করে যদি সাহায্য করেন, আমরা যাতে এখান থেকে একবারের চেষ্টায় বেরিয়ে যেতে পারি। বিনা নোটিশে কুয়াশা এসে চারদিক ঢেকে দিল। কুয়াশা কেটে যাওয়ার পর দেখি রাস্তাটা বদলে গেছে, কোনো ধারণা নেই আমরা কোথায় রয়েছি। এক শুধু যিশুই বলতে পারবেন কীভাবে এখানে ফিরে এলাম...'

'আপনারা তাহলে চলে যেতে চান, এই তো?'

'জি।'

'আমার কথা তো আপনার চিফ শোনেননি। কী জানি আপনি শুনবেন কি না,' বলে অন্যদিকে তাকাল ক্যাটলিনা।

'কী কথা?'

'আমাদের যারা মারা গেছে তাদের লাশ এখানে রেখে যান,' বলল ক্যাটলিনা, গলায় ভাবাবেগের লেশমাত্র নেই।

'সেটা আমি পারি না, মিস। আমাকে আমার দায়িত্ব...'

'আমরা সময় নষ্ট করছি। যান, বিদায় হন—যদি পারেন। এরপর ফিরে এলে কিন্তু কেউ আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে না।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, সঙ্গে ওই চল্লিশটা লাশ থাকলে এই ভৌতিক জঙ্গল থেকে আমরা বেরোতে পারব না?'

'আমাকে মুখ ফুটে বলতে হবে কেন। নিজে বুঝে নিন।'

'এটা নিয়মের একদম বাইরে!' লোকটা রাগে ফুঁসছে।

ক্যাটলিনা কিছু বলছে না।

আরেক ড্রাইভার এগিয়ে এল। 'কনস্টেবল রাফেল, আমি কিছু বলতে পারি?'

'বলো না, বলো, উদ্ধার করো আমাকে!'

'এই ভদ্রমহিলা সত্যি কথাই বলছেন। তাঁর কথা না শুনলে ওই রাস্তায় চক্কর খেতে খেতে আমরা বুড়ো হয়ে যাব।'

কনস্টেবল রাফেল বলল, 'এটা স্রেফ পাগলামি!'

BanglaBook.org

'ভূতের ভর বলো, পাগলামি বলো, এখানকার এটাই নিয়ম,' দ্বিতীয় ড্রাইভার বলল।

'ওর সত্যি কথা আমার শুনতে খুব ভালো লাগছে,' বলল ক্যাটলিনা।

'তা ছাড়া, এভাবে চক্কর খেতে থাকলে সব পেট্রল শেষ হয়ে যাবে। আশপাশে কোনো পেট্রল পাম্পও নেই যে...'

কনস্টেবল রাফেল নিজের গোঁফ মোচড়াল। 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড অবশ্যই এখানে নাক গলাবে,' জেদের সুরে বলল সে।

হাত ঝাপটা দিয়ে ক্যাটলিনা বলল, 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সম্পর্কে আমার কোনো আগ্রহ নেই।'

'ওরা আগ্রহ তৈরি করবে...'

'রাফেল!' দ্বিতীয় ড্রাইভার উন্মাদের মতো ছটফট করছে। 'মিস যা বলছেন তুমি সেটা মেনে নাও!'

কনস্টেবল রাফেলের পেছন থেকে আরও কজন চেঁচামেচি শুরু করল। 'মেনে নাও! মিস যা বলছেন মেনে নাও!'

অবশেষে হাত তুলে আত্মসমর্পণ করল রাফেল। 'ঠিক আছে। মিস কী চান তোমরা শুনেছ। তাঁর লোকদের লাশগুলো অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামাও তাহলে...সাবধানে!'

বিশ মিনিট পর দেখা গেল সাদা সিল্কে মোড়া বত্রিশটা লাশ সবুজ মখমল ঘাসে শোয়ানো রয়েছে।

'ঠিক আছে, এবার আপনারা যেতে পারেন,' কনস্টেবল রাফেলকে বলল ক্যাটলিনা, হাত তুলে পুলিশ কারগুলো দেখাল।

'আর কোনো সমস্যা হবে না তো, মিস? মানে, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যেতে? আমরা যাতে যে যার পরিবারের কাছে বহাল তবিয়তে ফিরতে পারি?'

আগের মতোই নির্লিপ্ত থাকল ক্যাটলিনা। 'যান, এবার।'

পুলিশ কার লাইন ধরে চলে যাওয়ার পর লিলির কানের কাছে ফিসফিস করল আজাদ। 'এবার আমাকেও যেতে হয়।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

'এই রাতে? এখন?' আজাদ অবাক।

'ক্যাটলিনা চাইছে আজ রাতে তোমার কাছাকাছি থাকি আমি। ওর সঙ্গে আমি একমত হয়েছি...

'কিন্তু কেন?'

'কেন, কী করে বোঝাব...এটা একটা অনুভূতি...এখনো আমাদের

BanglaBook.org

আশপাশে বিপদের উপস্থিতি অনুভব করা যাচ্ছে। তোমার আশপাশে। সেটা প্রায় তোমার চারধারে কালো ধোঁয়ার মতো ঝুলে আছে।'

'আমার বিপদ?' হাসল আজাদ। 'আর তুমি আমাকে প্রটেকশন দেবে?'

'তোমার মাথার পেছনে চোখ নেই, তাই দেখতে পাচ্ছ না। আজাদ, তুমি আমার খুব ঘনিষ্ঠ এবং খুব প্রিয়। এমনকি তোমার মতো দুর্ধর্ষ এসপিওনাজ এজেন্টেরও মাঝেমধ্যে সাহায্য দরকার হয়।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল আজাদ।

'আসছি। তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো,' বলে ক্যাটলিনার কাছ থেকে বিদায় নিতে গেল লিলি। একটু পরই ফিরল, হাতে লেদার ব্যাগ, চোখে পানি।

নিউ ফরেস্ট থেকে নিরাপদেই বেরিয়ে এল ওরা। তবে দীর্ঘ একটা সময় ওদের মধ্যে কোনো কথা হলো না। তার কারণ আজাদের পাশে বসে থাকলেও, লিলি সম্ভবত অন্য কোনো জগতে ফিরে গেছে। তার ধ্যানমগ্ন চেহারার দিকে তাকিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি আজাদের।

নিউ ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে আসার মিনিট পাঁচেক পর প্রথম একটু নড়ল লিলি। তার দিকে একবার তাকাল আজাদ। 'মনে যদি কিছু জমে থাকে, সেটা বের করে দেওয়াই ভালো।'

'আমি এখন বেশ আছি। খুব কঠিন একটা পর্যায় গেল...আমি আসলে...রিসিভ করছিলাম আর কি।'

'রিসিভ করছিলে...মনের রিসিভারে? মেসেজ? টেলিপ্যাথিক?'

'না।' মাথা নাড়ল লিলি। 'এমপ্যাথিক। অত্যন্ত শক্তিশালী। কোনো শব্দ না, কোনো মেসেজ না, কিন্তু একটা বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা।'

'এমপ্যাথিক,' পুনরাবৃত্তি করল আজাদ। 'আমি তোমাকে বিড়ম্বনায় ফেলতে চাই না, কিন্তু...'

এরপর লিলি যা বলল, প্রচণ্ড ঘুষির মতো আঘাত করল ওকে।

'অ্যাথেনা...ক্যাটলিনার মা...আজ রাতেই মারা যাচ্ছে।'

আজাদ অনুভব করল ওর সারা শরীরে বরফ ছুটছে। হঠাৎ করে ঝাঁকি খেল শরীরের পেশি। 'তা তুমি জানছ কীভাবে?' থেমে থেমে জিজ্ঞেস করল।

'সবই গ্লেনের মাধ্যমে, আজাদ,' অবিশ্বাস্য শান্ত সুরে বলল লিলি। 'এটা আসলে সাউন্ড ওয়েভের মতো। কত বছর ধরে অ্যাথেনা আমাদের সবার বুড়িমা ছিল। সবাই সব ব্যাপারে তার দিকে তাকিয়ে থাকত।'

BanglaBook.org

'কিন্তু তুমি বললে তিনি মারা যাবেন। এমন তো নয় যে তিনি মারা গেছেন।'

'হ্যাঁ। সবাই যতটুকু বুঝেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক তার জখম। টার্গেট করে যেসব অঙ্গ কেটেছে সেগুলো না। আসলে ভেতরে। তার শরীরের ভেতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমি আমার সাধ্যমতো প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছি, তখনই জানতে পারি তার পেটের ভেতর বেশ কিছু ফুটো তৈরি হয়েছে। তার আর কোনো আশা নেই...

আচমকা ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল আজাদ। 'কী ছাই বলো, কোনো আশা নেই! আমরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি। তাঁকে রক্ত দেওয়া যায়। সার্জারির সাহায্য নিতে পারি। তোমরা সবাই এভাবে হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন?'

'এটা হাল ছাড়া বা ধরার ব্যাপার না, আজাদ।' লিলি সেই আগের মতোই অস্বাভাবিক শান্ত। 'এটা তার সিদ্ধান্ত। কিংবা তার হয়ে গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত। সে সামনেটা দেখতে পায়।'

'মানে? তিনি নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পান? জানেন তাঁর মৃত্যুর সময় চলে এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু...'

'আজাদ, তোমার দেশের মুনি-ঋষিরা হাজার হাজার বছর ধরে এই একই কাজ করে আসছেন।'

'ঠিক আছে, কিন্তু এ-ও সত্যি যে এগুলো বদলানো যায়।'

'বদলাতে চাইতে হবে তো!'

'এটা আমি বুঝতে অক্ষম,' বলল আজাদ, শক্ত করে স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে, রাতকে বিদ্ধ করা হেডলাইটের আলো দেখছে।

'অ্যাথেনার কোথাও ব্যথা নেই। আমাদের বুড়িমা ভয় পাচ্ছে না। তার বয়স তিন বছর কম এক শ। তুমি তার সঙ্গে তর্ক করবে?'

'সাতানব্বই? আমার ষাটও মনে হয়নি।'

ম্লান একটু হাসি ফুটল লিলির ঠোঁটে। 'প্লিজ, গাড়ি ছাড়ো, আজাদ। গ্লেন থেকে যত দূরে থাকব, তত কম অনুভব করব আমি। এখন যখন তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে।'

গাড়ি ছাড়ল আজাদ। মনে মনে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাল। 'লিলি, তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ পুলিশ আমার গাড়ির নম্বর টুকেছে? আমাদের দুজনের

BanglaBook.org

চেহারার বর্ণনাও লিখে নিয়েছে ওরা। প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষ খুন হয়েছে এখানে, আহত হয়েছে আরও বেশি। এটা আপনা থেকে কোথাও চলে যাবে না। অবশ্যই একটা তদন্ত হবে এবং আমরা দুজন এই কেসে ইতিমধ্যেই জড়িয়ে গেছি।'

'আমিও সেরকম আন্দাজ করছি।'

'আন্দাজ না, হার্টবিটের মতো গুরুতর। খুন-খারাবি বাদে, আছে ম্যাপ প্রসঙ্গ। কয়েক শ বা কয়েক হাজার মিলিয়ন পাউন্ডের ব্যাপার।'

'এর মধ্যে অন্য একটা ব্যাপারও আছে।'

ঝট করে তার দিকে তাকাল আজাদ। 'অন্য ব্যাপার?'

'ক্যাটলিনার মা। অ্যাথেনা চলে গেলে, ক্যাটলিনা শপথ নিয়েছে, তার মৃত্যুর বদলা নেবে সে।'

'প্রতিশোধ নেওয়ার আগে তো তাকে জানতে হবে কে দায়ী।'

'তা কি ক্যাটলিনা জানবে না! জানবে এবং ধাওয়া দেবে। তাকে খতম না করা পর্যন্ত থামবে না সে। এটাই আমাদের প্রাচীন বিধান।'

'আপাতত প্রাচীন বিধান বাদ দাও। মূল পয়েন্ট ধরে রাখো।'

'রাখলাম।'

'আজ রাতে কী জেনেছি সে প্রসঙ্গে আসার আগে...'

সিটের ওপর ঘুরে বসল লিলি, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'তুমি ক্লু পেয়েছ?'

'পরে, লিলি! তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

নেতিয়ে পড়ল লিলি। 'বলো।'

'আজ রাতে দশ-বারো জন লোকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। গুহার ভেতর, গুহার বাইরেও। হানাদারেরা পরস্পরের নাম উচ্চারণ করেছে কি না, তারা কী ভাষায় কথা বলেছে, এসব জানতে চেয়েছি আমি। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, ওরা ইংরেজ নয়, আমেরিকান নয়, নয় কানাডিয়ানও। বেশির ভাগ লোক বলছে তারা রুশ ভাষা চিনতে পেরেছে। সেটা আবার পোলিশ বা হাঙ্গেরিয়ানও হতে পারে। চরম চেঁচামেচির মধ্যে, ভীতির মাত্রাও একটা ফ্যাক্টর, ভাষা গুলিয়ে ফেলা অসম্ভব কিছু না। তবে এটা নিশ্চিত যে পূর্ব ইউরোপিয়ান কোনো ভাষা। ওরা ফ্রেঞ্চও শুনেছে। একজনের চিৎকার শুনে মনে হয়েছে লোকটা জার্মান।'

শিরদাঁড়া খাড়া করল লিলি। 'এটা কাজে লাগবে?'

'একটা প্যাটার্ন পাওয়া যাচ্ছে। খুব চালাকির সঙ্গে করা হয়েছে। এতগুলো ভাষা ব্যবহার করেছে প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য।'

BanglaBook.org

'আচ্ছা।'

'আমি কজন পুলিশের সঙ্গেও কথা বলেছি, যারা হানাদারদের লাশ সার্চ করছিল। কারও সঙ্গে পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যায়নি। শুধু একটা শরীরে উল্কি পাওয়া গেছে—ব্যারাকুডা আকৃতির।'

'রোমানিদের জিজ্ঞেস করতে হবে,' বলল লিলি। 'সিম্বলিজম সম্পর্কে কেউ যদি কিছু বলতে পারে তো জিপসিরাই পারবে।'

'ঠিক আছে, এটা আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম।'

'কাল সকালে প্রথম কাজ।'

'শোনো, লিলি। এসব থেকে একটা প্যাটার্ন বেরিয়ে আসছে। যে ম্যাপটা ওরা খুঁজছিল। ওটা তোমাদের কাছে, মানে উইকানদের কাছে আছে, এটা জানল কীভাবে ওরা? ম্যাপ যে একটা আছে, তা-ই বা জানল কীভাবে? এগুলোর উত্তর পেতে হবে।'

'আর ম্যাপটা নিয়ে কোথায় গেল,' বলল লিলি।

'ম্যাপের দ্বিতীয় কপিটা তোমাদের সঙ্গে আমিও শেয়ার করব। তাহলে একটা ধারণা পাব কোন দিকে যাচ্ছে ওরা।'

'ওদিকে ক্যাটলিনাও যাবে। হাতে তলোয়ার নিয়ে।'

'ওটা, লিলি...'

'বলো?'

'কিংবদন্তি যদি সত্যি হয়, আমার ধারণা, ওই তলোয়ারে মার্লিনের স্পর্শ আছে।'

'তোমার কি ধারণা ওটা এক্সক্যালিবার?'

'না। এক্সক্যালিবার ছিল সেরিমোনিয়াল সোর্ড। কিন্তু ক্যালিবান একটা ফাইটিং সোর্ড। এর লিজেন্ড আমি জানি। তৈরি হওয়ার সময় কারিগরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন মার্লিন, মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়েছেন পাতে। শুধু তা-ই নয়, তৈরির সময় নতুন খনিজ পদার্থ মেশানো হয়েছে তলোয়ারে। সব মিলিয়ে খাপসহ ওটা একটা ম্যাজিক তলোয়ার।'

'ক্যালিবান সম্পর্কে আর কী জানো তুমি?'

'আমি যা জানি তার চেয়ে বেশি জানো তুমি। ওই তলোয়ারে জাদু না থাকলে একা, আহত অবস্থায়, দুশমনদের চারজনকে ক্যাটলিনা খতম করতে পারত কি?'

'কঠিন প্রশ্নগুলো করো, আজাদ।'

'ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ। ক্যাটলিনা এখনো বেঁচে আছে কেন?'

BanglaBook.org

'ভয় পাচ্ছিলাম এই প্রশ্নটাই করবে।'

'আমি করছি।'

'কিন্তু তা তুমি আগেই জেনেছ। যদি ক্যালিবান সম্পর্কে জেনে থাকো।'

'আমি জানি না। তবে স্বীকার করছি যে বিশ্বাস করি।'

'প্লিজ। বলতে থাকো।'

'ক্যালিবানের ওই খাপ। লিজেন্ড, কিংবা রাজা আর্থারকে ঘিরে যত গল্পকাহিনি আর গীতিকাব্য প্রচলিত আছে, সবগুলোতে ওই খাপের জাদুকরি ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, আর তার সবটুকু কৃতিত্ব বর্তেছে মার্লিনের ওপর এবং পরিষ্কার করে বলা হয়েছে—ওই খাপ যেকোনো ক্ষত স্পর্শ করলে সেটা সেরে যাবে।'

লিলিকে আশ্চর্য নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে। 'তুমি যা বলছ তা সত্যি,' বলল সে।

'আমি যথেষ্ট ক্ষত দেখেছি, আমরা দুজনই দেখেছি, তাতে ক্যাটলিনার অন্তত পাঁচ-সাতবার মরে যাওয়ার কথা।'

'হ্যাঁ,' পারলে আরও সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় লিলি।

'কিন্তু সে মারা যায়নি, জখমগুলো মারাত্মক হওয়া সত্ত্বেও।'

'হ্যাঁ।'

'যে খাপটা পরেছিল সে, ওটাও কি মার্লিনের নির্দেশে তৈরি? বা তাঁর কাছ থেকে এসেছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলার আওয়াজ হলো। 'না।'

'তাহলে সেই খাপটা কোথায়, যেটার প্রসঙ্গে বলা হয় ক্ষত তৈরি হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সারিয়ে তুলতে পারে?'

'আমার ধারণা ছিল ব্যাপারটা তুমি এতক্ষণে নিজেই বুঝে নিয়েছ, আজাদ।'

'লিলি, তোমাকে আমার প্রতি প্রায় বৈরী মনে হচ্ছে।'

লিলির চেহারায় আহত একটা ভাব ফুটল। 'না। সারা জীবন এসব বিষয়ে কথা না বলার অভ্যাস আমাকে বাধা দিচ্ছে।'

'এখন যখন শুরু করেছ, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। ওই খাপটা কোথায়?'

'ক্যাটলিনা ওটা পরে আছে।'

'এইমাত্র বললে সে যেটা পরে আছে ওটা ম্যাজিক্যাল খাপ নয়, এখন আবার বলছ...'

'মূল খাপটা কচি বাছুরের নরম চামড়া দিয়ে কয়েক স্তরে মোড়া। হরিণের চামড়া মাসের পর মাস ধরে উপযোগী করা হয়েছে। ক্যাটলিনা জানত

BanglaBook.org

একদিন গুরুতর জখম করা হতে পারে তাকে, তখন হাতের কাছে ওই খাপ না-ও পেতে পারে, তাই সে আর তার মা অ্যাথেনা নিজেদের তৈরি একটা মিশ্রণে ভেজায় ওটাকে, তারপর এক এক করে খুলে নেয় হরিণের চামড়া...'

'বাকিটুকু আমাকে আন্দাজ করতে দাও।'

'প্লিজ।'

'ওটা তারা ক্যাটলিনার একটা ভেতরের পরিচ্ছদের সঙ্গে সেলাই করে জুড়ে নেয়। প্রথমে সেটা গায়ে দিয়েছে, যাতে ত্বকের সঙ্গে লেগে থাকে, তার ওপর কাপড়চোপড় পরেছে।'

'হ্যাঁ।'

শিস দিল আজাদ। 'ব্রিলিয়ান্ট। খাপের ওই চামড়া সম্পর্কে যা প্রচার করা হয়েছে, তা যদি সত্যি হয়ে থাকে...থামো, গুরুতর একটা প্রশ্ন আছে!'

'করো।'

'কিন্তু তাহলে অ্যাথেনাকে কেন তোমরা বাঁচাতে পারছ না?'

'ওই খাপ ক্ষত সারানোর ম্যাজিক দেখাতে পারে শুধু সেই ব্যক্তির, যে তলোয়ারটা নিয়ে লড়াই করছে। ক্যালিবান নিয়ে।'

'ও, আচ্ছা, সে জন্যই তোমরা জানো আজ রাতে অ্যাথেনা মারা যাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ।' নিঃসঙ্গ শব্দটাকে জোর করে বের করা হলো।

এরপর দুজনই চুপ করে থাকল।

পাঁচ-সাত মিনিট পর নীরবতা ভেঙে আজাদ বলল, 'কথা বলার মুড আছে?'

সিটের ওপর সিধে হয়ে বসল লিলি। 'ওকে।'

'এই ধাঁধার একটা অংশ মিলছে না।'

'মাত্র একটা? ভারি ইন্টারেস্টিং তো! অথচ আমি ভাবছিলাম চোখ বাঁধা অবস্থায় মাইনফিল্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

হেসে উঠল আজাদ। 'না, অত ডেঞ্জারাস না। শোনো, লিলি, সায়েন্সে একটা নিয়ম আছে—মহাবিশ্বে কোথাও ফ্রি লাঞ্চের ব্যবস্থা নেই। যা-ই ঘটুক, তার জন্য এনার্জি সোর্স দরকার। যা কিছু আমরা করি। সেটা ম্যাজিক হোক বা আর কিছু। নিয়মটা সবকিছুতে আছে এবং থাকতে হবে। অনেক সময় এনার্জি সোর্সের প্রকৃতি তুমি বুঝতে পারো না, কিন্তু সব সময় ওখানে আছে সেটা।'

'কোনো তর্ক নেই, আজাদ।'

'ম্যাজিককে কাজ দেখাতে হলে, বাকি সবকিছুর মতো, একটা মূল্য চুকাতে হবে।'

BanglaBook.org

'এনার্জিতে দাম মেটানোর কথা বলছ?'

'একদম,' বলল আজাদ। 'এমনকি তা যদি আমরা খোদ গ্রহ থেকে সংগ্রহ করি, তা-ও। স্টোনহেঞ্জে যেরকম এনার্জি কালেক্ট হয়। ওটা ম্যাজিক নয়। পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড গ্র্যাভিটেশনাল এনার্জি ফোর্স। ওটা থেকে সব ধরনের রেডিয়েশন বেরোচ্ছে। গ্রহের ওপরের স্তর নড়াচড়া করছে, তৈরি করছে প্রকাণ্ড ম্যাগনেটিক আর ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স। কাজেই গ্রহণ করার জন্য এনার্জি ওখানে রাখা আছে, শুধু তুমি যদি জানো কীভাবে তা নিতে হয়। সে জন্যই ক্যালিবানের ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখতে চাই আমি। এমনকি বিশ্বাস রাখতে চাই ওই খাপের ক্ষত সারানোর ক্ষমতার ওপরও, ক্যাটলিনা যখন ওটা তার গায়ে পরে থাকে।'

আজাদের সম্ভাব্য প্রশ্নটা আন্দাজ করতে পারছে লিলি। 'তুমি জানতে চাইছ কোথা থেকে কীভাবে আহরণ বা গ্রহণ করা হয় এনার্জি,' সাবধানে বলল সে, 'তারপর তলোয়ারে আর তার পরিচ্ছদে কীভাবে যায়।'

'হ্যাঁ, ঠিক এটাই আমি জানতে চাইছি, বেগুনের বেগুনি,' কৌতুক নয়, আজাদের গলায় প্রশংসার সুর।

'কিন্তু আমার ধারণা, এর উত্তর তুমি জানো।'

বড় করে শ্বাস নিল আজাদ। 'ওটা আমি দেখেছি, লিলি। সাদাত—তার বাবার নাম না?—ঠিক আছে, সাদাত ভদ্রলোকের কাছে ছিল ওটা।' একটু থামল। 'একটা সেপটা। অলংকৃত রড, রাজকীয় কর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে হাতে ধরা থাকে।'

মাথা ঝাঁকাল লিলি। 'ঠিক ধরেছ।'

'সেপটার বাইরের দিকে রত্নগুলো এত সুন্দর করে বসানো হয়েছে, কারিগর দক্ষ শিল্পী না হলে এটা সম্ভব হতো না। দুনিয়াজুড়ে প্রায় এক শ সেপটা দেখেছি আমি। হাইতিয়ানদের ভুডু রড, আমেরিকান-ইন্ডিয়ানদের শাফট, রাজা-রানি আর ফেরাউনদের সেপটা। বেশির ভাগই ব্যবহৃত হতো ভিড় করা লোকজনকে প্রভাবিত করতে। তবে এনার্জি কালেক্ট করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, এমন সেপটাও আমি দেখেছি, কামরূপ কামাখ্যায়। আর্কিওলজিক্যাল জগতে সবচেয়ে ভালোভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে যে সিক্রেটটা, সেটার কথা বলি—মানুষ চার হাজার বছর আগেও ব্যাটারি ব্যবহার করত। হয়তো আরও আগে থেকে।'

সিটের ওপর ঘুরে বসল লিলি। 'কী?'

'শুনতে ভুল করোনি। ইলেকট্রিক ব্যাটারি। ব্যাবিলোনিয়ানস, সিরিয়ানস,

BanglaBook.org

প্রাচীন পারসিয়ানস। ওসব ব্যাটারি তুমি মিসরীয় মিউজিয়ামে গেলে এখনই দেখতে পাবে। ওগুলো যে পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছিল, পরীক্ষা করার জন্য সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে আধুনিক বিজ্ঞানীরা ওই একই ব্যাটারি বানাতে সফল হয়েছেন।'

'তুমি বিশ্বাস করো সাদাতের কাছে যেটা আছে, সেটাও ওরকম ক্ষমতার অধিকারী?'

'ওটার ভেতর খুদে ব্যাটারি থাকতেও পারে। আমার ধারণা, মার্লিন বাস্তব চরিত্র, অবিশ্বাস্য প্রতিভা, ইতিহাসের সেরা মগজগুলোর একটা, কাজেই লোক হাসানোর জন্য বলেননি যে, তিনি আসলে সাধারণ এবং রোজকার ফোর্স নিয়ে কাজ করছেন। লোকে যখন ড্রাগনে বিশ্বাস করত, এরকম একটা সময়ে সবাইকে জানান, তিনি জাদুকর। জাদুর খেলা দেখিয়ে রক্ষা পেয়েছেন মার্লিন। আজকের দিনে তাঁকে হয়তো বিরাট প্রতারক বলা হতো।'

'তাহলে আলোর বাঁকা হওয়া কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তুমি? কুয়াশা? বাকি সব?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'কীভাবে কাজ করে তা আমি জানি না। তবে এটাই আমার দেখা ন্যাচারাল এনার্জির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার। আমি বলব ব্রিলিয়ান্ট।'

'কিন্তু ম্যাজিক নয়?'

'তা আমি বলিনি,' প্রতিবাদ করল আজাদ। 'কী ঘটছে তার কিছুটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি। বাকিটা? পাহাড়চূড়ার কিনারায় আঙুল আর নখের সাহায্যে ঝুলে আছি।'

মৃদু হাসল লিলি। 'গুড।'

'গুড কেন?'

'কারণ এসবের মধ্যে তোমার বিজ্ঞান যতটা আছে, তার চেয়ে বেশি আছে ম্যাজিক।'

'আমি বলব ক্যাটলিনা যে পরিচ্ছদ পরে আছে, ওই খাপ দিয়ে তৈরি, তাতে চামড়ার চেয়ে বেশি কিছু আছে। তুমি আমার সঙ্গে বাজি ধরতে চাও, ওটায় সোনার সুতো ব্যবহার করা হয়েছে কি না এই প্রশ্নে? কিংবা হয়তো রুপো? কারণ রুপো ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টার হিসেবে সোনার চেয়ে ভালো।'

লিলি কিছু বলল না। ব্যথায় কুঁজো হয়ে গেল সে। তার দিকে হাত বাড়াল আজাদ। 'লিলি, হঠাৎ কী হলো...আমি সাহায্য করতে পারি?'

মাথা নাড়ল লিলি। 'আমাদের বুড়িমা, অ্যাথেনা...চলে গেল। আমাকে তোমার ওখানে নিয়ে চলো, আজাদ, প্লিজ।'

BanglaBook.org

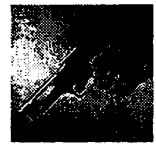

লন্ডন। কাছাকাছি গির্জায় ঢং ঢং করে চারটে ঘণ্টা পড়ল। ভোর হতে চলেছে।

নিজের ছয়তলা ফ্ল্যাটের লিভিংরুমে বসে দ্বিতীয় কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে জাকি আজাদ। কাল বিকেল থেকে যা-কিছু ঘটেছে, সব মিলিয়ে বিরাট একটা ধাঁধাই বটে, তবে মন থেকে বেশির ভাগটাই ঝেঁটিয়ে বিদায় করল ও, এক শুধু লিলিকে নিয়ে ভাবছে। সোফা ছাড়ল, হেঁটে এসে বেডরুমের দরজা সামান্য একটু ফাঁক করল, এটুকু দেখার জন্য যে লিলি নির্বিঘ্নে ঘুমাচ্ছে। দরজা লাগিয়ে লিভিংরুমের সোফায় ফিরে এল আবার।

ওর ঘুম পাচ্ছে না। এটুকু পরিষ্কার, যে গ্রুপটা গ্লেনে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তারা গোপন ম্যাপটা পাওয়ার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করবে। এর অর্থ, ওর আর লিলির বিরুদ্ধে লাগবে তারা। পুলিশ কোনো প্রটেকশন নয়। অন্তত এখনই নয়। আক্রমণের ধরন দেখে এখনো হতবিহ্বল হয়ে আছে তারা। মৌলবাদী জঙ্গিরা ছাড়া এরকম এক্সপ্লোসিভ আর কেউ ব্যবহার করে না, একসঙ্গে এত মানুষকে খুনও কেউ করে না। অথচ এখানে এই কাজ মৌলবাদী জঙ্গিরা করেনি।

তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেছে।

ক্রিস্টিয়্যানিটির যাত্রা শুরুর আমলে তৈরি সোনার মোহর?

ভাবা যায় কী অবিশ্বাস্য একটা আবিষ্কার হবে সেটা! হাজার মণ বা তারও বেশি সোনা...এ কি সত্যি হতে পারে? কোত্থেকে এল? অবিভক্ত বাংলায় এত সোনা আদৌ কি ছিল?

কল্পনার চোখে একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে আজাদ: বাংলার শেষ নবাব উটের পিঠে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছেন। মীর জাফরের সৈন্যরা তাঁকে ধরে ফেলল, পরে মোহাম্মদী বেগের হাতে তিনি শহীদ হলেন। মুর্শিদাবাদে ঢুকলেন ক্লাইভ, মীর জাফরকে নবাব হিসেবে ঘোষণা দিলেন—এটা হলো বেইমানি করার পুরস্কার, আগেই যার রফা হয়েছিল। কোষাগারে নিয়ে যাওয়া হলো ক্লাইভকে। বলা হয়, কয়েক মিলিয়ন স্টার্লিং সমমানের রুপি, সোনা, রুপোর প্লেট, মূল্যবান রত্ন ইত্যাদি ছিল সেখানে। কিন্তু কয়েক মিলিয়ন আসলে কয়েক শ মিলিয়ন কি না, কে বলবে এখন? ওখান থেকে যা খুশি নিতে বলা হলো ক্লাইভকে। নগদ এক লাখ ষাট হাজার পাউন্ড নিলেন তিনি। এটা প্রকাশ্যে। অপ্রকাশ্যে কিছুই নেননি, ক্লাইভের মতো লোভী একজন

BanglaBook.org

লোক? আধা মিলিয়ন বিলি করা হলো সৈনিকদের মধ্যে। পরে রাতের অন্ধকারে ওখান থেকে ক্লাইভের নামে বস্তা ভর্তি করে যে সোনা সরিয়ে ফেলা হয়, তার কোনো হিসাব কেউ কখনো দিতে পারেনি।

পরের দৃশ্য: বাংলা, বিহার আর উড়িষ্যা শাসন করতে পারবেন মীর জাফর, এই মর্মে একটা চুক্তি করলেন ক্লাইভ, বিনিময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে গুনে গুনে এক মিলিয়ন পাউন্ড দিলেন মীর জাফর, কলকাতায় কোম্পানির লোকসান মেটাতে...কিন্তু ক্লাইভের পকেটে কিছু কি গেল না, কাকপক্ষীরও অগোচরে?

দেখা যাচ্ছে, বাংলায় সোনাদানা আর ধন-সম্পদের কোনো অভাব সত্যি ছিল না। কাজেই চোরেরা সব হাতের সামনে পেয়েও চুরি করেনি, কেউ বললেও তা বিশ্বাস করা যায় না। তবে বাংলায় সোনার খনি হিসেবে পরিচিত ছিল হিন্দুদের মন্দির, বৌদ্ধদের প্যাগোডা আর মুসলমানদের মাজারগুলো। ব্রিটিশ অফিসারদের কাজই ছিল লুটের মাধ্যমে ওই সব খনি খালি করা।

তাহলে হাজার মণ সোনা ব্রিটেনে পাচার করতে সমস্যা কোথায়?

কিন্তু সেই সোনা আমেরিকায় চলে গেল কীভাবে, ভ্যাটিকানে জমানো স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে? মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে আজাদ, বুঝতে পারছে এই জট ছাড়ানো সহজ কাজ নয়। চোখ বুজে আধশোয়া অবস্থায় ছিল, জানে না কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

পাশের বহুতল ভবনের ছাদ থেকে রশির মই বেয়ে নামল ওরা। আজাদের লিভিংরুমের জানালার কবাট খোলা ছিল, ওটার বাইরে এক জোড়া পুতুলের মতো ঝুলছে। পরনে কালো কাপড়, পায়ে কালো ক্যানভাস শু, মাথায় কালো উলেন ক্যাপ, মুখে মুখোশ। দুজনই দশাসই, নিনজাৎসু এক্সপার্ট। হিরে বসানো মেশিন, ব্যাটারিতে চলে, জানালার কাচ কাটতে এক মিনিটও লাগল না। লিভিংরুমের মেঝেতে নেমে সাবধানে, ধীরে ধীরে সোফার দিকে এগোল তারা, জিরো পাওয়ারের বাল্‌বের আলোয় ঘুমন্ত আজাদকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। তারপর দুজনের একজন ওকে লক্ষ্য করে লাফ দিল।

আজাদ চোখ খুলতে যাচ্ছে, এই সময় জোড়া হাঁটু দিয়ে ওর বুকে পড়ল প্রথম লোকটা। হুস করে ফুসফুস খালি হচ্ছে, ঝট করে খুলে গেল চোখ। বাতাসের অভাবে ছটফট করছে, এখনো গভীর ঘুম থেকে পুরোপুরি জাগতে পারেনি, শুধু বুঝতে পারছে কেউ একজন ওর শরীরে হাতুড়ির বাড়ি মারছে, ও যেন একটা পাঞ্চিং ব্যাগ।

BanglaBook.org

এক কি দুই সেকেন্ডে পুরো জাগল আজাদ। যতবার একটু ভারসাম্য ফিরে পেতে যাচ্ছে, ততবার লোক দুজন চেপে বসছে ওর ওপর, এতটুকু বিরতি না দিয়ে আঘাত করছে মাথায়, বুকে, মুখে, উরুসন্ধিতে। এক জোড়া হাত ওর চুল ধরল, হ্যাঁচকা টান দিয়ে মাথাটা সোফার বাইরে নিয়ে গেল। মরিয়া হয়ে শরীরটাকে কাত করতে চাইছে আজাদ, কিন্তু দ্বিতীয় লোকটা গোড়ালি ধরে উল্টো দিকে মোচড়াচ্ছে, ওর পেটে গেঁথে রেখেছে একটা হাঁটু, পরমুহূর্তে ওর গলায় কনুইয়ের গুঁতো দিল।

আজাদের মনে হলো, ওর শ্বাসনালিতে সিসার পাইপ ঢোকানো হয়েছে। কনুইয়ের প্রতিটি বাড়ি থেঁতলে দিচ্ছে ওর কণ্ঠা। মারের ধরন দেখেই বোঝা গেল, খুন করতে নয়, তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছে ওরা। প্রফেশনাল লোক, চেহারার কোনো ক্ষতি না করে, রক্ত না ঝরিয়ে সাইজ করছে ওকে। আরও দুই মিনিট বেধড়ক মার খেল আজাদ, তারপর সুযোগমতো নেতিয়ে পড়ল, যেন সহ্যের সীমা পার হয়ে যাওয়ায় জ্ঞান হারিয়েছে।

মুখে পানি ছিটিয়ে ওর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করল ওরা। এক মিনিট পর নড়ল আজাদ। সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের ওপর উঠে বসল এক লোক। নিজেদের মধ্যে কথা বলল ওরা, কিন্তু ভাষাটা ঠিক চেনা গেল না—আজাদ সন্দেহ করল, পূর্ব ইউরোপের কোনো আঞ্চলিক ভাষা হতে পারে।

'জাকি আজাদ? বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট?' দ্বিতীয় লোকটা ইংরেজিতে জেরা শুরু করল, আজাদের মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, মুখ কালো মুখোশে ঢাকা।

ব্যথায় কাতরাচ্ছে আজাদ, তারই মাঝে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'ইয়েস, স্যার।'

হেসে উঠল লোকটা। 'এখানে আমরা একটা সন্ত্রস্ত ভেড়া পেয়েছি,' সঙ্গীকে বলল সে। 'ওর বুক থেকে নেমে মেয়েটাকে খুঁজে বের করো। একে আমি একাই সামলাতে পারব।'

আজাদ অনুভব করল ওর বুক হালকা হয়ে গেল।

'ক্যাটলিনার কথা বলো,' আজাদের পাঁজরে বুটের ডগা দিয়ে গুঁতো মারল লোকটা। 'ওই ডাইনি মেয়েটার সঙ্গে কী সম্পর্ক তোমার?'

'ওকে আমি চিনি না। ও আমার বান্ধবীর বন্ধু...'

'যার চুল লাল তার কথা বলছ,' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা।

'জি জি,' একটু তোতলাল আজাদ।

'ওরে গু-খেকো শুয়োর, নর্দমার কেঁচো, আমরা জানি আরেকটা ম্যাপ

BanglaBook.org

আছে। কোথায় আছে, বলো, তা না হলে...'

বেডরুম থেকে দ্বিতীয় লোকটার গলা ভেসে এল। 'এখানে সে নেই! মেয়েটা পালিয়েছে!'

'গর্দভ!' আজাদের পাশ থেকে গালি দিল লোকটা। 'বাইরের কার্নিশে! চেক করে দেখো, ঠিক ওখানে লুকিয়ে আছে!'

বেডরুমের জানালা খোলা, বাতাসে পতপত করছে পর্দা। দ্বিতীয় লোকটা ছুটল সেদিকে। লাফ দিয়ে গরাদবিহীন জানালার গোবরাটে উঠে পড়ল সে, তারপর বাঁ দিকে তাকাল। ওদিকের কার্নিশ খালি। মাথা ঘুরিয়ে ডান দিকে তাকাতেই লিলির লাথি দেখতে পেল, সরাসরি তার গলা লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। লাথি খেয়ে গলাটা দুহাতে চেপে ধরল সে, বিষম খেল, আঙুলের ফাঁক গলে রক্ত গড়াচ্ছে। ঠিক এরকম একটা মুহূর্তই দরকার ছিল লিলির। ছোবল হানা গোক্ষুরের মতো সামনে বাড়ল সে, বাঁ হাত শক্ত করছে, দালানের গা ঘেঁষে থাকছে, আড়ষ্ট আঙুল প্রসারিত এবং যতটা জোরে পারা যায় হাতটা নামিয়ে আনল লোকটার উন্মুক্ত ঘাড়ে। শত্রুর হাত গলা থেকে উড়ে গেল। এখন তার ভারসাম্য নেই, জানালার গোবরাটে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে তার মাথার পেছনে ডান পা নামাল লিলি। রক্ত হিম করা চিৎকার দিয়ে গোবরাট থেকে খসে পড়ছে নিশাচর অতিথি, পাঁচতলা নিচে মৃত্যু তাকে আলিঙ্গন করার অপেক্ষায়।

লিভিংরুমে আজাদের মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল ধরেছে মুখোশ পরা প্রতিপক্ষ। বেডরুম থেকে ভেসে আসা আর্তনাদ শুনে ঝট করে সেদিকে তাকাচ্ছে আজাদ, সেই সুযোগে অচেনা ভাষায় অভিশাপ দিল লোকটা, হাতের পিস্তল সবেগে নামিয়ে আনল ওর মাথা লক্ষ্য করে। ক্ষিপ্র বেগে সরে গিয়ে আঘাতটা খুলির পাশে লাগতে দিল আজাদ, প্রচণ্ড ব্যথায় সরষে ফুল দেখছে চোখে। আজাদকে ছেড়ে বেডরুমের দিকে ছুটল প্রতিপক্ষ। এক সেকেন্ড পর, আজাদ টলছে, তার পিছু নিল।

বেডরুমে ঢুকল ও, দেখল জানালার গোবরাটে নিষ্প্রাণ মূর্তি হয়ে বসে রয়েছে লিলি, সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে পিস্তল তাক করছে লোকটা।

'তুমি বোকা!' হিসহিস করে বলল সে। 'প্রথমে কুবলাইকে চুপ করানো উচিত ছিল!' ট্রিগারে চেপে বসছে তার আঙুল।

BanglaBook.org

লিলির চোখ বড় বড় হয়ে উঠল, কারণ পেছন থেকে বাঁ হাত দিয়ে লোকটার গলা পেঁচিয়ে ধরল আজাদ, যতটা পারা যায় মাথাটা টেনে নিল নিজের দিকে, তারপর এই অবস্থায় তাকে নিয়ে পিছু হটতে লাগল, লিভিংরুমে ফিরে যাচ্ছে। দম আটকে আসায় হাতের পিস্তল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো লোকটা।

জানালা থেকে বেডরুমের মেঝেতে নেমেছে লিলি, ওদের অনুসরণ করছে, ঝুঁকে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল প্রকাণ্ড পুলিশ স্পেশাল। লোকটা গলা ছাড়ানোর জন্য ধস্তাধস্তি করলেও সুবিধে করতে পারছে না। চাপ আরও বাড়াল আজাদ, বাতাসের অভাবে ছটফট করতে লাগল প্রতিপক্ষ। তার কিডনিতে হাঁটুর গুঁতো মারল ও।

'আজাদ! ওকে মেরে ফেলো না!' চেঁচিয়ে উঠল লিলি।

'দূর, কোথায়! একটু বদলা নিচ্ছি মাত্র।' কিডনিতে আরেকটা গুঁতো মারল আজাদ।

এই সময় দরজায় দমাদম আওয়াজ। 'দরজা খুলুন! আমরা পুলিশ! এখনই এই দরজা খুলুন!'

লোকটার গলা ছেড়ে দিল আজাদ, একটানে খুলে নিল তার মুখোশ। ঝট করে ওর দিকে ফিরল সে।

অক্সিজেনের অভাবে হাঁসফাঁস করছিল, এখন হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে, তবে দরজায় পুলিশের উপস্থিতি লোকটার চেহারায় আশ্চর্য একটা বুনো ভাব এনে দিয়েছে।

'আরে, আরে, একে তো আমরা চিনি!' আজাদের চোখে অবিশ্বাস, ঠোঁটে আড়ষ্ট হাসি। 'গ্লেনে দেখেছি, আমাদের ফটোগ্রাফার!'

অধৈর্য পুলিশ দরজা ভেঙে ফেলছে।

'ইংলিশ পুলিশ সবচেয়ে বেশি খেপে কখন জানো? যখন দেখতে পায় নিজেদের মধ্যে একজন বেইমান...'

আহত পশুর মতো দুর্বোধ্য আওয়াজ করল লোকটা, তারপর খোলা জানালা লক্ষ্য করে ছুটল, পাশ কাটাচ্ছে লিলিকে। 'আজাদ, থামাও ওকে!'

দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল পুলিশ।

ধরার জন্য লোকটার পিঠ লক্ষ্য করে ডাইভ দিল আজাদ। কিন্তু নাগাল পেল না, তার আগেই বিরাট এক লাফ দিয়ে জানালা দিয়ে শূন্যে বেরিয়ে গেছে সে। পাঁচতলা নিচে তাকেও আলিঙ্গনের অপেক্ষায় রয়েছে অমোঘ মৃত্যু।

BanglaBook.org

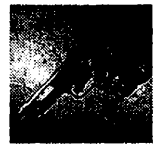

একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙছে আজাদের। যা-ই দেখে থাকুক, মুছে গেছে মন থেকে। কেন ভয় পেল, চেষ্টা করেও তা মনে করতে না পারায় নিষ্ফল রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। তারপর মনে পড়ল কাল রাতে বেদম মার খেতে হয়েছে ওকে। শব্দ শুনে টহল পুলিশ এসেছিল, প্রশ্নের উত্তরে তাদের বলা হয়েছে, সেফে কিছু মূল্যবান পাথর আছে, সম্ভবত ওগুলো ডাকাতি করার মতলবেই ওই দুজন লোক এসেছিল। কাউকে চিনতে পারার কথাটা তোলেইনি ওরা—না আজাদ, না লিলি।

তারপর ওর জখমগুলোয় হারবাল মলম লাগিয়ে দিয়েছে লিলি। আর ঘুমের জন্য চোখে-মুখে ছড়িয়েছে উইচ পাউডার। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘুম এসে যায়।

সেই ঘুম এখন ভাঙছে। চোখ মেলল আজাদ।

লিলিকে দেখতে পেল। দরজায় দাঁড়িয়ে। প্যাসেজের ঠিক বাইরে কিছু লোকের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে কী বিষয় নিয়ে যেন কথা বলছে সে। অন্তত একটা গলার আওয়াজ শোনামাত্র চিনতে পারল আজাদ। গুঙিয়ে উঠল ও, উঠে বসল সোফার ওপর।

ট্রেঞ্চ কোট পরা লম্বা এক লোক ঘরে ঢুকল, ঠোঁটের নিচে মোম লাগানো বিরাট গোঁফ, দৃঢ় পায়ে সোফার সামনে এসে দাঁড়াল। স্যুটেডবুটেড লোকটার পা থেকে মাথায় চোখ বোলাল আজাদ। গোঁফের ওপর বুদ্ধিদীপ্ত এক জোড়া চোখ। খুলি ঢাকা অশুভদর্শন টুইড ক্যাপ। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল আজাদ।

'বেশ, বেশ।' ভারী গলায় বলল ব্রিটিশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এম-১৫-র ইন্সপেক্টর মারটিন অরওয়েল, আজাদের পাশে সোফায় বসল। 'আমি সত্যি ভাবিনি, আজাদ, এত তাড়াতাড়ি আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

'তোমার ফ্যাচফ্যাচ বন্ধ করো, সহ্য করতে পারব না—সারা শরীরে অসম্ভব ব্যথা!' লিলির দিকে তাকাল আজাদ, ইঙ্গিতে বাকি দুজনের জন্য চেয়ার দিতে বলল। 'লিলি, তোমার ভেতর এখনো যদি দয়ামায়া বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে, কফি দেবে, প্লিজ?'

'মিস পারকার, আপনাকে দারুণ দেখাচ্ছে...'

BanglaBook.org

'সাবধান হও,' বলল আজাদ। 'ও কিছু আদায় করতে চায়। আমি কফি চাইলাম না?'

'কফি তোমার জন্য আগেই বানিয়ে রাখা হয়েছে।' ত্রস্ত পায়ে চলে গেল লিলি।

কফির কাপ প্রায় খালি করার পর বিড়বিড় করল আজাদ, 'মনে হচ্ছে এ যাত্রা বাঁচব।'

'ক্র্যাকারস?' জিজ্ঞেস করল লিলি। 'টোস্ট? ডিম? দুধ?'

'আরও কফি। যাও, পটটা নিয়ে চলে এসো।'

'পটে ওদের জন্য চা আসছে। এই যে তোমার জন্য আরও এক কাপ কফি।'

বন্ধু অরওয়েলের দিকে ফিরল আজাদ। 'মারটিন, সক্কালবেলা আমাকে তোমার শ্রী মুখ দেখতে হচ্ছে কেন?'

'চিফ হুকুম করেছেন, ভোর হওয়ামাত্র তোমাকে যেন তাঁর অপেক্ষায় অফিসে বসিয়ে রাখা হয়।'

'তোমার চিফকে বলো এবার তাঁর অবসর নেওয়ার সময় হয়েছে।'

'না, তাঁর ব্যস্ত হওয়ার পেছনে কারণ আছে...'

'ও, আচ্ছা, সেইন্ট ব্রেনড্যানের ওই ঘটনা। ওটার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ওখানে পৌঁছেছি সব ঘটে যাওয়ার পর...

'জানি। ঘটনা ঘটার সময় প্লেন নিয়ে আকাশে ছিলে তুমি।'

'তা তোমরা জানলে কীভাবে?'

'কীভাবে জানলাম সেটা বড় কথা নয়। ওই ঘটনার যে অনুবাদ দাঁড়ায় সেটা গুরুতর।'

'কী রকম?'

'ওই মুহূর্তে যেকোনো মেশিন মাথার ওপর থাকার মানে ওই হত্যাযজ্ঞে অংশ নিচ্ছিল ওটা—অন্তত সবার মনে প্রথমে এই চিন্তাই আসবে।'

'তা হয়তো আসবে, কিন্তু বাস্তবে তা সত্যি নয়। আমি লিলিকে প্লেন চালানো শেখাচ্ছিলাম।'

'বস যেন বিশ্বাস করবেন! তিনি যেন জানেন না মিস পারকার একজন দক্ষ পাইলট!'

চা-বিস্কুট নিয়ে ফিরে এল লিলি।

দ্বিতীয় কাপে চুমুক দিয়ে বাকি লোকদের দিকে তাকাল আজাদ। তাদের মধ্যে ডানে বসা ভদ্রলোককে ইংরেজ বলে মনে হলো না। লম্বা-চওড়া, শক্তিশালী কাঠামো, কিন্তু পরে আছেন খুব দামি পোশাক।

BanglaBook.org

'উনি কে?' অরওয়েলকে জিজ্ঞেস করল।

'ফার্নান্দো,' ডাকল অরওয়েল। 'এদিকে আসুন, প্লিজ।'

'সিনর আজাদ, মাই প্লেজার,' বললেন ভদ্রলোক, বাচনভঙ্গিতে বিদেশি টান।

'আমাকে আন্দাজ করতে দিন,' বলল আজাদ। 'ইতালিয়ান। এ ক্ষেত্রে এর মানে ভ্যাটিকান।'

'ফার্নান্দো দে পাস্কাল, স্যার,' ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। 'সিক্রেট পুলিশ, ইতালিয়া। রোমের দক্ষিণ-পুব থেকে আসছি।'

'ওকে আমরা আমাদের গ্রুপে যোগ দিতে বলেছি,' ব্যাখ্যা করল অরওয়েল। 'ভালো কথা, আজাদ, কাল রাতে ওই দুই লোক কী জন্য এসেছিল তোমার কাছে?'

'তোমরা ওদের পরিচয় জানতে পেরেছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল আজাদ।

'মাত্র একজনের। পুলিশ তাকে চেনে। তাতে বিষয়টা বেশ আঠালো লাগছে, বুঝলে। লোকটা একজন কনস্টেবল ছিল।'

'তার বোধ হয় অতিরিক্ত টাকার লোভ হয়। গুন্ডা-পান্ডাদের চোখ হিসেবে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কাজ করত। কাল রাতে আমার আর লিলির ফটো তুলতেই বেশি ব্যস্ত দেখা গেছে তাকে।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল অরওয়েল। 'আচ্ছা, তাহলে এভাবেই তোমাকে চিনে নেয় ওরা। তারপর ফলো করেছে। কিন্তু তোমার কাছে কী চাইছে ওরা?'

'লিলিকে জিজ্ঞেস করো। সে আমার চেয়ে ভালো বলতে পারবে।'

'দ্বিতীয় ম্যাপ,' বলল লিলি। 'ওরা জানতে চাইছিল কোথায় আছে ওটা। বলছিল, আমরা না জানলে দুজনকেই মেরে ফেলবে।'

'মাফ করবেন,' দে পাস্কাল বললেন, গলার স্বরে কৃত্রিম শান্ত ভাব। 'এই ম্যাপটা। এটা কি গুপ্তধনের ম্যাপ? সোনার?'

'সোনা?' বলল আজাদ। 'আমরা কেউ সোনার কথা বলিনি। আপনি বলেছেন। আপনাকেই এটা ব্যাখ্যা করতে হবে।'

'আমরা এটাকে একটা ফ্যাক্ট বলে মনে করি যে আপনি আলোচ্য এই সোনা সম্পর্কে জানেন,' বললেন দে পাস্কাল।

'মিস্টার মারটিন?'

লিলির দিকে ফিরল অরওয়েল। 'হ্যাঁ, মিস পারকার?'

'আপনারা এখানে কেন এসেছেন?'

'সেটা তো পরিষ্কারই, মাই ডিয়ার। এই ফ্ল্যাটে হামলা হয়েছে। তারা প্রফেশনাল, জানা কথা। তারা আপনাদের খুন করার চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে দ্বিতীয় ম্যাপটা আদায় করার। ওই ম্যাপে নির্দেশনা দেওয়া আছে

BanglaBook.org

কোথায় পাওয়া যাবে সাত রাজার ধন—সোনার। আজ সকালে আমরা জেনেছি কাল রাতে গ্লেনের বুড়িমা আর শিশুদের মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে একটা ম্যাপ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর মানে হলো, অনেক আগে থেকেই এই ম্যাপ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানে তারা।'

'মঞ্চ তোমার দখলে,' বিড়বিড় করল আজাদ। 'এখনই নেমে যেয়ো না।'

'অত মার্সেনারি, অত গাড়ি, অত ফায়ার পাওয়ার—ধরে নিতে হবে খুব বড় অর্গানাইজেশন। অর্থাৎ প্রশাসনে প্রভাব আছে, রাজনৈতিক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পায়, আছে আর্থিক প্রাচুর্য।...'

'মিস্টার মারটিন?' লিলির ডাক শুনে তার দিকে আবার ফিরল অরওয়েল। 'আমাদের কাছ থেকে কী চাইছেন আপনারা? মানে, এভাবে আপনারা কী মনে করে এসেছেন?'

'চারদিকে লাশ পড়ছে, মিস পারকার, তারপর আমরা চুপ করে বসে থাকি কীভাবে?'

'সে জন্য এত লোক নিয়ে আসার কি কোনো প্রয়োজন ছিল?' জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'এত লোক...'

'আমার বাঁ দিকে ইনি কে?' জানতে চাইল আজাদ। 'ব্ল্যাক আর্টের চর্চা করেন? জ্যামাইকান ওঝা, নাকি হাইতিয়ান?'

কুচকুচে কালো ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে একটা ঢোঁক গিলল লিলি। তারপর হাসল—একজন নয়, দুজন, একসঙ্গে। ওদের এই হাসি অনেক কিছু বোঝায়।

'হাইতিয়ান,' বলল অরওয়েল। 'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা একটু জটিল। মিস পারকার যেহেতু একজন উইকান, ডাইনি, আমরা তাই এমন একজনকে সঙ্গে করে এনেছি...'

'আপনার হয়ে আমি বলছি,' বাধা দিল লিলি। 'এই ভদ্রলোক ফারসাইট, তাই না? আগাম দেখতে পান?'

আজাদ বিস্মিত। 'আমি আজাদ। আপনি?'

'আমি ডাফ লিয়াম। হাইতিয়ান এসপিওনাজ এজেন্ট।'

'আপনি ফারসাইট, ঠিক? মানুষের মনও পড়তে পারেন?'

কাঁধ ঝাঁকালেন লিয়াম। 'তা-ই বলা হয় আমাকে।'

'ব্যাপারটা সংক্ষেপ করা যায়?' জিজ্ঞেস করল আজাদ। 'আমাদের আপনি বলতে পারবেন, অরওয়েল যাদের খুঁজছে তারা কারা?'

BanglaBook.org

ধীর ভঙ্গিতে চেয়ার ছাড়লেন লিয়াম, যেন পুলিশের হাতের একটা লাঠি ভাঁজ খুলে বিরাট বাঁশে পরিণত হলো। 'আমি যখন এখানে আছি, আপনাদের স্মৃতিতে যা আছে তার সব যখন অনুভব করতে পারছি, নিরেট কিছু একটা তো জানতে পারবই। ইতিমধ্যে আমার যোগাযোগ করা হয়ে গেছে। ব্যাপারটা এখনো ঝাপসা। মিস পারকার, ম্যাম, আপনার কপালে আমার হাতটা একবার রাখতে দেবেন, প্লিজ?'

আজাদের দিকে তাকাল লিলি। আজাদ ওর চেহারা পুরান ঢাকার ফাঁকা ধূপখোলার মাঠ করে রাখল। এটা ওর সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় নয়। ওর মৌনতাকে সম্মতি ধরে নিল লিলি, ভাবল বিপদের এতটুকু লক্ষণ থাকলেও মানা করত ও। লিয়ামের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর একটা চেয়ারে বসল। চেয়ারের পেছনে দাঁড়াল লিয়াম, লম্বা আর সরু আঙুল ঠেকাল লিলির কপালে। অবাক করা ঠান্ডা লাগল তাঁর স্পর্শ।

স্থির দাঁড়িয়ে আছেন লিয়াম। ষাট সেকেন্ড পর অরওয়েলের দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনি যাকে খুঁজছেন, তিনি আপনার পরিচিত।'

'হোয়াট!' ওরা তিনজন যেন কোরাস গাইল—আজাদ, অরওয়েল আর দে পাস্কাল।

'আমরা যাকে খুঁজছি, ইনি তিনিই।' তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা মুখগুলোর ওপর চোখ বোলালেন লিয়াম। 'একটু কনফিউশন আছে। তার কারণ এই ব্যক্তি তিনটে নাম ব্যবহার করেন। আমার দেশের সরকার একসময় মনে করত এই তিন নামে তিনজন আলাদা মানুষ আছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে আর লাতিন আমেরিকায় ড্রাগ ব্যবসা শুরু করেছিল তারা...'

'নামগুলো?' জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'মিস পারকারের মাধ্যমে আমি অনুভব করছি,' বললেন লিয়াম, 'নাম তিনটে, কিন্তু মানুষ একজন। কাজেই আমি জানতে চেষ্টা করছি, যে ব্যক্তি প্লেনে হামলার জন্য দায়ী তার নাম।'

চোখ বুজলেন লিয়াম। মন লাগাচ্ছেন। তারপর চোখ খুলে সরাসরি অরওয়েলের দিকে তাকালেন। 'নামটা হলো অ্যালান ব্র্যান্ডো।'

আজাদ, অরওয়েল আর দে পাস্কাল দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

কাঁধ ঝাঁকাল আজাদ। 'ঘণ্টা বাজছে না।'

মাথা নাড়লেন দে পাস্কাল। 'ইংলিশ নাম,' বললেন তিনি।

'আরে দূর!' রেগে গেল অরওয়েল। 'ওই ব্যাটা ক্রিমিনাল তো দশ বছর হলো মারা গেছে! ডাফ, কী ছাই করছ তুমি?'

BanglaBook.org

লিয়ামের চোখের পাতা নড়ল না। 'আমার মনে পড়ছে না,' সাবধানে বললেন, 'জীবিত, নাকি মৃত সাবজেক্টকে ডেকেছি।'

অরওয়েলের পাঁজরে কনুই দিয়ে মৃদু গুঁতো মারল আজাদ। 'কী বললে তুমি?'

'অ্যালান ব্র্যান্ডো ইন্টারন্যাশনাল আর্মস মার্চেন্ট ছিল। আমরা তার পেছনে অনেক দিন লেগে ছিলাম। আফ্রিকায় তাকে আমরা ফাঁদে ফেলি, সে যখন সুদানি আল-কায়েদা আর মিসরীয় ব্রাদারহুডকে অস্ত্র বিক্রি করছিল। কিন্তু আমরা কাছে পৌঁছানোর আগেই সুদানিরা তাকে পালানোর সুযোগ করে দেয়।' লিয়ামের দিকে তাকাল অরওয়েল। 'পরের নাম, ডাফ।'

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় নামটা বললেন লিয়াম। 'সেবাস্তিয়ান বুটাম।'

হাতের তালুতে ঘুষি মারল অরওয়েল। 'এতক্ষণে মনে হয় কোথাও পৌঁছাচ্ছি!'

'কিন্তু তুমি আমাকে বলেছিলে সেবাস্তিয়ান বুটাম ওরফে বায়াঙ্কা সোরেনসেন মরে গেছে,' বলল আজাদ।

'ওটা ছিল ভুল ইনফরমেশন। ওই ব্যাটা শুধু সারভাইভ করেনি, পুরোনো অর্গানাইজেশনকে আবার দাঁড় করাচ্ছে...'

'খাপে খাপে মিলতে শুরু করেছে,' বলল আজাদ, লিয়ামের দিকে তাকাল। 'আপনি দুটো নাম দিলেন।'

'আর আপনি দিলেন বায়াঙ্কা সোরেনসেন,' জবাব দিলেন লিয়াম।

'আপনি বলছেন,' দে পাস্কাল বললেন, 'ব্র্যান্ডো, বুটাম আর সোরেনসেন—এরা সবাই একই ব্যক্তি?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে,' বলল আজাদ, হেলান দিল সোফায়।

'হ্যাঁ,' সায় দিল অরওয়েল।

তার দিকে একটা আঙুল তুলে আজাদ বলল, 'কাল রাতে যারা এসেছিল তাদের একজন, যার পরিচয় এখনো তোমরা জানতে পারোনি, তার নাম কুবলাই। কখনো শুনেছ?'

নামটা নোটবুকে লিখে রাখল অরওয়েল। 'খোঁজ নিয়ে দেখব।' কামরার চারদিকে তাকাল। 'আর কোনো নাম?'

মাথা ঝাঁকাল লিলি। 'ক্রুগস।'

'এটা আপনি কোথায় শুনলেন, মিস পারকার?'

'আমি শুনিনি। হামলার সময় আমাদের লোক শুনেছে, এই নাম ধরে কাউকে ডাকাডাকি করছিল ওরা। তারাই আজাদকে জানিয়েছে।'

BanglaBook.org

'এটার কোনো তাৎপর্য আছে নাকি?' জানতে চাইল আজাদ।

সশব্দে নোটবুক বন্ধ করল অরওয়েল। 'আছে বইকি। জন ক্রুগস বর্ন কিলার। বুটামের সঙ্গে একদম শুরু থেকে আছে। তার নাম ক্রুগস নয়, তবে মাল্টিজি পাসপোর্টে এই নামটাই আছে। এই ব্যাটা পাসপোর্ট নকল করতে ওস্তাদ। সে স্প্যানিশ, আসল নাম কাস্তিয়ে ওলান্দো।'

'আমি চিনি,' দ্রুত বললেন দে পাস্কাল। 'ছেলেধরা। ধরে আর বিক্রি করে। বাচ্চাদের খুনও করে। এই লোক অকারণে খুন করে মজা পায়।'

সোফা ছেড়ে আড়মোড়া ভাঙল আজাদ। 'দেখা হলো, গল্প হলো, এবার থামতে হয়, মারটিন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো।' কামরার চারদিকে চোখ বোলাল। 'কী? তোমরা এখনো এখানে? যাও, বাইরে বেরোও, মন্দ লোকদের ধাওয়া করো!'

'আ কমেডিয়ান ইউ আর নট,' বলল অরওয়েল। 'শোনো, আজাদ—মিস পারকার, আপনাকেও বলছি—আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। চারদিকে কানাগলি। আমরা সেইন্ট ব্রেনড্যানে যেতে চাই, ওখানে চিরুনি অভিযান চালানো দরকার। যেকোনো জিনিস মূল্যবান প্রমাণিত হতে পারে।'

'এখানে বকবক না করে ওখানে যাচ্ছ না কেন?' আজাদ বিরক্ত।

'আমি মিস ক্যাটলিনার সঙ্গেও কথা বলতে চাই। ওই ম্যাপ নিয়ে, ওই...'

'ম্যাপটা অসম্পূর্ণ।'

সবার মাথা লিলির দিকে ঘুরে গেল। তার কথা একটা ঘুষির মতো লেগেছে সবাইকে। 'ঠিক কী বোঝাতে চাইছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'ঠিক যা বলেছি, খোকামণি। ম্যাপটা অসম্পূর্ণ। এটা ইচ্ছাকৃত। ওই ম্যাপ বুটামকে বা আর কাউকে গুপ্তধনের কাছে নিয়ে যেতে পারে, আবার না-ও নিয়ে যেতে পারে। শুনে যতটা সহজ মনে হয়, আসলে তত সহজ নয় ব্যাপারটা।'

'আপনি দেখা যাচ্ছে অনেক কিছু জানেন, মিস পারকার,' বলল অরওয়েল। 'দয়া করে বলবেন, এই তথ্যটা আপনি কোত্থেকে পেলেন?'

'আমি আর ক্যাটলিনা আপন বোনের মতো একসঙ্গে বড় হয়েছি। প্লেনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য বহু বছর ধরে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে ওকে, ওর মা-বাবা চলে গেলে ও যাতে দায়িত্ব নিতে পারে। ট্রেনিং নেওয়ার সময়ও ওর পাশে থাকা হয়েছে আমার।'

'শুনতে যা-ই মনে হোক,' বলল অরওয়েল, 'এই মুহূর্তে আমি সোনা নিয়ে নয়, শুধু ম্যাপটা নিয়ে কথা বলতে চাইছি। মিস পারকার, সেইন্ট ব্রেনড্যান ফ্যামিলির কাছে ওটা এল কীভাবে?'

BanglaBook.org

লিলি ইতস্তত করছে, 'আমি বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না।'

'তবু বলুন, প্লিজ।'

'পঞ্চাশ কিংবা সম্ভবত ষাট বছর আগে নিরাপদে রাখার জন্য গ্লেনে নিয়ে আসা হয় ওটাকে,' বলল লিলি।

'এ আমি বুঝতে অক্ষম,' বলল অরওয়েল। 'ব্যাংকের এত ভল্ট থাকতে নিরাপদে রাখার জন্য গ্লেনে কেন আনা হবে?'

'আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে যাচ্ছি না,' বলল লিলি। 'আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছেন, আমি তার জবাব দিয়েছি। গ্লেনকে বেছে নেওয়ার কারণটা আমার কাছে মোটেও দুর্বোধ্য নয়। আর ব্যাংক ভল্ট সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই।'

'আপনি আমাকে বলবেন, কী কারণে গ্লেনকে পছন্দ করা হলো?'

'বললাম না, আমার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না।'

'তবু।'

'বেশ। গ্লেনে পৌঁছানো সব সময় সম্ভব নয়। আর আপনি যদি পৌঁছাতে না পারেন, ওখান থেকে কিছু নিয়ে যেতেও পারছেন না।'

'বুটাম আর তার লোকজন তো ভালোভাবেই পৌঁছাল।'

'জানি। সেইন্ট ব্রেনড্যানকে সতর্ক করা হয়নি যে ওরা আসছে। আজাদ যেমন বলেছে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।'

'আপনি বললেন ম্যাপটা অসম্পূর্ণ। ঠিক কী বোঝাতে চান?'

'ওই ম্যাপে কোথাও কোনো নাম নেই। শুধু অঞ্চল আঁকা আছে। ম্যাপের সাহায্য নেওয়ার আগে জানতে হবে সোনাটা কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এত দিন পর সেটা কোথায় থাকার কথা ইত্যাদি।'

'আপনি বলুন, সেই জায়গাটা কোথায় হতে পারে।'

'আমার কোনো ধারণা নেই,' বলল লিলি।

'কার থাকতে পারে?'

'সাদাত সেইন্ট ব্রেনড্যান, ক্যাটলিনার বাবা। আমার বিশ্বাস ক্যাটলিনাও হয়তো জানে।'

'ধন্যবাদ, মিস পারকার। কিন্তু বুটাম যখন ম্যাপ দেখে এলাকাটা চিনতে পারবে না, তখন কী হবে? তখন আবার সে গ্লেনে যাবে না? এবার ওরা আরও ভয়ংকর...'

'সে ভয় নেই,' বলল লিলি। 'ওরা আর গ্লেনে যেতে পারবে না। ওই ঘটনার পর তা আর সম্ভব নয়। আর কখনোই ওখানে ওরা ঢুকতে পারবে না।'

BanglaBook.org

'জানতে পারি, কেন?'

'লিলি, তোমার কথা মারটিন বিশ্বাস করবে না,' বলল আজাদ।

'কেন বিশ্বাস করবে না?' আজাদকে প্রশ্ন করল অরওয়েল।

হাসল আজাদ। 'ম্যাজিক,' বলল ও।

'এটা কৌতুক করার সময় নয়, আজাদ।'

'আমি সিরিয়াস।'

প্রসঙ্গটা আর তুলল না অরওয়েল। 'গ্লেনে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে। আশা করি, আপনারা আমাকে নিয়ে যাবেন।'

'ঠিক আছে, আমি নিয়ে যাব,' বলল লিলি। 'কিন্তু ক্যাটলিনা না চাইলে আমি কোনো সাহায্য করতে পারব না। আরেকটা কথা। বুটাম ফিরে আসবে, এরকম কোনো ভয় ক্যাটলিনার নেই। সে বুটামকে খুঁজতে বেরোচ্ছে। তার মাকে খুন করার প্রতিশোধ নিতে।'

'প্রতিশোধ নিতে...কীভাবে?'

'বুটামকে তলোয়ারের আঘাতে মরতে হবে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল অরওয়েল। 'আমরা কি কোনো ধরনের টাইম মেশিনে রয়েছি? যেন মনে হচ্ছে বর্তমান আর প্রাচীনকালের মাঝখানে ছোটাছুটি করছি আমরা।'

লিলি হাসল, কিন্তু কিছু বলল না।

রাস্তার মধ্যিখানে ওই সেই একই অশুভ গাছটাকে তৃতীয়বারের মতো পথ আগলে থাকতে দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল আজাদ। ওর হাসি গাছটাকে লক্ষ করে নয়, তিন সঙ্গী আর লিলি মরিয়ামের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে, যাদের সঙ্গে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অত্যন্ত শক্তিশালী একটা গাড়িতে বসে আছে ও।

গাছটাকে দ্বিতীয়বার পাশ কাটানোর সময় ব্রেক কষে গাড়ি থামাল অরওয়েল, কাঁকর ছড়ানো পথে ভারী গাড়ি কিছুটা হড়কাল। গাড়ি থেকে নেমে গেল সে, দাঁড়াল নিচু একটা ডালের পাশে, কপালের পাশের একটা শিরা থেকে থেকে লাফাচ্ছে, ছোট ছুরির এক টানে ওই ডালে গভীর লম্বা দাগ কাটল।

BanglaBook.org

একটাও কথা না বলে গাড়িতে ফিরে এল সে, গিয়ার দিল, পেছনের চাকা উন্মত্ত বেগে ঘুরছে, জায়গা না বদলে পেছনটা পাক খাচ্ছে। দীর্ঘ বাঁক ঘুরল সে, তার পরই বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। উথলে ওঠার ভাব নিয়ে নিচু পাহাড় থেকে ঘন কুয়াশা নেমে আসছে। প্রায় চোখের পলকে তাতে ঢাকা পড়ে গেল সামনের রাস্তা। গতি না কমিয়ে কোনো উপায় দেখল না অরওয়েল। একসময় এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোতে হলো, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করছে।

'এ অসম্ভব,' বলল সে। 'এই পথ ধরে বিশ বছর গাড়ি চালাচ্ছি! জীবনেও বাষ্প বা কুয়াশাকে এভাবে আসা-যাওয়া করতে দেখিনি। এরকম গরম আবহাওয়ায় কুয়াশা আসবে কীভাবে! কিন্তু যে পথেই যাই, বাষ্পের মেঘ পথ আটকে দিচ্ছে। আর একবার বাধা পেলে বুঝতে পারছি না কোথায় আছি বা কোথায় ছিলাম...'

'আমি তোমাকে বলেছিলাম,' বলল আজাদ, ঠোঁট থেকে হাসি লুকিয়ে রাখতে ব্যর্থ।

'তুমি আমাকে কী বলেছিলে?'

'বলেছিলাম এরকম কিছু ঘটবে।'

'জানি। জানি। কিন্তু কেন? এবং কীভাবে? এটা তো বোধগম্য নয়...'

বন্ধুর কাঁধ চাপড়াল আজাদ। 'জানি, বোধগম্য নয়। সে জন্যই তো বলেছিলাম—ম্যাজিক।'

'তুমি অবশ্যই সিরিয়াস নও, আজাদ...'

'না, আমি সিরিয়াস।'

'আজাদ, তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র! আর এখন তুমি বলছ এটা ম্যাজিক!'

'বলছি।'

'এটা উদ্ভট!'

'উদ্ভট ওই কুয়াশাও।'

'বেশ, হ্যাঁ, অবশ্যই তা ঠিক। আমি সেটা জানি, কিন্তু...'

'কাজেই তুমি একটা উদ্ভট কুয়াশার ভেতর আছ।'

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ধীরগতিতে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরছে ওরা, রাস্তার ওপর চলে আসা ঝোপের গায়ে ঘষা খাচ্ছে ফেন্ডার। অরওয়েল এত জোরে ব্রেক কষল, সবাই সামনের দিকে ঝাঁকি খেল।

'ও আমার যিশু,' শব্দগুলো থেমে থেমে উচ্চারণ করল অরওয়েল। তার সরাসরি সামনে সেই অশুভ গাছের নিচু ডাল, যে ডালে পকেট নাইফ দিয়ে লম্বা আঁচড় কেটেছিল সে। 'আজাদ, যতটা পারি শান্ত থাকার চেষ্টা করছি

BanglaBook.org

আমি। শোনো, আমাদের রুটের দিক ঠিক রাখতে ভুল করিনি আমি। এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আবার সেই একই জায়গায় তৃতীয়বারের মতো ফিরে আসা।'

'আমি একমত,' বলল আজাদ।

নিজের চারদিকে চোখ বোলালেন দে পাস্কাল। 'পাহাড়ের প্রবীণ মানুষজন এরকম রহস্যময় কুয়াশার কথা বলেন। জিনিসটা স্বাভাবিক নয়।' শিউরে উঠল তাঁর বিশাল শরীর। 'বলা হয়, উঁচু পাহাড়ে থাকা আত্মারা, যেখানে পাহাড়ি ছাগলও উঠতে পারে না, ইচ্ছে করলেই এরকম কুয়াশা তৈরি করতে পারে।'

তাঁর দিকে কটমট করে তাকাল অরওয়েল। 'এটা ইতালির পাহাড়ি এলাকা নয়, আর আপনাদের ছাগল নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথাও নেই!'

গাড়ি থেকে নামলেন ডাফ লিয়াম। শব্দ করে বাতাস শুঁকলেন। বৃত্তাকারে ঘোরার সময় তাঁর চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম করল।

'মিস্টার লিয়াম!' ডাকল আজাদ। 'মাদুলিটা কাজে লাগে কি না দেখুন। শার্টের ভেতর যেটা আপনি পরে আছেন।'

বাকি সবাই আজাদের দিকে তাকাল।

'ওটা একটা তাবিজ বা কবচ,' বলল আজাদ। 'আমার কাছে গল্প করছিলেন, খুব নাকি কাজের জিনিস।'

'কী জিনিস?' জিজ্ঞেস করল অরওয়েল।

'আমেরিকান পিট ভাইপার, ফের-ডে-লান্স, সাংঘাতিক বিষাক্ত। এর বিষ এমনভাবে কাজ করে, যাকে কামড়ায় তার মনে হবে দুই চোখের মাঝখানে চুয়াল্লিশটা বুলেট ঢুকছে।' হেসে উঠল আজাদ। 'আরে, সাপটা জ্যান্ত নয়। মারা গেছে বহু বছর আগে। মিস্টার লিয়াম ওটার মমি করা শুকনো দেহটাকে নিজের গেঞ্জির সঙ্গে সেলাই করে রেখেছেন, পবিত্র পানিতে ধোয়া সুতো দিয়ে। অচেনা বা অদ্ভুত এনার্জির উপস্থিতি ঘটলে ওটা কাঁপে।'

আজাদের চোখে চোখ রেখে ধীরে ধীরে লিয়াম বললেন, 'আমি এখানে উইচক্রাফটের প্রমাণ পাচ্ছি।' তাঁর গলার আওয়াজ দৃঢ়, সুরে প্রবল আত্মবিশ্বাস। 'এটা উইচক্রাফটের শক্তি প্রদর্শন, মিস্টার আজাদ! চ্যালেঞ্জিং!'

লিয়ামকে বিস্মিত করে দিয়ে মাথা ঝাঁকাল আজাদ। 'আপনি ঠিকই বলছেন,' বলল ও। 'মারটিনকে আমি সাবধান করতে চেয়েছি। লিলিও কম চেষ্টা করেনি। এখন নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝুক।'

'মিস পারকার, এর জন্য কে দায়ী?' লিলিকে জিজ্ঞেস করল অরওয়েল।

BanglaBook.org

'কাউকে দায়ী করতে হলে,' নরম সুরে বলল লিলি, 'কিছু একটা ঘটতে হবে। সেটা কী, মিস্টার মারটিন?'

'আমাদের নিয়ে মিউজিক্যাল চেয়ার খেলা হচ্ছে! এটাকে আপনি কিছু একটা ঘটছে বলবেন না?'

'কিন্তু আপনি বললেন এটা অসম্ভব।'

'আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি! যা ঘটছে তা আমার বোধবুদ্ধির বাইরে, কিন্তু এটা অস্বীকার করতে পারছি না যে এবার নিয়ে তিনবার ওই অভিশপ্ত গাছ আমার নাকবরাবর সামনে চলে এসেছে।'

'আজাদ আপনাকে বলেছিল। বলেছিলাম আমিও। এটা জঙ্গলে যারা বাস করে তাদের ম্যাজিক।'

অরওয়েলের ঠোঁট এত জোরে চেপে আছে যে প্রায় সাদা দেখাচ্ছে। 'আপনি কি ক্যাটলিনা সম্পর্কে বলছেন?'

'হতে পারে।'

'কীভাবে...' গোটা বনভূমি বোঝানোর জন্য হাত দোলাল অরওয়েল। 'এটা কীভাবে করতে পারেন তিনি?'

'বাতাসের সঙ্গে কথা বলে। গাছ, ঝরনা, পাহাড়, নদী, রোদ, ভ্রমর—সবার এবং সবকিছুর সঙ্গে আলাপ করে। ওরা এবং ওগুলো তার কথা শোনে।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' হড়বড় করে বাধা দিলেন দে পাস্কাল। 'মিস্টার আজাদ, সাপের মমি সম্পর্কে আপনি জানলেন কীভাবে? ঠিক কী করার ক্ষমতা আছে ওটার?'

'ধেৎ, চুপ করুন তো!' ধমক দিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিল অরওয়েল। 'আজাদ, সিরিয়াসলি, প্লিজ?'

মাথা ঝাঁকাল আজাদ।

'আমরা আলাদা আলাদা রাস্তায় গাড়ি চালানো সত্ত্বেও বারবার একই জায়গায় ফিরে আসছি কীভাবে?' ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল অরওয়েল।

'এটা এত সহজে ব্যাখ্যা করার ব্যাপার না।'

'চেষ্টা করো, প্লিজ।'

'টপলজিক্যাল ম্যাপ সম্পর্কে তোমার জানা আছে, মারটিন?'

'কিছুটা, হ্যাঁ।'

লিলি, দে পাস্কাল আর ডাফ লিয়াম সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেলেন, প্রতিটি শব্দ যেন গোগ্রাসে গিলছেন।

BanglaBook.org

'ওকে। বাস্তবতা সম্পর্কে সযত্নে লালিত কিছু নিয়ম তোমাকে এক পাশে সরিয়ে রাখতে হবে,' সাবধান করে দিল আজাদ।

'সেটা আমার বেলায় আগেই ঘটে গেছে,' বলল অরওয়েল, চেহারায় রাজ্যের তিক্ততা।

'বেশ, তাহলে, কল্পনা করো তুমি সময়কে মোচড়াতে পারো...'

'কী পারি? মোচড়াতে? সময়কে?'

'সময় আর বিস্তৃতি। আমি ফিজিসিস্ট নই। তবে পণ্ডিতেরা যেমন বলছেন, সময় আর বিস্তৃতি একই জিনিস, কিংবা ওগুলো কাজ করে একই পদ্ধতিতে। এটা আমার মগজের বাইরেই থাকুক, তবে জোর দিয়ে বলা তাঁদের একটা কথা হলো—তুমি শুধু থ্রি ডাইমেনশনে জীবিত অস্তিত্বকে খুঁজে পাবে না—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর গভীরতায়।'

'বেশ। তাহলে কোথায় পাব?'

'তোমাকে যোগ করতে হবে ফোর্থ ডাইমেনশন, তবেই পাবে। শুনে জটিল মনে হলেও আসলে তা নয়। এটা সময়। আমরা সারাক্ষণ সামনে এগোচ্ছি, অতীত থেকে বর্তমান হয়ে সামনের ভবিষ্যতে। এটাকে এর চেয়ে সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না।'

'একমত।' মাথা ঝাঁকাল অরওয়েল।

'কিন্তু তুমি সামনে এগোতে পারবে না, যদি না তোমার যাওয়ার কোনো জায়গা থাকে...'

'দ্য থ্রি ডাইমেনশন,' বলল অরওয়েল।

'ঠিক। কাজেই সায়েন্টিফিক শব্দ আর ভাবপ্রকাশের জটিল রীতি ভুলে যাও। এক দিনের পর আরেক দিন—এভাবে চিন্তা করো। আমরা সব সময় তিনটে ডাইমেনশনে নড়াচড়া করছি। আমরা বাঁয়ে যাই, ডানে যাই, সামনে যাই, পেছনে যাই। আমরা ঢুকি, বেরোই, ঠিক যেভাবে একটা দালানে ঢুকি আর সেটা থেকে বেরোই। তারপর ধরো টু ডাইমেনশনাল জগৎ...

'ফ্ল্যাটল্যান্ড,' ফস করে বলল লিলি।

হেসে ফেলল আজাদ। 'চমৎকার বর্ণনা। ফ্ল্যাটল্যান্ড মানে তুমি সমতল জায়গায় বাস করবে। তুমি কখনো ওপরে উঠবে না। ওপরটা হবে থার্ড ডাইমেনশন, আমাদের পৃথিবীর মতো। কিন্তু যেহেতু তুমি একই সময়ে দুই জায়গায় থাকতে পারো না, তোমাকে অবশ্যই এগোতে হবে, ধরো, ঘড়ির দশটা থেকে এগারোটার দিকে। ওটা ফোর্থ ডাইমেনশন। এবার, তুমি পিছু হটে এমন সব জায়গায় যেতে পারো, যেখানে আগে তুমি গেছ, কিন্তু তুমি তখনকার সময়ে

BanglaBook.org

ওখানে আর ফিরতে পারবে না। আমার সঙ্গে এখনো আছ তুমি?'

'একটা বোকা বোকা লাগছে বটে নিজেকে, তবে আছি আমি তোমার সঙ্গে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল অরওয়েল।

'ওকে। এবার এই রাস্তা প্রসঙ্গ। এটাকে এক প্রস্থ কাগজ বলে মনে করো। কিংবা কার্পেট। তবে কাগজ হলে ভালো হয়, কারণ ওটা হাতে ধরে রাখতে পারবে তুমি। আমার সঙ্গে ভালো করে সেঁটে থাকো, কারণ আমরা এটা এমনকি করেও দেখাতে পারি।'

'আছি আমি। বলে যাও।'

'এক ফালি কাগজের কটা দিক থাকে, মারটিন? কিনারার কথা ভুলে যাও। আমি জানতে চাইছি ওটার দিক কটা।'

'এটা তো পানি। দুটো, অবশ্যই। ওপর আর নিচ।'

'ঠিক আছে। এখন তুমি যদি ওটার দুই প্রান্ত জোড়া লাগাও, তাহলে কী পাবে?'

'একটা লুপ,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল অরওয়েল।

'কটা দিক নিয়ে?'

'আগের মতোই। শুধু এখন তুমি ওগুলোকে আর ওপর বা নিচ বলতে পারবে না। তোমাকে বলতে হবে লুপের ভেতর আর বাইর।'

'এখন যদি ভেতরে পেনসিল দিয়ে একটা রেখা আঁকো, পুরো কাগজে, যতক্ষণ পেনসিল তুমি যেখান থেকে শুরু করেছ সেখানে না পৌঁছায়, কী পাবে তুমি?'

'জানা কথা কী পাব,' জবাব দিল অরওয়েল। 'পেনসিলের তৈরি একটা রেখা পাবে তুমি বৃত্তের ভেতর। কাগজের ফালিটা এখন একটা বৃত্ত।'

'কিন্তু বাইরে তুমি কোনো রেখা পাচ্ছ না?'

'অবশ্যই না! যতক্ষণ কাগজের গায়ে পেনসিল ঠেকিয়ে রাখছ, অর্থাৎ যতক্ষণ তুমি বৃত্তের ভেতর রাখছ ওটাকে, ততক্ষণ না।'

'কাজেই প্রমাণিত হলো যে কাগজের ফালির দিক হলো দুটো, ঠিক?'

'আজাদ, তোমার মতলবটা কী বলো তো? খুব ভালো করেই জানো ওটার দুটো দিক।'

'ঠিক আছে, মারটিন। এবার ধরা যাক আমাদের কাছে কাগজের আরেকটা ফালি আছে, ওই একই দৈর্ঘ্যের। এবার কাগজের দুই প্রান্ত আঠা বা টেপ দিয়ে এক করার আগে, ফালিটাকে আমরা আধপাক ঘোরাব বা মোচড়াব। তারপর জোড়া লাগাব। আমি কী বলছি বুঝতে পারছ তো?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। থামো। গাড়িতে আমার বড়সড় নোটবুক আছে।' সেটা থেকে এক প্রস্থ কাগজ কেটে নিল অরওয়েল—বারো ইঞ্চি লম্বা একটা ফালি। 'ঠিক আছে, আজাদ। এখন আমি ফালিটাকে আধপাক ঘোরাব, এই তো?'

'হ্যাঁ। সঙ্গে টেপ আছে, জোড়া লাগানোর জন্য?'

'না, অ্যাডহেসিভ আছে।'

'কাজে লাগাও।'

কাগজের ফালিটা উঁচু করে ধরল অলওয়েল, তারপর সেটাকে আধপাক মোচড়াল। 'এরপর কী?'

'কাগজের ফালিটা তোমার নোটবুকে রাখো। ফালির ভেতরে একটা পেনসিল ঠেকাও। সোজা একটা রেখা আঁকতে শুরু করো, কাগজের সবটুকুতে আঁকো, ভেতর বরাবর, যতক্ষণ না তোমার পেনসিলে তৈরি লাইন দুটো এক হয়।'

সবাই ওরা নির্দেশমতো কাজটা করতে দেখছে অরওয়েলকে। কাজটা শেষ করে কাগজের ফালিটা তুলল সে, মুখ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে। পেনসিলের রেখাটা ফালি করা কাগজের পুরোটা দৈর্ঘ্য ধরে এগিয়েছে, ভেতরে এবং বাইরে।

'এ সম্ভব না,' থেমে থেমে বলল অরওয়েল।

'কেন?'

'কারণ কাগজ থেকে একবারও আমি পেনসিল তুলিনি, অথচ তার পরও ফালিটার দুদিকেই রেখা দেখতে পাচ্ছি...' অরওয়েলের গলা নিস্তেজ হতে হতে ফিসফিসে হয়ে গেল।

'মারটিন, ওটার মাত্র একটা দিক আছে,' বলল আজাদ।

'সেটা স্রেফ সম্ভব নয়,' জেদের সুরে বলল অরওয়েল।

কাঁধ ঝাঁকাল আজাদ। 'তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারি না। কিন্তু তুমি একটা প্রমাণ ধরে আছ, যেটাকে আধপাক ঘুরিয়ে তুমি এমন আকৃতি দিতে পারো, যেটাকে আমরা আরেক ডাইমেনশন বলতে পারি। শোনো, মারটিন, এটাকে অত বোধবুদ্ধির বাইরে মনে করার দরকার নেই। এর নাম মাবিয়াস স্ট্রিপ। জার্মান গণিতবিদ ফার্ডিনান্ড মাবিয়াস এটা আঠারো শতকে আবিষ্কার করেছেন। ওখানকার কৃষক আর কারখানা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে নিজেদের কাজের পরিমাণ অনেক কমিয়ে এনেছিল, অর্থাৎ অর্ধেক শ্রম ব্যয় করত তারা। কারখানার একটা লম্বা বেল্টের কথা ভাবো। ধরো, সেটায় গ্রিজ মাখাতে হবে।'

BanglaBook.org

হাতের মাবিয়াস স্ট্রিপের দিকে তাকাল অরওয়েল। 'তার মানে, এটা অনুসারে, একদিকে গ্রিজ লাগালে দুদিকেই লেগে যাবে?'

'না!' আজাদ চেঁচিয়ে উঠল। 'ব্যাপারটা তুমি এখনো ধরতে পারোনি! ওটার দুদিকেই গ্রিজ লাগবে না, কারণ মোচড় দিয়ে ওটাকে অন্য এক ডাইমেনশন দেওয়া হয়েছে, এবং এখন ওটার একটাই মাত্র দিক আছে।'

'আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত,' বলল অরওয়েল।

'তার কোনো দরকার নেই,' আজাদ বলল। 'এখন তুমি বুঝতে পারছ কী কারণে রাস্তাটা থেকে তুমি সরতে পারছ না? ওটা সব সময় মোচড় খেয়ে নিজের কাছে ফিরে আসছে।'

লিলির দিকে তাকাল অরওয়েল, 'আপনি কি আমাকে এটাই বলার চেষ্টা করছিলেন?'

মাথা ঝাঁকাল লিলি। 'হ্যাঁ।'

'এই রাস্তা যদি সত্যি কোথাও না গিয়ে থাকে, আমরা তাহলে এটা থেকে বেরোব কীভাবে?'

'গাড়ি ছাড়ুন। পথ এখন পরিষ্কার।'

'কিন্তু...মানে, কীভাবে আপনি...'

'কথা বলবেন, নাকি গাড়ি ছাড়বেন?'

'ঠিক আছে, স্টার্ট দিচ্ছি...'

খানিক পর রাস্তার একটা মোড়ে পৌঁছাল ওরা। ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল অরওয়েল। 'এটার কথা আমার মনে পড়ছে না,' সাবধানে বলল সে।

'বাঁ দিকের পথটা ধরুন,' বলল লিলি। 'যেটা আগে আপনি দেখতে পাচ্ছিলেন না।'

'যে যার অস্ত্র গাড়িতে রেখে যাবেন।' পালা করে প্রত্যেকের দিকে তাকাল লিলি।

কথা না বলে শোল্ডার হোলস্টার থেকে নিজের পিস্তলটা বের করে গাড়ির সিটে রাখল আজাদ। দেখা গেল একমাত্র হাইতিয়ান ডাফ লিয়াম বাদে সবাই পিস্তল বহন করছে। দে পাস্কালের কাছে আবার একটা নয়, দুটো পিস্তল। একমাত্র লিয়ামের কাছে পিস্তল নেই, তবে তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে এক এক করে বিভিন্ন আকার ও আকৃতির ছয়টা ছুরি বেরোল। তাঁর বগলের নিচে আরও কিছু আছে সন্দেহ হওয়ায় সেখানে হাত দিতে গেল আজাদ, ব্যস্ত ভঙ্গিতে তিনি নিজেই কাপড় সরিয়ে সবাইকে দেখালেন ছুরি নয়, ওখানে একটা উল্কি আঁকা।

BanglaBook.org

'বাহ্, ভারি সুন্দর উল্কি তো,' বলল আজাদ।

মাথা ঝাঁকালেন লিয়াম। 'এরকম আগে কখনো দেখেছেন?'

'না, দেখিনি,' বলল আজাদ, গলার আওয়াজ গম্ভীর। 'তবে প্লেনে যারা হামলা করতে এসেছিল, তাদের একজনের হাতে এরকম একটা উল্কি দেখা গেছে। হুবহু আপনার মতো।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন লিয়াম। 'তাহলে তো আপনারা জেনেছেন ওই লোকগুলোকে কোত্থেকে রিক্রুট করা হয়েছিল।'

'কীভাবে? কোত্থেকে?' দ্রুত জানতে চাইল অরওয়েল।

'টন টন গ্রুপ নয়। এরা আলাদা একটা দল—হাইতিয়ান, জ্যামাইকান আর অন্য কিছু দ্বীপবাসী লোককে নিয়ে। একেকজনের একেকটা ভাষা—ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, রুশ। তারা নিজেদের নামের লিখিত কোনো রেকর্ড রাখে না। শুধু নম্বর ব্যবহার করে। আর প্রত্যেকের গায়ে ব্যারাকুডার উল্কি আছে—যে মাছ এক নিমেষে খুন করে এবং যার গতি দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করা যায় না।'

দে পাস্কাল জানতে চাইলেন, 'এটা কি রাজনৈতিক কোনো দল?'

কর্কশ সুরে হাসলেন লিয়াম। 'শুধু যখন টাকার খেলা চলে। ওরা মার্সেনারি। প্রায় সবারই পুলিশ রেকর্ড আছে। মাদক আর অস্ত্র চোরাচালান, শিশু অপহরণ, নারী কেনাবেচা, টাকার বিনিময়ে খুন। তবে আমেরিকা থেকে এত দূরে ওরা ছড়িয়েছে, এটা আমার জানা ছিল না।'

'কিন্তু হাইতিয়ান সরকারের এজেন্ট হয়েও ওই একই উল্কি ব্যবহার করছেন আপনি,' কৃত্রিম শান্ত ভাব ধরে রেখে বলল আজাদ।

মাথা ঝাঁকালেন লিয়াম। 'আমাদের অনেক সরকারি ফোর্সেই চিহ্নটা ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় এটাই আমাদের জানে বাঁচিয়ে রাখে। মনে রাখবেন নাম নেই, শুধু নম্বর। ওদের কিছু লোককে আমরা যখন সরাতে পারি, তাদের জায়গায় আমাদের এজেন্ট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এভাবেই জানার সুযোগ করে নিই আমরা, দলের ভেতরে ঢুকে।'

'দুটো জিনিস আমাকে বিরক্ত করছে। আমার ফ্ল্যাটে যারা এসেছিল তাদের একজনের নাম কুবলাই...'

কাঁধ ঝাঁকালেন লিয়াম। 'শার্ট বদল করার মতো নাম বদল করে ওরা। আরেকটা, মিস্টার আজাদ?'

'ধরা পড়ার ভয়ে আত্মহত্যা খুব কমই করা হয়, কিন্তু আমার ঘরে যারা এসেছিল, তাদের একজন ছয়তলার জানালা থেকে নিচে লাফ দিয়েছে।'

BanglaBook.org

'ধরা পড়লে মুখ খুলতে বাধ্য হতে হবে। আর মুখ খুললেই সংগঠন তাকে মেরে ফেলার আগে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালাবে মাসের পর মাস। তা ছাড়া, প্রিয়জনদের কতল করার ব্যাপারও আছে।'

'হুম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল আজাদ। 'ঠিক আছে,' বলল। 'লিলি, এবার তুমি আমাদের গ্রেট হলে নিয়ে চলো।'

ক্যাটলিনা ফারহা, সেইন্ট ব্রেনড্যান একটা গোল টেবিলের শেষ মাথায় ফেলা প্রকাণ্ড সিংহাসন থেকে রাজকীয় ভঙ্গিতে সিধে হলো, চকচকে কাঠ এমনভাবে পালিশ করা যে তাতে আগুনের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। টেবিলের চারধারে অতিথিদের জন্য বড় আকারের চেয়ার। তবে এই মুহূর্তে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, দুধে-আলতা গায়ের রং আর মাথায় রাশি রাশি কোঁকড়ানো সোনালি চুল নিয়ে সুন্দরী অপরূপার রূপ-মাধুর্য উপভোগ করছে।

'আপনাদের স্বাগত,' বলল ক্যাটলিনা, তার জলতরঙ্গ কণ্ঠস্বর উঁচু গম্বুজ আকৃতির সিলিংয়ে লেগে প্রতিধ্বনি তুলল। টেবিল থেকে বেশ অনেকটা তফাতে, দেয়াল ঘেঁষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে অনেক নারী ও পুরুষ—পরনে সামন্ত যুগের যোদ্ধার পোশাক, হাতে তির-ধনুক, বল্লম-বর্শা, ছোরা-তলোয়ার, শিরস্ত্রাণ-বর্ম। ক্যাটলিনার পেছনে আর ডান পাশে গ্লেনের একদল সশস্ত্র প্রহরী, প্রত্যেকের হাতে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। বাঁ পাশে উর্দি পরা পরিচারক—ওরা খাবার পরিবেশন করবে।

'প্লিজ,' বলল ক্যাটলিনা, 'বসুন।'

বসল সবাই। ক্যাটলিনার সবচেয়ে কাছে লিলি। এক পাশে দে পাস্কাল আর ডাফ লিয়াম। আরেক পাশে আজাদ আর অরওয়েল।

একটা হাত তুলল ক্যাটলিনা। অমনি চুপ হয়ে গেল সবাই। সেই সঙ্গে শুরু হলো খাবার পরিবেশন। বারবিকিউ করা খাসি, নদীর মাছ, জঙ্গলের বুনো মুরগি, বাগানের সম্ভাব্য সব রকম ফল, ঘরে তৈরি পুডিং, নান ইত্যাদি।

শিথিল ভঙ্গিতে সিংহাসনে বসে আছে ক্যাটলিনা, সবার চোখ তার ওপর স্থির। তার পরনের নতুন লেদার ড্রেসটা খুঁটিয়ে দেখছে আজাদ। প্রাচীন সিম্বল, ক্রস আর সার্কেল, রয়েছে গলার কাছে। মেয়ের চেহারায় সৌন্দর্য যেমন আছে, তেমনি আছে শক্তির বিচ্ছুরণ। তার সিংহাসনের ডান হাতলে শুয়ে আছে তলোয়ার ক্যালিবান।

'প্লিজ, আপনারা খাওয়াদাওয়া করুন,' বলল সে। 'আমরা আলাপ করব বাবা প্রার্থনা শেষ করে ফেরার পর।'

BanglaBook.org

চারপাশের দেয়ালের দিকে তাকাতে আজাদের মনে হলো ওরা সম্ভবত কয়েক হাজার বছর পেছনে ফিরে গেছে। শিকার করা বুনো পশুদের শুকনো মাথা সাজানো রয়েছে দেয়ালজুড়ে—ভালুক, পুরুষ হরিণ, শিয়াল, নেকড়েসহ আরও অনেক জন্তু।

আজাদের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল লাইনের পরবর্তী পশুর ওপর। নিজের অজান্তে ওর গাল হাঁ হয়ে গেছে। তারপর যখন খেয়াল হলো, বন্ধ করার জন্য রীতিমতো চেষ্টা করতে হলো ওকে। একটা ঘোড়া...না, হ্যাঁ। কিন্তু এমন একটা ঘোড়া, যার কপাল থেকে খাড়া হয়েছে বাঁকানো এবং লম্বা শিং।

'ইউনিকর্ন।' ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে বাকি চারজনও তাকাল।

আজাদের মতোই অবস্থা হলো অরওয়েলের, হাঁ হয়ে গেছে। 'মিস ব্রেনড্যান?' ডাকল সে, তার গলা কাঁপছে।

'বলুন?' ক্যাটলিনা যেন একজন শিক্ষিকা, শিশুছাত্রের সঙ্গে কথা বলছে।

'আপনি যদি দয়া করে...' ইতস্তত করছে অরওয়েল, তারপর ধীরে ধীরে হাত তুলে শিংবিশিষ্ট প্রাণীটি দেখাল। 'ওটা...ওই মাথা কি সত্যি? মানে, আসল?'

'এক শ ভাগ খাঁটি।'

'ইউনিকর্ন?'

'দেখে তো তা-ই মনে হচ্ছে, স্যার। আপনি এত অবাক হচ্ছেন কেন, মিস্টার অরওয়েল?'

তার নাম জানে ক্যাটলিনা, এটাও অরওয়েলের জন্য একটা বিস্ময়, কেননা এখানে আসার পর পরিচয়পর্ব বা কুশলাদি বিনিময় সম্পন্ন হয়নি। 'ব্যাপারটা আমাকে খুব বিস্মিত করছে, ম্যাডাম—যদি খুব কম করেও বলি,' বলল সে। 'এটা আমার জানা নেই যে ইউনিকর্ন একটা সত্যিকার প্রাণী।'

দে পাস্কাল প্রতিধ্বনি তুললেন, 'এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'শান্ত হন,' মুখ খুলল লিলি। 'তিমির যদি প্যাঁচানো দাঁত থাকতে পারে, যেটাকে নাওয়েল বলা হয়, কেন তাহলে ঘোড়ার শিং থাকতে পারবে না?'

দে পাস্কাল বললেন, 'কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ জ্যান্ত কোনো ইউনিকর্ন দেখেনি।'

'কিন্তু, স্যার, আপনি কি পশমে ঢাকা ম্যামথ দেখেছেন? একটা ডাইনোসর? অথচ ওগুলোয় আপনি বিশ্বাস করেন। করেন না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'ওই পশু,' এবার ক্যাটলিনা কথা বলছে, 'কোনো ট্রফি নয়। ওরা নিউ ফরেস্টে ঘুরে বেড়াত অজানা অতীতে। আপনি যেটাকে দেখছেন ওটা এই

BanglaBook.org

দালানে আছে চার শতাব্দীরও বেশি দিন আগে থেকে। আপনার মতো আমিও কোনো ইউনিকর্ন দেখিনি। তবে আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি, ওগুলো সত্যি একসময় ছিল।'

বাবাকে আসতে দেখে সেদিকে ঘুরে গেল ক্যাটলিনা। নিউ ফরেস্টের গোষ্ঠীপ্রধানের সম্মানার্থে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। ইশারায় ওদের বসতে বললেন তিনি, তারপর চেহারায় যন্ত্রণা নিয়ে মেয়ের পাশের চেয়ারে বসলেন। অলংকৃত পাত্রে সুবাসিত শরবত ঢালা হলো, পাত্রটি ধরিয়ে দেওয়া হলো তাঁর হাতে। এই পানীয়তে কিছু আঙুরের রসও আছে, পান করলে ঢুলুঢুলু একটা ভাব চলে আসে। ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছেন তিনি, ওদিকে অতিথিরা খাওয়াদাওয়া শুরু করল।

আধঘণ্টা পর টেবিল পরিষ্কার করা হলো, পরিবেশিত হলো ব্র্যান্ডি মেশানো কফি এবং শুরু হলো আলোচনাও।

ক্যাটলিনা জানতে চাইল, 'মিস্টার অরওয়েল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের তরফ থেকে আপনি এখানে অফিশিয়ালি এসেছেন, তাই তো?'

'জি,' বলল অরওয়েল।

'আপনাদের জন্য কী করতে পারি আমরা?'

কী কী ঘটনার কারণে এখানে ওদের আসতে হয়েছে সংক্ষেপে সেটা ব্যাখ্যা করল অরওয়েল। তারপর বলল, 'এই নাটের গুরুর যে কটাই নাম থাক, সেবাস্তি বুটাম আর তার গ্রুপকে ধরার জোর প্রচেষ্টা শুরু করা হবে।'

'ধরা যাক, তাকে বা তাদের গ্রেপ্তার করতে পারলেন। তারপর কী হবে?' জানতে চাইল ক্যাটলিনা।

'অবশ্যই তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। অপরাধ অনুসারে সাজাও পাবে তারা।'

'মামলা লড়তে সময় লাগবে বিস্তর,' বলল ক্যাটলিনা। 'ওদের টাকা আছে, নামকরা উকিলরা ওদের হয়ে লড়বেন। কিছু জেল-জরিমানা হতে পারে, তারপর ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসবে, আবার শুরু করবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'তার চেয়ে আমার পদ্ধতিটা অনেক ভালো না?' সিংহাসনের হাতল থেকে তলোয়ারটা তুলে দেখাল ক্যাটলিনা।

'বুটামকে আপনি খুন করতে চান?'

'সুবিচার সেটাই দাবি করে। আমার মা জননীর হত্যাকাণ্ড সেটাই দাবি করে।'

BanglaBook.org

'আপনি প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলছেন। তা যদি আপনি নেন, সেটা অপরাধ করা হবে।'

'শুধু আপনাদের আইনে।'

'আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া, ব্রিটিশ রীতি অনুসারে, একটা ক্রাইম।'

'সেটা যদি ব্রিটেনের মাটিতে ঘটে,' বলল ক্যাটলিনা। 'আমার এই তলোয়ারটা দেখুন। এটা ক্যালিবান, মার্লিনের আসল এবং একমাত্র তলোয়ার। আমার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করবেন না—না এখন, না কখনো। এখন আমি যা বলছি, বলছি শুধু আপনারা যাতে বোঝেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এই ফলা ব্যবহার করা নিষেধ। নিষেধ এবং ব্যবহারকারীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিংবা আত্মরক্ষার জন্য অথবা একটা সমস্যার সমাধান করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আমি এটা সেভাবেই ব্যবহার করব। এই ধাতব পদার্থে মার্লিনের আত্মা ভর করে আছে, আমি তাঁর সেই আত্মার নির্দেশ পালন এবং অনুসরণ করব।'

কী বলবে ভেবে না পেয়ে আজাদের দিকে তাকাল অরওয়েল।

'আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে।' সবাই আবার ক্যাটলিনার দিকে তাকাল। 'যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে তো তাড়াতাড়ি। জঙ্গলে একবার কুয়াশা ছড়িয়ে পড়লে, আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন না করা পর্যন্ত গ্লেনে কেউ আর ঢুকতে পারবে না।'

'ওই গুপ্তধন,' বলল অরওয়েল। 'মানে সোনা আর সোনার মুদ্রা। ম্যাপে যে গুপ্তধনের সন্ধান দেওয়া আছে, ওই ম্যাপটা আপনারা কত দিন ধরে সংরক্ষণ করছেন?'

'আমার জন্মেরও আগে থেকে। আমার বাবাকে তার বাবা দিয়েছিল, তারপর আমার হাতে এসেছে। এই ম্যাপ সম্পর্কে আর কিছু আমার জানা নেই—কার আঁকা, কে আমাদের কাছে এনেছিল। বোঝাই যায়, নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য। কিন্তু এটা একটা বোকার আইডিয়া, এখন যখন জানা গেছে একটা পাগলও জানত ওটা কোথায় আছে।'

'ওটার কপি আমি দেখেছি। আর সোনার ব্যাপারটাও জানতে চাইল অরওয়েল। 'কী পরিমাণ হতে পারে? কোনো আইডিয়া?'

'সোনা সম্পর্কে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। তবে শুনেছি বটে যে ওই সোনা লুট করা—ভারত থেকে লুট করে ইংল্যান্ডে আনা হয়েছিল। ওগুলো লুট করা অলংকার বলেই সরকারি কোষাগারে রাখতে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। অবশেষে রাখার ব্যবস্থা করা হয় মিউজিয়ামে। সেখান থেকে

BanglaBook.org

কীভাবে আমেরিকায় চলে গেল, তা আমি বলতে পারব না।'

'আমরা কি জানতে পারি, মিস, এখন আপনার কোর্স অব অ্যাকশন কী হবে?'

'গুপ্তধন নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই,' জবাব দিল ক্যাটলিনা। 'তবে ম্যাপটা সম্পর্কে আছে, কারণ আমি জানি, সোনা পাওয়ার আশায় ওটা অনুসরণ করবে বুটাম। পেছনে আমার জন্য একটা ট্রেইল রেখে যাবে সে।'

অরওয়েল বুঝতে পারল ওদের বিদায় করার জন্য অস্থির হয়ে উঠছে ক্যাটলিনা। লিলির দিকে ফিরল ও, 'আপনি কি ওর সঙ্গে যাবেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল লিলি, পরিষ্কার এড়িয়ে গেল।

'আজাদ, তুমি?'

'ওর ব্যাপারটা আলাদা,' আজাদ কিছু বলার আগে ক্যাটলিনা শুরু করল। 'পুরোনো পদ্ধতির প্রতি, আমাদের বিধান আর রীতির প্রতি আস্থা আছে ওর। সম্মান করে। ও কী করবে সেটা সময় এলে নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে।'

অরওয়েল কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল ক্যাটলিনা। 'আপনাদের যাওয়ার সময় হয়েছে। টাইম ফগের ভেতর দিয়ে লিলি আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আপনাদের উদ্বেগের জন্য ধন্যবাদ। আর ফিরে আসার চেষ্টা করবেন না—সময় না হলে সেটা সম্ভব নয়—সময়টা আমরা নির্ধারণ করব।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল অরওয়েল।

বিদায় নিল ওরা। ওদের পেছনে আলো বেঁকে গেল, ঢাল বেয়ে ধেয়ে এল কুয়াশা এবং সেইন্ট ব্রেনড্যান গ্লেন বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রবীণ কিউরেটর স্যার রবার্ট মার্ভেল হুইলচেয়ারটা বন করে আধপাক ঘুরিয়ে অরওয়েলের উদ্দেশে প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন। 'ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ? কেন, ওর লেখা বই বেস্টসেলার হয়নি? মিউজিয়াম-সংশ্লিষ্ট এমন কোনো ব্যক্তি আছেন, যিনি ওর বই পড়েননি বা ওর ফটো দেখেননি? মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প শোনানো হচ্ছে, না?'

BanglaBook.org

'আমারই ভুল,' বলে বোকার মতো হাসল অরওয়েল। ও কিছু মনে করছে না, কারণ জানে স্যার মার্ভেল ওকে আপন সন্তানের মতোই স্নেহ করেন। 'তাহলে, স্যার, সরাসরি কাজের কথাই পাড়ি। আমরা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।'

'তোমার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়...'

'সোনা, স্যার।'

সাদা ঝোপের মতো ভ্রু একচুল উঁচু হলো। 'ধরে নিচ্ছি অতীব মূল্যবান বিশেষ একটি ধাতব পদার্থের কথা বলছ তুমি?'

'জি, স্যার।'

'জানতে পারি, কোন ফর্মে?'

'পরিমাণ জানা নেই, তবে বিশ্বাস করা হয় হাজার মণ। ফর্ম...শুরুতে অলংকার ছিল। ওরিয়েন্টাল...ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের। আড়াই শ বছরের পুরোনো সব গয়না। ওই সময়ই দাম ছিল কয়েক শ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড। এখন কয়েক হাজার মিলিয়ন হওয়াও বিচিত্র নয়।'

'তুমি দেখছি ভালো বক্তৃতা দিতেও শিখে ফেলেছ!' বিদ্রূপের সুরে বললেন প্রফেসর মার্ভেল। 'শুনে হিস্টরিক্যাল ফিকশন বলে মনে হচ্ছে।'

'ভুল, স্যার। বিশ্বাস করুন, একটা ম্যাপও পাওয়া গেছে। কিন্তু ম্যাপে কিছু লেখা নেই, শুধু জিওগ্রাফিক বিবরণ আছে—দেশ বা এলাকার হাতে আঁকা ছবি। ওটা দেখে আবিষ্কার করতে হবে জায়গাটা কোথায়, যেখানে ওই গুপ্তধন পাওয়া যেতে পারে এবং উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে।'

'তোমার কথা আমি একবিন্দু বিশ্বাস করি না।' লাইব্রেরির সারি সারি বুককেস ঘেঁষে তাঁর হুইলচেয়ারের চাকা দ্রুত গড়াচ্ছে, সঙ্গে থাকার জন্য ওটার পাশে ছুটছে অরওয়েল। বাকি সবাই অবশ্য চেয়ারে বসে ওদের সার্কাস দেখছে। 'ম্যাপ? তুমি বলতে চাইছ কপি? লেদার অ্যান্ড পার্চমেন্ট, ইনডিড! এরপর বলবে পালক, বাদুড়ের বিষ্ঠা আর ডাইনোসরের গা থেকে খসে পড়া আঁশের গন্ধ। ম্যাপ, কিন্তু জায়গার নাম ছাড়া। এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে?'

স্যার মার্ভেলের প্রতি রাগ হচ্ছে লিলির। ভদ্রলোক কারও কথা মন দিয়ে শুনতেই চাইছেন না।

'স্যার মার্ভেল, আমি একটা কথা বলতে পারি?' হুইলচেয়ার আবার ফিরে আসছে দেখে জিজ্ঞেস করলেন দে পাস্কাল।

'আমি তো শুনতে পেলাম আপনি অলরেডি বলে ফেলেছেন,' ঠান্ডা সুরে বললেন কিউরেটর।

BanglaBook.org

ইতালিয়ান এজেন্ট দমলেন না। 'স্যার, আমি এখানে হিজ হোলিনেসের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি। কথা বলছি ভ্যাটিকানের পক্ষে।'

'আমাকে ভ্যাটিকানের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই,' বিরল হাসি দেখা গেল স্যার মার্ভেলের মুখে। 'আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নই।'

'বুটামও তো ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়। তাই বলে কি...'

'কী বললেন?' প্রায় হুংকার ছাড়লেন স্যার মার্ভেল। 'কার নাম ওটা? সেবাস্তিয়ান বুটাম নাকি? সে তো বহু বছর হলো দয়া করে মরে গিয়ে আমাদের রেহাই দিয়েছে...'

'সেবাস্তিয়ান বুটাম একজন ক্রিমিনাল, স্যার, আর তার মরে যাওয়ার খবরটা ছিল ভুয়া। প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে চেহারা বদলানোর পর এই গুপ্তধনের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে সে। শুধু ম্যাপটা সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষকে খুন করেছে লোকটা, তাদের মধ্যে শিশুও আছে।'

'অরওয়েল?' আবার গর্জে উঠলেন কিউরেটর।

'স্যার!'

'সব কথা খুলে বলো আমাকে!'

সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল অরওয়েল। সেইন্ট ব্রেনড্যান গ্লেনে হামলার ঘটনাটা বলল, কীভাবে খুন করে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ম্যাপটা। ক্যাটলিনার প্রসঙ্গও তুলল, কীভাবে প্রতিশোধ নিতে চাইছে সে।

আশ্চর্য এক ভাবাবেগে আক্রান্ত হলেন স্যার মার্ভেল। লিলির দিকে ফিরলেন তিনি। 'ক্যাটলিনার বাবা মোহসিন সাদাত একজন বেদুইন। মিসরীয় মরুপ্রধান এলাকায় নিজেদের জন্য একটা রাজ্য স্থাপন করেন তাঁর বাবা। সেই রাজ্যের সিংহাসন থেকে তাঁকে হটিয়ে দেয় একজন প্রতিদ্বন্দ্বী, তারপর তাঁকে হত্যা করা হয়, স্ত্রীকে ধর্ষণের পর জবাই করা হয় এবং মরুভূমির দুর্গম এক প্রান্তরে ফেলে দিয়ে আসা হয় তাঁর একমাত্র সন্তান মোহসিন সাদাতকে। তখন তার বয়স মাত্র পাঁচ।'

'কিন্তু, স্যার, এত সব পারিবারিক তথ্য আপনি কীভাবে জানলেন?' বিস্মিত লিলি জানতে চাইল।

'অক্সফোর্ডে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল মোহসিন সাদাত,' বললেন স্যার মার্ভেল। 'ওখান থেকে আমি রয়্যাল মেরিনে চলে যাই এবং যুদ্ধে গুরুতর আহত হই। ইংল্যান্ডের সেরা ডাক্তাররা বলে দিলেন, আমি আর হাঁটতে পারব না। শিরদাঁড়ায় বুলেট ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যি আমি হাঁটতে পারছিলাম না। তারপর মোহসিন আমাকে একদিন জোরজার করে নিউ

BanglaBook.org

ফরেস্টের গ্লেনে নিয়ে গেল। ওখানে দুই বছর ছিলাম আমি, পুরোটা সময় ওরা আমাকে দুনিয়ার সব রকম হারবালে ভরে দিয়েছে, আর বিচিত্র সব ব্যায়াম করিয়েছে। তারপর আমি যখন দাঁড়াতে শিখলাম, কিন্তু হাঁটতে গেলে হোঁচট খাই, ওরা আমাকে সেই ঐতিহাসিক তলোয়ারটা দিল...থাক, এসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থাক।'

'স্যার, একটা কথা বলব?' মৃদু গলায় বলল আজাদ।

'ইয়েস?'

'প্রসঙ্গটা ব্যক্তিগত হলেও, আমরা শুনতে চাই কীভাবে আপনি সেরে উঠলেন, কীভাবে আবার হাঁটা শিখলেন।'

কী যেন বলতে গিয়েও বললেন না স্যার মার্ভেল।

তাঁর ইতস্তত ভাব দেখে আজাদ বলল, 'ওই তলোয়ারের খাপ, তাই না, স্যার? খাপটা আপনাকে পরানো হয়েছিল?'

স্যার মার্ভেল শুধু তাকিয়ে থাকলেন, আবেগে কথা বলতে পারছেন না।

'আপনি ডানহাতি। খাপটা কোমরের বেল্টের সঙ্গে আটকানো ছিল, ঝুলত বাম দিকে। দিন কয়েক পরই দেখা গেল আপনি আপনার বাঁ পা পুরো কাজে লাগাতে পারছেন। এভাবে একসময় আপনার ডান পা-ও ভালো হয়ে গেল।'

অবাক হয়ে আজাদকে দেখছেন স্যার মার্ভেল। 'বলে যান, বলে যান,' বিড়বিড় করলেন।

'এসব আমি অনুমান করছি, স্যার,' বলল আজাদ। 'সত্যি কি না, একমাত্র আপনিই বলতে পারবেন।'

'একদম সত্যি,' ফিসফিস করলেন স্যার মার্ভেল। 'কিন্তু লোকে আমাকে পাগল-ছাগল ভাববে, এই ভয়ে প্রসঙ্গটা আমি তুলি না। খবরদার, আমার এই বিশ্বাসের কথা তোমরা আবার দশ জনকে বলে বেড়িয়ো না!'

'না, স্যার, কাউকে বলব না। কিন্তু আমাদের কৌতূহল, ভালো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আপনি হুইলচেয়ারে কেন?'

স্যার মার্ভেল হাসলেন। 'ভয়ে আমি পা দুটোকে একটু বেশি বিশ্রাম দিই, এই আর কি।'

সবাই ওরা হেসে উঠল।

তারপর আজাদ বলল, 'দুর্গম মিসরীয় মরুতে ঠিক কী ঘটেছিল, স্যার?'

'ও, হ্যাঁ, কাহিনিটা শেষ করা দরকার—একজন মিসরীয় বেদুইন কীভাবে সেইন্ট ব্রেনড্যান গ্লেনে এসে এই উইকানদের পরিবারে নিজের ঠাঁই খুঁজে পেল।'

BanglaBook.org

'জি, স্যার।'

'অ্যাথেনার বাবা ডন ব্রেনড্যানকে বলা হতো দ্বিতীয় লরেন্স অব অ্যারাবিয়া। আরবের মরু চষে বেড়ানোই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় নেশা। তো এরকম ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন উত্তপ্ত বালুর ওপর একটা সাদা কাপড়ের পোঁটলা দেখতে পেলেন তিনি। কাপড়ের ভাঁজ খুলতে বেরিয়ে পড়ল আধমরা এক শিশু, বছর পাঁচেক বয়স। চেহারা দেখে বোঝা যায় আরব, তবে গায়ের রং শ্বেতাঙ্গদের মতো, চুলও সোনালি। খোঁজ নিয়ে আসল ঘটনা জানতে পারলেন তিনি। মনে ভয় জাগল, তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে শিশুটিকে মেরে ফেলা হতে পারে। নিজের ভেতর আশ্চর্য একটা পরিবর্তন টের পেলেন তিনি। মরু চষে বেড়ানোর নেশা কেটে গেছে। অনুভব করলেন দেশে ফেরার টান। মোহসিনকে নিয়ে নিউ ফরেস্টের প্লেনে ফিরলেন। নিজের ছেলের মতো মানুষ করলেন ওকে। তারপর একদিন বিয়ে দিলেন একমাত্র সন্তান অ্যাথেনার সঙ্গে। বন্ধুপত্নী অ্যাথেনা নিহত হয়েছেন শুনে যারপরনাই আমি শোকাহত।'

'জি, স্যার মার্ভেল, শোক আমাদেরও,' বলল অরওয়েল।

'কিন্তু,' সাবধান করে দিয়ে বললেন কিউরেটর, 'তার মানে এই নয় যে তোমার রূপকথা আমি বিশ্বাস করব। সোনার গয়না আর ম্যাপ, যত সব দিবাস্বপ্ন...' হঠাৎ থামলেন, তাকিয়ে আছেন হাইতিয়ান ডাফ লিয়ামের দিকে।

না, ঠিক তাঁর দিকে নয়, তাঁর গলার কাছে পরা মমি করা সাপের ছোট্ট একটা অংশ দেখছেন তিনি। দেখামাত্র চিনতে পারলেন, কারণ এই সাপকে নিয়ে তাঁর এমন অভিজ্ঞতা আছে, যে অভিজ্ঞতার কথা কেউ কখনো ভুলতে পারে না। বয়স, রোগ আর জখম যখন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, রবার্ট মার্ভেল ছিলেন আর্কিওলজিক্যাল রহস্যভেদী একজন গোয়েন্দা। লুকিয়ে রাখা এবং গোপন যেকোনো জিনিসের প্রতি তাঁর ছিল সীমাহীন কৌতূহল। পৃথিবীতে কিছু সমাজ বা গোষ্ঠী আছে, যারা নিজেদের রীতি ও আচার-অনুষ্ঠান বাইরে প্রকাশ পেতে দেয় না। খুঁজে খুঁজে ওই সব গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করতেন তিনি, ঢুকে পড়তেন তাদের ভেতর—বিপদের তোয়াক্কা করতেন না।

এই নেশা মেটাতে গিয়েই সাংঘাতিক বিষাক্ত আমেরিকান পিট ভাইপার, ফের-ডে-লান্স দিয়ে তৈরি নেকলেস দেখতে পান তিনি। এক ডাইনি, ওঝা, এই হার পরিয়ে দিয়েছিল তাঁর গলায়। রাত শেষ হওয়ার আগে, একটা ট্রেইল ধরে জঙ্গলের ভেতর হাঁটছিলেন তিনি, অনুভব করলেন তাঁর গলার পেশিগুলো কাঁপতে শুরু করেছে। অকস্মাৎ সাপের তৈরি নেকলেস গলার চারধারে শক্ত

BanglaBook.org

হয়ে চেপে বসল, ফলে এমন একটা ফিজিক্যাল শক পেলেন যে পিছু হটতে বাধ্য হলেন। ঠিক তখনই দেখতে পেলেন, যেখানে তার পা পড়তে যাচ্ছিল ঠিক সেখানে ছোবল মারল একটা সাপ।

অদ্ভুত, এত যুগ পর ভাবছেন স্যার মার্ভেল। চুপি চুপি হাসছেন তিনি, নিজের সঙ্গে কথা বলছেন: এই খেলা একসময় আমিও খেলেছি। তোমরা সবাই মিলে ওই সোনা সম্পর্কে যতটুকু জানো, আমি একা তার চেয়ে অনেক বেশি জানি, হে।

প্রবীণ কিউরেটর ইঙ্গিতে নিজের অ্যাটেনডেন্টকে কাছে ডাকলেন। 'লেভেল ফোর,' মেয়েটিকে বললেন, গলা চড়িয়ে, সবাই যাতে শুনতে পায়। 'সাবলেভেল ফোর।' গ্রুপের সবার দিকে পালা করে তাকালেন তিনি। তাঁর নার্স তাঁকে দীর্ঘ র‍্যাম্প বেয়ে নিচে নামাচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছে সাবলেভেল ফোরে।

অনেক অনেক বছর আগে, অন্য এক সময়ে এবং অন্য এক পরিস্থিতিতে, অদ্ভুত এক দেশ আমেরিকায় এলোপাতাড়ি গোলাগুলি হচ্ছিল, হচ্ছিল পরস্পরের বাড়ি আর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আগুন লাগানোর মহোৎসব। বলা যায়, গোটা দেশ দাউদাউ করে জ্বলছিল। মানুষ মারা যাচ্ছিল কাতারে কাতারে। ওরকম একটা বিপজ্জনক সময়ে ইংল্যান্ড থেকে হাজার-বারো শ মণ সোনা গোপনে আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল। ওই সোনা প্রথমে ছিল গয়না, পরে সেগুলোকে গলিয়ে নির্দিষ্ট মাপ ও ওজনের ইট তৈরি করা হয়।

নিঃশব্দে দেখছে ওরা, হুইলচেয়ারে বসা স্যার মার্ভেল সামনের দিকে ঝুঁকে প্রকাণ্ড সেফের কম্বিনেশন লক খোলার চেষ্টা করছেন। তালার ভেতর থেকে ঘটাং করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল, তার পিছু নিয়ে এল ক্লিক ক্লিক কিছু শব্দ, ব্যস, খুলে গেল তালা। কিন্তু সেফের দরজা এত ভারী যে হুইলচেয়ারে বসে সেটা খোলা যাবে না।

ঘুরে আজাদের দিকে তাকালেন স্যার মার্ভেল। 'মিস্টার আজাদ, আপনি, প্লিজ? ইস্পাতের বাক্সটা মাঝের শেলফে আছে। বের করে আমার পেছনের টেবিলে রাখুন।' ঘুরে বাকি সবার দিকে তাকালেন। 'দয়া করে টেবিলে বসুন আপনারা। মিরান্ডা,' নার্সকে ডাকলেন, 'এই কামরার দরজা বন্ধ করে দাও।'

টেবিলে বসে ওরা সবাই দেখছে ইস্পাতের বাক্স থেকে হলদেটে হয়ে যাওয়া ডকুমেন্ট বের করছেন স্যার মার্ভেল। নিজের সামনে যত্নের সঙ্গে সাজিয়ে রাখলেন ওগুলো, একটা হাত কাগজের ওপর, তারপর পালা করে সবার দিকে তাকালেন।

BanglaBook.org

'উপস্থিত সবার প্রতি আমার অনুরোধ,' অবশেষে বললেন তিনি, 'এখন আপনারা যা জানবেন, তা যেন এই কামরার বাইরের কারও সঙ্গে আলোচনা করা না হয়। মিস্টার লিয়াম, মিস্টার পাস্কাল, আপনাদের সম্পর্কে আমি প্রায় কিছুই জানি না। তবে আমার ছাত্র মারটিন আপনাদের সম্পর্কে যা বলেছে, আমার কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে।'

তাঁরা দুজন একযোগে মাথা ঝাঁকালেন, চোখে কৃতজ্ঞতা।

বড় করে শ্বাস নিলেন স্যার মার্ভেল। 'এখন আমি তাহলে সরাসরি বিষয়টার ভেতরে ঢুকে পড়ি। লুট করা সোনা সম্পর্কে আপনারা যে গল্প শুনেছেন, সেটা সত্যি।' কাগজের ওপর মৃদু হাত চাপড়ালেন। 'এখানে যাবতীয় দলিলপত্র আছে। ভারতীয় স্বর্ণালংকার, হিন্দু দেবদেবীর স্বর্ণমূর্তি, সোনার বৌদ্ধমূর্তি, সোনার থালাবাটি, স্বর্ণ-সিংহাসন, সোনার মুকুট—সবই হাজারে হাজারে। সব গলিয়ে কী পরিমাণ পাওয়া গেল বলছি,' এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, 'পঁয়তাল্লিশ টন। হ্যাঁ, পাক্কা পঁয়তাল্লিশ টন। আর,' বলে দে পাস্কালের দিকে তাকালেন তিনি, 'যে স্বর্ণমুদ্রার ব্যাপারে ভ্যাটিকানের এত আগ্রহ, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, সমস্ত স্বর্ণালংকার, স্বর্ণমূর্তি, স্বর্ণ-সিংহাসন এবং রোমান আমলের স্বর্ণমুদ্রা লোহার বাক্সে তালা দেওয়া অবস্থায় এই চেম্বারেই সুরক্ষিত ছিল।'

সিল করা কামরায় স্যার মার্ভেলের কণ্ঠস্বর বাদে আর শুধু তাঁর শ্রোতাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, তারা পারলে তাঁর প্রতিটি শব্দ ধরে ঝুলে পড়ে।

'কিন্তু যে সোনা ভারত থেকে লুট করে আনা হয়েছিল, তা আবার চুরি হয়ে গেল,' বললেন স্যার মার্ভেল।

'স্যার!' আঁতকে উঠল অরওয়েল। 'আবার চুরি হয়ে গেল মানে?'

'বৃহত্তর অর্থে আর কি,' জবাব দিলেন প্রফেসর মার্ভেল।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি বলে মনে হচ্ছে না,' বলল অরওয়েল।

'আরও খোলাসা করে বললে বলতে হয়, ওগুলো বোম্বেটেরা নিয়ে গেল।'

'সেটা কি স্যার এখান থেকে?' জানতে চাইল অরওয়েল। 'মানে, এই কামরা থেকে, নাকি মিউজিয়ামের কোনো প্রদর্শনী থেকে? আমার তো মাথায় ঢুকছে না হাজার-বারো শ মণ সোনা কীভাবে কেউ চুরি বা ডাকাতি করতে পারে!'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন কিউরেটর। তারপর খকখক করে কাশতে শুরু করলেন। সবাইকে অপেক্ষায় থাকতে হলো, কারণ তাঁর নার্স তাঁকে কফ সিরাপ খাওয়াচ্ছে।

BanglaBook.org

নিজের ঠোঁটে রুমালের আলতো স্পর্শ নিলেন স্যার মার্ভেল, বললেন, 'মাফ করবেন। বয়স তার টোল আদায় করবেই। যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বলছি আমি।'

'প্লিজ, স্যার।'

'১৮৬৩ সাল, আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ চলছে। দক্ষিণের বন্দরগুলো ব্লক করে রেখেছে ইউনিয়ন, ফলে আটলান্টিকের ওপর দিয়ে ইংল্যান্ডে তুলা পাঠাতে পারছে না কনফেডারেসি। কাঁচামালের অভাবে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমাদের টেক্সটাইল মিল। দেশে মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসতে যাচ্ছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট জেফারসন ডেভিসের প্রতিনিধিরা আমাদের সরকারের সঙ্গে একটা চুক্তি করল। যুদ্ধে কনফেডারেসিকে সম্ভাব্য সব রকমভাবে সাহায্য করতে রাজি হলো লন্ডন। সাপ্লাইসহ অস্ত্রশস্ত্র তো দেওয়া হবেই, আর্থিক সাহায্যও করা হবে, ডেভিস ও তাঁর দল উত্তরের সঙ্গে যুদ্ধে জেতার জন্য আর যা কিছু দরকার, তা যাতে অন্য দেশ থেকে কিনতে পারে। কনফেডারেসির দরকার ছিল সোনা, কারণ তাদের কারেন্সি বিশ্ববাজারে তেমন গ্রহণযোগ্য ছিল না। ইংল্যান্ড সোনা দিতে রাজি হলো। রাজি হলো ওদের দক্ষিণ বন্দরগুলোয় যুদ্ধজাহাজ এবং পরিবহন জাহাজের একাধিক বহর পাঠাতে, যাতে খুব তাড়াতাড়ি তুলার সরবরাহ নিশ্চিত হয়।'

'কাজেই গলানো ভারতীয় সোনা আর মিউজিয়ামের সংগ্রহ করা প্রাচীন রোমান স্বর্ণমুদ্রা,' একটু থেমে দে পাস্কালের দিকে তাকালেন স্যার মার্ভেল, 'গোপনে এই চেম্বার থেকে আমাদের পশ্চিম উপকূলের একটা বন্দরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয় ওই বন্দরে, সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়, কেউ যাতে বুঝতে না পারে কী জিনিস কোথায় পাঠানো হচ্ছে।'

'স্যার, এক মিনিট,' বলল আজাদ। 'ইউনিয়ন, মিস্টার লিঙ্কনের এজেন্ট, সন্দেহ করেনি কিছু একটা ঘটছে?'

প্রফেসর হাসলেন। 'ওদের স্পাই সিস্টেম খারাপ ছিল না। কিছু একটা সন্দেহ তো অবশ্যই করেছিল...'

'দাঁড়ান! আমার একটা কথা মনে পড়ছে,' বলল অরওয়েল। 'অ্যাডমিরাল্টির রিপোর্টে এটা আছে। ডাচ পতাকা উড়িয়ে একটা জাহাজ ওই বন্দর থেকে রওনা হয়, যেখানে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু রওনা হওয়ার কিছু সময় পরই তাতে আগুন ধরে যায়। সাহায্য চেয়ে সংকেত পাঠায় ওরা। আকাশে রকেট ছোড়ে...'

BanglaBook.org

হেসে উঠলেন দে পাস্কাল। 'আর, জানা কথা, ব্রিটেন লাফ দিয়ে সাহায্য করতে এগোয়। এসব ঘটনা আমরাও কিছু কিছু জানি।'

'একটা ডাচ শিপ বিপদে পড়েছে, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কী আছে?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'আহ্, ম্যাডাম!' কোটরের ভেতর চোখের মণি ঘোরালেন দে পাস্কাল। 'পতাকা ডাচ ছিল, ঠিক আছে। কিন্তু উদ্ধারকারীরা কাছে পৌঁছে দেখতে পেল অন্য জিনিস—আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ডাচ নয়, তার বদলে দেখতে পেল আমেরিকান ক্রু। আর ধোঁয়াটা ছিল কম্বল পুড়িয়ে স্বেচ্ছায় তৈরি করা—জাহাজে আগুনও লাগেনি, কেউ আহতও হয়নি।' বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে হেলান দিলেন চেয়ারে। 'এরকম আমরাও বহুবার করেছি, স্পেন আর ফ্রান্সের সঙ্গে। এটা ধোঁকা দেওয়ার পুরোনো কৌশল।'

'কিন্তু এ ক্ষেত্রে,' অরওয়েল যোগ করল, 'আমাদের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের কাভার নষ্ট করে দেয়। আমাদের আটলান্টিক উপকূলরেখায় খালি করা একটা বন্দর থেকে বেরিয়ে এল অমন বিশাল একটা ফোর্স...,' হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

আজাদ বলল, 'তার মানে ইংল্যান্ড থেকে সোনার ওই চালান রওনা হওয়ার আগেই...'

'একটা যুদ্ধজাহাজ রওনা হলো, যুদ্ধজাহাজের বিরাট এক বহরের পাহারায়,' বললেন স্যার মার্ভেল। 'সেই বহরকে আবার ঘিরে রেখেছিল ছোট জাহাজের একাধিক বহর। আবার সেগুলোর পাহারায় ছিল বৃত্তাকারে আরও...'

'বেশ, ঠিক আছে, তাহলে ওই সোনা গেল কোথায়?' ধৈর্য হারিয়ে জানতে চাইলেন দে পাস্কাল।

'সেটা, মাই ডিয়ার ফেলো,' প্রফেসর মার্ভেল জবাব দিলেন, '১৮৬৩ সাল থেকেই একটা রহস্য হয়ে আছে।'

'আপনি বলতে চাইছেন...পঁয়তাল্লিশ টন সোনা, আধা টনের মতো মোহর, সব গায়েব হয়ে গেছে?'

'ব্যাপারটা এত সহজে ব্যাখ্যা করা যাবে না।' শ্রাগ করলেন স্যার মার্ভেল। 'তবে প্রশ্নটার উত্তর আমাদের জানা নেই।' লিলির দিকে ফিরলেন। 'ভালো কথা, এত কিছুর মূলে যে জিনিসটা, সেই ম্যাপ কি আপনি গত কদিনের মধ্যে দেখেছেন?'

'জি না। আমার এ-ও জানা নেই বুটাম কীভাবে জানল কোথায় গেলে ওটা পাওয়া যাবে,' বলল লিলি।

BanglaBook.org

'এখন গুরুত্বপূর্ণ হলো বুটামের গতিবিধি। সে যদি ম্যাপটা ডিসাইফার করতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তধন উদ্ধার করতে রওনা হয়ে যাবে।'

'যা-ই খুঁজে পাক সে,' বলল আজাদ, 'প্রচুর লোকবল দরকার হবে তার। আমরা এখানে পঁয়তাল্লিশ টন সোনার কথা বলছি।'

'ভুলবেন না, কয়েনগুলো অমূল্য,' বললেন দে পাস্কাল।

'কাজেই ইস্যু হলো বুটাম,' বলল আজাদ। 'সমস্ত তথ্য বলছে ওই সোনার অস্তিত্ব আছে, সেটা ইংল্যান্ড থেকে রওনা হয়েছিল, যাচ্ছিল আমেরিকায়, আর তারপর...' হাত দুটো মাথার ওপর তুলল, '...তারপর ফুঁ, মিলিয়ে গেল বাতাসে।'

'গায়েব হয়ে গেছে বুটামও,' বলল অরওয়েল।

'আর ক্যাটলিনা,' লিলির গলা শান্ত।

উপস্থিত সবার মাথা তার দিকে ঘুরে গেল। 'হোয়াট?' আর কিছু বলার মতো খুঁজে পেল না অরওয়েল।

'আপনি আমার বন্ধু সাদাতের শিশুকন্যার কথা বলছেন?' আকস্মিক আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন স্যার মার্ভেল।

'শিশু না। তরুণী। একজন বীরযোদ্ধা,' লিলির গলায় ক্ষীণ গোঁয়ার্তুমির ভাব।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' ফিসফিস করে বললেন কিউরেটর ভদ্রলোক। 'প্লেনের আইন বলে প্রাণের বদলে প্রাণ—বদলা। আমি ভয় পাচ্ছি সে না তার প্রাণটা অকালে খোয়ায়।'

লিলি বিড়বিড় করল, 'এই ভয়টা আপনার পাওয়া উচিত বুটামের জন্য।'

'বুটাম শয়তানকে স্পর্শ করে কার সাধ্য!'

'আপনি ক্যাটলিনাকে চেনেন না।'

আজাদ বলল, 'আমাকে তাহলে এর পেছনে লাগতে হবে। ক্যাটলিনাকে উদ্ধার করা আমার বিবেকের চাপানো একটা দায়িত্ব।'

'কিন্তু আপনি কেন এর সঙ্গে জড়াতে যাবেন, মিস্টার আজাদ? আপনি এ দেশে এসেছেন লন্ডন ভার্সিটিতে লেকচার দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে...'

'স্যার, ওর আরেকটা পরিচয় আছে। আমি বলব, সেটাই আসল,' বলল অরওয়েল। 'জাকি আজাদ এসপিওনাজ এজেন্ট। আর যার দেশের মন্দির, প্যাগোডা আর পীরের থান থেকে লুট করে আনা সোনা আমরা আমেরিকায় পাঠিয়েছি, সে তো জানার চেষ্টা করবেই এখন সেটা কোথায় আছে।'

হেসে ফেললেন স্যার মার্ভেল। 'আমিও কিন্তু কারও চেয়ে কম স্বার্থপর

BanglaBook.org

নই। ভাবছিলাম সোনাটা কেউ উদ্ধার করতে পারলে মিউজিয়ামের জন্য অন্তত একটা ভাগ আমিও চাইব। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়।'

'না, সম্ভব নয় দুটো কারণে,' বলল অরওয়েল। 'প্রথমত, আমেরিকায় সাধারণ নিয়ম হলো, আইনই বলা যায়, ফাইন্ডারস কিপারস—যেটা যে পাবে সেটা তার। দ্বিতীয়ত, লুটেরা কখনো লুট করা জিনিস নিজের বলে দাবি করতে পারে না—আইনত।'

'এ ব্যাপারে মিস্টার আজাদ কী বলেন?' জানতে চাইলেন দে পাস্কাল।

'আমি মৌনব্রত অবলম্বন করাই উত্তম মনে করছি,' বলল আজাদ। 'গাছে কাঁঠাল দেখে গোঁফে তেল দেওয়ায় আমি অভ্যস্ত নই।'

'কিন্তু আপনি এর পেছনে উঠেপড়ে লাগছেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'ভ্যাটিকান আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবে, স্যার!'

'লিলি, এবার আমাদের যেতে হয়, কারণ ক্যাটলিনা কী করছে জানা দরকার...'

'সে ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে,' বলল লিলি।

কামরার ভেতর ভারী হয়ে ঝুলে থাকল নীরবতা। শুধু টেবিলে ড্রাম বাজাচ্ছে আজাদের আঙুল। 'কোথায়?'

'বুটামের খোঁজে।'

'সেটা তো সবাই বোঝে,' বলল আজাদ। 'কখন?'

'আজাদ, আমি শুধু তোমাকে বলতে পারি বুটামকে অনুসরণ করছে সে। আমরা কেউ তাকে চিনতে পারব না। আমার বান্ধবী ছদ্মবেশ নিতে ভারি ওস্তাদ। এখন তুমিও জানো তার হাতে কত রকম ক্ষমতা আছে।'

স্যার মার্ভেলকে অরওয়েল বলল, 'স্যার, স্কটল্যান্ডের তরফ থেকে এক কোটি ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আপনি যে সাহায্য করলেন...'

'তুমি একটা মিথ্যাবাদী, মারটিন। আমি এমন কিছু বলিনি, যা তোমরা জানতে না।'

লিলি আর অরওয়েলের দিকে ফিরল আজাদ। 'তোমরা আমার সঙ্গে যাচ্ছ।' তারপর দে পাস্কালের দিকে তাকাল। 'আপনি আর মিস্টার লিয়াম নিজেদের হোটেলে ফিরে যান, পরে যাতে আমি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি।'

দুজনই মাথা ঝাঁকালেন। অরওয়েল আর লিলিকে নিয়ে চলে গেল আজাদ।

BanglaBook.org

ওরা চলে যাওয়ার পর স্যার মার্ভেলের দিকে ফিরলেন দে পাস্কাল। 'স্যার, আপনি জানেন, কোথায় গেলেন ওঁরা?'

প্রবীণ প্রফেসর হেসে উঠলেন, শব্দ শুনে মনে হলো আগুনে যেন শুকনো কাঠ পুড়ছে। 'অবশ্যই জানি।'

'কোথায়, স্যার, প্লিজ?'

নিজের উরুতে চাপড় মারলেন স্যার মার্ভেল। 'এখানে সিক্রেট এজেন্ট তো আপনি, মাই ফ্রেন্ড। সেটা নিজের চেষ্টায় জানুন।'

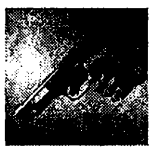

ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে লিলি আর অরওয়েলকে নিয়ে বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের শাখা অফিসে ঢুকল আজাদ। আগেই টেলিফোন করা হয়েছিল, ওরা পৌঁছে দেখল ওর কামরায় ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছেন দুজন ক্রিপ্টোগ্রাফার—একজন এই শাখাতেই কাজ করেন, অপরজন এসেছেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস থেকে।

নিজের ব্যাগ থেকে ম্যাপটা বের করে আজাদের ডেস্কের ওপর রাখল লিলি, তারপর আজাদের দিকে তাকাল।

আজাদ পালা করে তাকাল কোড ভাঙার দুই বিশেষজ্ঞের দিকে। 'দেখতেই পাচ্ছেন, ম্যাপে কোনো নাম বা কো-অর্ডিনেটস নেই। পরীক্ষা করে বলতে হবে এসব দাগের কোনটা নদী, কোনটা উপকূল বা অন্য কিছু।'

বাঙালি এক্সপার্ট বললেন, 'এটায় তো দেখছি দিক নির্ণয়ও করা নেই।'

তাঁর সঙ্গী বললেন, 'আর সব ম্যাপের মতো ওপর দিকটাকে উত্তর ধরে নিতে হবে।'

'এই দাগটাকে যদি উপকূলরেখা বলি, সেটা কিন্তু এখন আর ওই জায়গায় নেই,' ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রেখে বললেন বাঙালি।

'মানে?' লিলিকে হকচকিত দেখাল।

'মানে,' ব্যাখ্যা করছেন ইংরেজ এক্সপার্ট, 'পঞ্চাশ-ষাট বছর পর সাধারণত দেখা যায় উপকূল অন্যদিকে সরে গেছে। নদীও তার কোর্স বদলায়।'

'তা বদলাক,' বলল আজাদ। 'আমরা একটা আনুমানিক লোকেশন পেলেও

BanglaBook.org

কাজ চালিয়ে নিতে পারব। আমি যদি বলি, এটা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ উপকূল?'

'এভাবে হঠাৎ কিছু বলা যাবে না,' বললেন বাঙালি বিশেষজ্ঞ। 'দুনিয়ার সবগুলো উপকূলের সঙ্গে এটাকে মেলাতে হবে...'

হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে লিলিকে নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছে আজাদ। অরওয়েল চলে গেছে নিজের বাড়িতে। ঠিক হয়েছে এক্সপার্টরা ম্যাপের রহস্য ভেদ করতে পারলে ওদের খবর দেবেন।

ক্লান্ত লিলিকে বরাবরের মতো বেডরুম ছেড়ে দিয়েছে আজাদ, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে সে। লিভিং রুমের সোফায় শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে অনেক রাত করে ফেলল আজাদ, তারপর চেষ্টা করেও আর ঘুমাতে পারছে না। ঘুম এল আরও প্রায় এক ঘণ্টা পর, যখন চার্চে তিনটে বাজার ঘণ্টা পড়ছে।

ব্যাপারটা বাস্তবে ঘটছে, নাকি স্বপ্নের ভেতর, ঠিক বুঝতে পারছে না আজাদ। বিকট চিৎকার শুনতে পাচ্ছে, একই সঙ্গে দরজা ভেঙে ফেলার আওয়াজ। ভয় পাচ্ছে আগুন লেগেছে বাড়িতে!

'এই, দরজা খোলো!' মনে হচ্ছে পরিচিত গলা, কিন্তু ঠিক চিনতেও পারছে না। তারপর চোখ মেলল আজাদ, চিনতে পারল চিৎকারটা কার। অরওয়েল!

'এই গর্দভ, এত রাতে কী চাও?'

'কী আশ্চর্য! এটা তোমার কেমন ঘুম! আধঘণ্টা ধরে ডাকছি...'

'সঙ্গে কজন?'

'শুধু দে পাস্কাল।'

দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল আজাদ, পিস্তল ধরা হাতটা পেছনে। ওরা ভেতরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল।

'বরাবরের মতোই সতর্ক দেখতে পাচ্ছি,' বলল অরওয়েল।

'সাড়ে চারটে বাজে, মারটিন।'

'ওহ্, দারুণ। তোমার সাহায্য ছাড়া আমার কখনো সময় জানা হয় না। জানি, জানি, আজাদ। আমরা এখনো শুতে যাইনি।'

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে ওদের দেখল লিলি, তারপর চোখ রগড়াতে রগড়াতে কিচেনের দিকে এগোল। 'যাই, কফি বানাই।'

ট্রে হাতে ফিরে এসে দেখল টেবিলে বসে তার জন্য অপেক্ষা করছে ওরা তিনজন। 'মিস পারকার,' অরওয়েল বলল, 'আপনাকেও আমাদের দরকার।'

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকিয়ে খালি চেয়ারটায় বসল লিলি।

চোখ কচলাল অরওয়েল, কফির কাপে চুমুক দিল। 'আমরা বোধ হয় এখন জানি বুটাম কোন দিকে যাচ্ছে,' বলল সে। 'কথাটা আমরা টেলিফোনে বলতে চাইনি, খুব বেশি ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যায়।'

আজাদ রাগ করছে না, জানে ভালো কোনো কারণ ছাড়া এই অসময়ে আসত না অরওয়েল।

'আমরা নিশ্চিত হয়েছি, বুটাম ছোট একটা দল নিয়ে জার্মানির হামবুর্গের পথে রয়েছে। প্রতিটি ফেরি, প্রাইভেট ভেসেল, প্লেন আর ট্রেন চেক করা হচ্ছে। বুটাম একটা বিশাল ও বিলাসবহুল জাহাজের টিকিট কেটেছে বলে খবর পেয়েছি আমরা।'

'কজন?'

'আট। কাস্টমস পার হতে ওদের কোনো সমস্যা হয়নি। ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে প্রথমে ফ্রান্সে যাবে জাহাজ, তারপর বেলজিয়াম আর নেদারল্যান্ডসকে ছুঁয়ে জার্মানিতে থামবে।'

'ক্যাটলিনার কোনো খবর পেলেন?' জানতে চাইল লিলি।

মাথা নাড়ল অরওয়েল। 'কিচ্ছু না।'

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছে আজাদ। 'তুমি আরও কিছু জানো।'

মাথা ঝাঁকাল অরওয়েল। কফি শেষ করার জন্য একটু সময় নিল। 'ওরা জার্মানিতে যাচ্ছে, আজাদ, আবার একই সঙ্গে পর্তুগাল আর আফ্রিকাতেও যাচ্ছে।'

তার দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল লিলি।

'অর্থাৎ একাধিক ডাইভারশন ক্রিয়েট করছে ওরা? বুটামের চেহারা আর আকৃতির সঙ্গে মেলে এমন লোক ওসব জায়গার টিকিট কাটছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে নিশ্চিত হও কীভাবে সে জার্মানিতে যাচ্ছে?'

'মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছি ওগুলো ডাইভারশনই, শুধু জার্মানিরটা বাদে। আরেকটা কথা, ওরা কোড ব্যবহার করছে। হরফ ও সংখ্যা।'

'শোনাও।'

'সেভেন, টু, ওয়ান, ভিএইচ,' বলল অরওয়েল।

'আরেকটা ডাইভারশনের কথা বলি,' বলল দে পাস্কাল। 'লন্ডন থেকে প্লেনে করে তিনজন লোক রোমে যাচ্ছে। তারাও এই কোড ব্যবহার করছে—সেভেন, টু, ওয়ান, ভিএইচ।'

BanglaBook.org

'অভিজ্ঞতা যদি আদৌ গাইড করে,' বলল আজাদ, 'সেবাস্তিয়ান বুটাম সম্ভবত আমাদের সঙ্গে কৌতুক করছে। কিংবা ক্যাটলিনার সঙ্গে। গ্লেনের আইন জানা থাকার কথা, কাজেই সে ধরে নেবে ক্যাটলিনা তার পিছু নেবেই। ওর ওপর নজর রাখতে সুবিধে হবে ভেবে কৌশলে জানিয়ে দিচ্ছে কীভাবে কোন দিকে যাচ্ছে সে।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত,' বলল অরওয়েল। 'ক্যাটলিনা যাতে ফলো করতে পারে, সে জন্য পেছনে সূত্র রেখে যাচ্ছে। সেয়ানা প্রতিদ্বন্দ্বী পছন্দ করে বুটাম।'

'সে জন্য তাকে চরম মাশুল দিতে হবে,' বলল লিলি। 'ক্যাটলিনার তলোয়ার তাকে কচুকাটা করবে।'

'আমি চাইব আমরাই প্রথমে তার কাছে পৌঁছাব,' বলল অরওয়েল।

হঠাৎ আজাদের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। 'কোডটা...আবার দাও আমাকে,' বলল ও। এবার শোনার পর কাগজে লিখল : সেভেন, টু, ওয়ান, ভিএইচ।

কোডটা বারবার উচ্চারণ করছে আজাদ। অবশেষে রেগেমেগে বলল, 'এটা বুঝতে এত সময় লাগল কেন, বুঝতে পারছি না। বুটাম সত্যি আমাদের নিয়ে খেলছে। দেখামাত্র বুঝতে না পারায় নিজেকে আমার গর্দভ মনে হচ্ছে।'

'আমাদের অবশ্য সেটা অনেক আগে থেকেই মনে হয়,' বলল অরওয়েল। 'এখন কী হয়েছে বলো।'

'বুটাম পানির মতো সহজ একটা কোড দিয়েছে, একদম নাকের সামনে থাকায় দেখতে পাচ্ছিলাম না।' টেবিলের ওপর একটা ঘুষি মারল আজাদ। 'ওই দল নিয়ে বুটাম পশ্চিমে যাচ্ছে না, তারা যাচ্ছে পুবে।'

'তোমাকে কি আমার মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার আছে যে হামবুর্গ এখান থেকে পুবেই?' অরওয়েলের গলায় প্রচুর ঝাঁজ।

'অবশ্যই পুবে, তবে ওদিকে ওরা যায়নি—ওটা একটা কানাগলি। মনে আছে, সিভিল ওয়ারের সময় সোনার চালান নিয়ে কনভয়টা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব বন্দরগুলোর দিকে রওনা হয়েছিল?'

মাথা ঝাঁকাল অরওয়েল। 'হ্যাঁ।'

'আর প্রতিটি লক্ষণ বলছিল চালানটা ওই এলাকায় পৌঁছেছে?'

'নির্দিষ্ট করে কিছু জানা যায়নি, তবে হ্যাঁ—ওই এলাকার কোথাও,' বলল অরওয়েল। 'কিন্তু তুমি জানো গন্তব্য সম্পর্কে আমরা যে তথ্য পেয়েছি, তাতে অনেক ফুটো আছে। তা ছাড়া, আজাদ, বুটাম যদি আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ওখানে পৌঁছাতে চায়, যেখানে সোনার চালান নিয়ে কনভয়টা পৌঁছেছিল বলে তার ধারণা, তাহলে তাকে পশ্চিম দিকের কোর্সই ধরতে হবে।'

BanglaBook.org

মুচকি হাসল আজাদ। 'কখনো কখনো দ্রুততম গতিতে এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে যেতে হলে দীর্ঘ ঘুরপথই ধরতে হয়।'

'এত রাতে তুমি আমাদের সঙ্গে হেঁয়ালি করছ?'

'হেঁয়ালি নয়। কোডটা দেখো। ওটাকে উল্টো করে সাজালে কী পাও?'

'খুব সহজ। এইচভি ওয়ান, টু, সেভেন।'

'আমার কাছে এর মানে হলো,' বলল আজাদ, 'ওরা পুব দিকে, অর্থাৎ ফ্রান্সে যাচ্ছে।'

হঠাৎ গালে হাত দিল অরওয়েল, স্তম্ভিত।

হেসে উঠল আজাদ। 'এতক্ষণে তুমিও ধরতে পেরেছ।'

'গুড লর্ড, ইয়েস!'

'এ ধরনের খেলা,' লিলির কাছে অভিযোগ জানালেন দে পাস্কাল, 'সব সময় খেলছে ওরা?'

মাথা ঝাঁকাল লিলি, 'হ্যাঁ। তবে কারণ ছাড়া নয়।'

'তুমি বোঝোনি?' লিলিকে জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'না।'

'ওই কোড কোডই নয়,' দ্রুত বলল আজাদ। 'ওটা হেভেনলি ভয়েজ ওয়ান হানড্রেড টোয়েনটি সেভেন। হেভেনলি ভয়েজ হলো বিখ্যাত জাপানি প্রমোদতরির নাম। আর এক শ সাতাশ হলো যে কোম্পানি ওটার মালিক, তার ডেজিগনেশন। সবাই একটু অপেক্ষা করো।'

মোবাইল বের করে ডায়াল করল আজাদ। প্রথম নম্বরে কথা বলল ত্রিশ সেকেন্ড, দ্বিতীয় নম্বরে তিন মিনিট।

'নরম্যান্ডির শাবর্গ বন্দর থেকে পরশু দিন যাত্রা শুরু করবে আমাদের হেভেনলি ভয়েজ,' টেবিলে ফিরে এসে বলল আজাদ।

'আমাদের?' ওর দিকে বাঁকা চোখে তাকাল অরওয়েল।

'হ্যাঁ, আমাদের। কারণ ওই জাহাজে চড়ে আমরাও প্রমোদভ্রমণে বেরোচ্ছি। মহা প্রমোদভ্রমণ বলাই ভালো। প্রায় দুই হাজার টিকিট ছাড়া হয়েছে। টিকিট কেটে ইতিমধ্যেই উঠে পড়েছেন অনেক যাত্রী। যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা প্রায় সবাই ধনকুবের। প্রতিটি টিকিটের দাম দশ হাজার মার্কিন ডলার। এটা শুধু জাহাজভাড়া, বাকি সব খরচ আলাদা। আজই টিকিট বিক্রির শেষ দিন। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এটা আমেরিকায় যাবে, তবে যাবে অনেক ঘুরপথ ধরে—উত্তর মেরু ঘেঁষে। কিছু জিওগ্রাফিক সোসাইটি ফটো তুলবে, মূলত এটা তাদেরই চার্টার করা ভয়েজ। মনে আছে, আমি বলেছিলাম বুটাম

BanglaBook.org

নিজের পেছনে সূত্র রেখে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ?' দে পাস্কাল যেন আজাদের প্রতিটি শব্দ ধরে ঝুলে আছেন।

'তাহলে শুনুন,' বলল আজাদ, তথ্যটা প্রকাশ করে আনন্দ পাচ্ছে, 'প্যাসেঞ্জার লিস্টে তার নাম আছে—সেবাস্তি বুটাম।'

'দুঃসাহসিক,' মন্তব্য করল অরওয়েল।

'তোমার কাজ, অরওয়েল,' বলল আজাদ, পকেট থেকে ভিসা কার্ড বের করল, 'আমরা যারা যাচ্ছি তাদের জন্য কেবিন রিজার্ভ করা।'

লিলি ভ্রু কোঁচকাল। 'কিন্তু টিকিটের টাকা তুমি কেন...'

'এখন দিচ্ছি, পরে হিসাব মেলালে ক্ষতি কী?'

'তাহলে আগে জানা দরকার কে কে যাচ্ছে,' বলল অরওয়েল। 'আমি যাচ্ছি না, কারণ কাল রাতে দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার একটা ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার পর এম-১৫-এর সব এজেন্টের ছুটি বাতিল করা হয়েছে...'

'আমিও যাচ্ছি না,' বললেন দে পাস্কাল, 'কারণ বিদেশে ভ্রমণ করার অনুমতি পেতে কমপক্ষে তিন দিন সময় লাগে আমাদের।'

আজাদ বলল, 'তাহলে মাত্র তিনটি টিকিট লাগছে।'

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ভিসা থেকে শুরু করে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা, সবই সম্পন্ন করল ওরা। চার্টার করা প্লেনে চড়ে পরদিন পৌঁছাল ফ্রান্সের শারর্গে। একটা রাত হোটেল হিলটনে কাটিয়ে ভোরবেলা জাহাজে চড়ল। হেভেনলি ভয়েজ স্বর্গীয়ই বটে। নাবিক, টেকনিশিয়ান আর যাত্রী—সব মিলিয়ে দুই হাজার ছত্রিশ জনকে নিয়ে সকাল দশটায় শুরু হলো রাজকীয় প্রমোদভ্রমণ। রোলস রয়েস কোম্পানির আটটা ইঞ্জিন ওটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে, সব মিলিয়ে প্রায় এক লাখ হর্সপাওয়ার ক্ষমতা, ঘণ্টায় গতি তুলতে পারবে পঁচিশ নট।

তিনতলা জাহাজ, প্রতি তলায় সাড়ে সাত শ করে কেবিন, এক ডজনের বেশি রেস্তোরাঁ, বিশটা বার, তিনটে ডান্সফ্লোর, একটা কনফারেন্স সেন্টার, তিনটে জিম, ছয়টা সুইমিং পুল ইত্যাদি আরও বহু কিছু।

ওদের কেবিন দোতলায়, পাশাপাশি; মাঝখানে একটা দরজা আছে, ইচ্ছে করলে ব্যবহার করা যাবে। ব্রেকফাস্ট সারার পর নিজেদের ফ্লোরটা ঘুরেফিরে দেখতে বেরোল ওরা। যেখানেই গেল, বিশেষ করে বার, রেস্তোরাঁ আর সুইমিং পুলে, গিজগিজ করছে মানুষ।

BanglaBook.org

'এত লোকের ভিড়ে আমরা বুটামকে খুঁজে পাব কীভাবে?' ম্লান সুরে বলল লিলি।

অভয় দিয়ে হাসল আজাদ। 'আমরা আসলে ক্যাটলিনাকে খুঁজব, তাহলেই বুটামকে পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু ক্যাটলিনাকে খুঁজে পাওয়া মোটেও সহজ কিছু হবে না। তোমাকে তো বলেছি, ছদ্মবেশ নিতে ভারি দক্ষ সে।'

আজাদ হাসল। 'একটু অন্যভাবে চিন্তা করো,' বলল ও। 'আমরা যদি চিনতে না-ও পারি, অন্তত তোমাকে দেখে ক্যাটলিনা তো চিনতে পারবে, তাই না? তোমাকে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া হবে। সচেতন থাকো, সেটা যাতে দেখতে পাও।'

প্রতিদিন নতুন রেস্তোরাঁয় খেতে গেল ওরা। সবগুলো একতলায়। ডজন ডজন মানুষের ভিড়ে এমন কেউ ওদের চোখে ধরা পড়ল না, যার সঙ্গে ক্যাটলিনার সামান্যতম মিল আছে। এরপর ওদের নিজস্ব ফ্লোর দোতলায় অভিযান চালাল। ফলাফল একই। ওরা কাউকে ক্যাটলিনা বা বুটাম বলে সন্দেহ করতে পারছে না, ওদের দেখে কারও কোনো প্রতিক্রিয়াও নেই। ইতিমধ্যে চব্বিশ দিন পার হয়ে গেছে। ডেনমার্ক, বাল্টিক সাগর, ফিনল্যান্ড আর নরওয়েকে পেছনে ফেলে এসেছে ওদের জাহাজ, পাড়ি দিতে যাচ্ছে দীর্ঘ ডেনমার্ক প্রণালি। আইসল্যান্ড এখন ওদের বাঁয়ে, আর গ্রিনল্যান্ড ডানে। বিশাল আকৃতির হিমশৈল ভাসতে দেখা গেল, বরফের প্রকাণ্ড দুর্গ বললেই হয়, প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া।

কদিন থেকেই আবহাওয়া বেশি ভালো যাচ্ছে না। বাতাসে গুঞ্জন আছে খুব বড় একটা সাইক্লোন আঘাত হানতে পারে, অন্তত স্যাটেলাইট থেকে সেরকম পূর্বাভাসই দেওয়া হচ্ছে।

সেদিন দুপুরে তিনতলার একটা রেস্তোরাঁর অবজারভেশন উইন্ডোতে বসে আছে ওরা, খোলা সাগর আর আকাশ কালো করা মেঘ দেখছে। রাজকার মতো আজও লিলি মরিয়াম আর তার পরিচ্ছদের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ আজাদ, তার লাল চুল এমন আলো ছড়াচ্ছে, যেন রোদ লেগে আছে সেখানে।

শান্ত আর মিষ্টি একটা ভাব নিয়ে আজাদের সালাদ খাওয়া দেখছে লিলি, তারপর নিজের প্লেটের দিকে মন দিল। চারপাশে প্রচুর লোকজন খাওয়াদাওয়া সারছে, একটা চাপা গুঞ্জন আছে পরিবেশে।

'মিস্টার এসপিওনাজ এজেন্ট,' ঠোঁটে বাঁকা একটু হাসি নিয়ে বলল লিলি, 'ক্যাটলিনা কোথায় আছে, কিছু জানা গেল?'

BanglaBook.org

মাথা নাড়ল আজাদ। 'আমিও তোমাকে ঠিক এই প্রশ্নটাই করতে যাচ্ছিলাম। তোমরা পরস্পরের বোনের মতো, আত্মার আত্মীয়, এমনকি চোখের সামনে না থাকলেও একে অপরের উপস্থিতি অনুভব করতে পারো। এখানেও কি সেটা কাজ করছে?'

'করছে।' লিলির চোখের পাতা কাঁপতে লাগল, তারপর পুরোপুরি খুলল। 'ও আমাদের সঙ্গে এই জাহাজেই আছে। আমি শুধু জানি না ঠিক কোথায়।' ম্লান দেখাল তাকে।

'আমি বুটাম সম্পর্কে খবর নেওয়ার চেষ্টা করে হতাশ হয়েছি। এই নামে কেবিন রিজার্ভ করা হয়েছিল, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে সেটা বাতিল করা হয়। তবে তার মানে এই নয় যে জাহাজে সে ওঠেনি। উঠেছে ছদ্মনামে, ধারণা করছি। আমার এখন মূল উদ্বেগের বিষয় হলো তার সঙ্গীর সংখ্যা কত।'

'বুটাম থাকলে ক্যাটলিনাও আছে। তাকে তোমার ভয় করছে না?'

'নাহ্। এই জাহাজে কাউকে কোনো ফায়ার আর্মস নিয়ে উঠতে দেওয়া হয়নি, এমনকি ক্রুদেরও নয়।' কাঁধ ঝাঁকাল আজাদ। 'কোনো পক্ষেরই তেমন কিছু করার নেই।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমরা নিউট্রাল টেরিটরিতে অবস্থান করছি। কিন্তু ক্যাটলিনা এসব মানবে না, সে বুটামের বিরুদ্ধে অবশ্যই চাল দেবে।'

চেহারা দেখে মনে হলো না লিলির কথা শুনছে আজাদ, তাকে পাশ কাটিয়ে ডাইনিং রুমের আরেক দিকে চলে গেছে ওর দৃষ্টি। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে হাসল, শান্ত সুরে বলল, 'মাথা ঘুরিয়ো না। তোমার সরাসরি পেছনে এক লোক বসে আছে, খানিক দূরে, দেয়াল ঘেঁষে। লাল চুল, লাল দাড়ি। বোম্বেটে সেজেছে।'

'তুমি চেনো?'

'ও বুটাম। চোখাচোখি হতে এমন ভঙ্গিতে হাসল, যেন আমাকে প্ররোচিত করতে চাইছে বা চ্যালেঞ্জ।'

'কী!'

'তাকিয়ো না! ওকে তুমি শিগগিরই দেখতে পাবে।'

লিলি অনুভব করল তার পেশি আড়ষ্ট হয়ে উঠছে। 'আজাদ,' ফিসফিস করল সে, 'তাকে চিনতে পারার পর এখানে আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না...'

'ভাবিয়া করিয়ো কাজ,' বলল আজাদ। 'কী করতে পারবে তুমি? চ্যালেঞ্জ করবে তাকে? গ্লেনে সে-ই যে ম্যাসাকার চালিয়েছে, তার কোনো প্রমাণ আছে আমাদের হাতে?'

BanglaBook.org

'না, কিন্তু...'

'কোনো কিন্তু নয়। ডিনার শেষ করো।'

'আমার খিদে নেই।'

চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে আজাদ, লিলি লক্ষ করল ওর ভ্রু জোড়া একটু কুঁচকে উঠল। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ডান দিকে তাকাল সে।

এক জাপানি লোকের দিকে তাকিয়ে আছে আজাদ। ভাবছে—যত আধপাগল, খেয়ালি, উদ্ভট লোকজন এসে জুটেছে এখানে? নাকি ওকে আমি চিনি? কাল রাতে...

এই সময় হেড ওয়েটার ওদের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল, সব ঠিকঠাক আছে কি না খোঁজ নিতে এসেছে।

আজাদ বলল, 'সব এ প্লাস, শুধু আমার একটা ছোট্ট কৌতূহল মিটছে না।'

'জি, স্যার, বলুন কী কৌতূহল! অবশ্যই আমরা মেটানোর চেষ্টা করব...

'ওই যে, ওদিকে যে জাপানি ভদ্রলোক বসে আছেন, পরনে মধ্যযুগীয় যোদ্ধার পোশাক, উনি কে বলুন তো?'

'ও! উনি তো তোশিও মায়াসাকি, কোনো এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর পুরোহিত। তবে ভদ্রলোক সম্পর্কে আর তেমন কিছু আমি জানি না।' পকেটে মোবাইল ফোন বেজে উঠতে তাড়াতাড়ি চলে গেল হেড ওয়েটার।

'জাপানিদের সম্পর্কে এত প্রশ্ন কেন?' জানতে চাইল লিলি।

'ওই লোক ভুয়া। ওটা তার ছদ্মবেশ,' বলল আজাদ, মাথা নিচু করে বিড়বিড় করছে, 'ও ক্যাটলিনা।'

'কী?'

'গলা নামাও, বেগুনের বেগুনি। জাপানে আমি বেশ কবার গেছি। ওরকম সেরিমোনিয়াল ড্রেস পরে এত স্বচ্ছন্দে কেউ নড়াচড়া করতে পারে না। ও-ই। ত্বকের রং, চুল, গোঁফ...সব মিলিয়ে দারুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ব্যাপারটা আমি সন্দেহ করি কাল রাতে...'

'কিন্তু ওরকম চোখে পড়ার মতো ঢোলা গাউন পরেছে কেন?'

'একদম আদর্শ। ওই গাউনের ভেতর তলোয়ারটা লুকিয়ে রেখেছে ক্যাটলিনা...' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল আজাদ, ওদের ওয়েটারকে এগিয়ে আসতে দেখে চুপ করে গেল।

'স্যার, আপনার একটা টেলিগ্রাম,' বলে ওর দিকে এক প্রস্থ কাগজ বাড়িয়ে দিল ওয়েটার।

'টেলিগ্রাম? কার?' লিলি বিস্মিত।

BanglaBook.org

'শেরউড। ফরেস্ট। জানা কথা অরওয়েল,' বলল আজাদ। 'জোরে পড়া কঠিন, মানে উদ্ভট শোনাবে। পরে তুমি পোড়ো।'

শব্দ না করে পড়ছে আজাদ, ওর দিকে তাকিয়ে ধৈর্য হারাচ্ছে লিলি। বার কয়েক আজাদকে পালা করে হাসতে, ভ্রু কোঁচকাতে এবং নির্লিপ্ত হয়ে উঠতে দেখল সে। অবশেষে কাগজটা তার হাতে ধরিয়ে দিল আজাদ।

লিলি পড়তে শুরু করল, 'হর্স নাউ বিহাইন্ড কার্ট। স্টপ। কনফার্ম পিরামিড কনফিগারেশন জনি রুটস নাইনটিন। স্টপ। ক্লথ ইয়েলো কিংসলে সাউথ প্রে সেইন্ট জন ডেলিভারেন্স ডেড ম্যান। স্টপ। ওল্ড গ্রে মেয়ার ইজ ডেড। স্টপ। ফলো ঘোস্টস সেমিনোল পারস্যুইট ট্রেন সিক্সটিন এয়ার মেনি। স্টপ। এন্ড।

'আজাদ, আমি বোধ হয় তোমাদের সংস্কৃত ভাষাও বুঝব, কিন্তু মাতৃভাষার এই ধাঁধার সমাধান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

হেসে ফেলল আজাদ। 'ঠিক আছে, এসো বোঝার চেষ্টা করা যাক। প্রথম লাইনটা কী? হর্স নাউ বিহাইন্ড কার্ট। স্টপ।'

'সম্ভাব্য কী অর্থ হতে পারে এটার?'

'এখানে বলা হচ্ছে কিছু জিনিস অচল হয়ে পড়েছে। আমরা ভুল পথে চলেছি। সঠিক পথে ফিরে আসতে হবে।'

এই সময় অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে যান্ত্রিক শব্দজট ভেসে এল, তারপর এক ব্যক্তি ঘোষণার সুরে বলল, জাহাজের ক্যাপ্টেন আরোহীদের উদ্দেশে জরুরি বক্তব্য দেবেন।

'মনে হয় সিরিয়াস কিছু ঘটতে যাচ্ছে,' আশঙ্কা প্রকাশ করল আজাদ। 'এখন এটা থাক।' কাগজটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল।

সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন :

'প্রথম কথা, আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। যে ঝড়টা আসছে, সেটার গতি আন্দাজ করা হচ্ছে ঘণ্টায় এক শ বিশ কিলোমিটার। ঢেউ আসতে পারে সাত থেকে বারো ফুট উঁচু। আমরা ঘণ্টায় দুই শ বা সোয়া দুই শ কিলোমিটারও হাসিমুখে সহ্য করতে পারব। সহ্য করতে পারব বিশ থেকে ত্রিশ ফুট উঁচু ঢেউও...'

এরপর জাহাজ ও আরোহীদের জন্য কী কী নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা।

'দুর্যোগের সময় হামলা আর পাল্টা-হামলার ঘটনা বেশি ঘটে,' বলল আজাদ। 'এরকম একটা সুযোগ বুটাম হাতছাড়া করবে বলে মনে হয় না।'

'ক্যাটলিনাও নিশ্চয় সেটা আন্দাজ করতে পারবে,' নিজের প্রত্যয় ব্যক্ত

BanglaBook.org

করল লিলি। 'আর পাল্টা-হামলা করার জন্য তৈরি থাকবে।'

'ঠিক আছে, আমরা সতর্ক থাকব,' বলে পকেট থেকে কাগজটা আবার বের করল। 'প্রথমটা লাইনটা যেন কী ছিল?'

'হর্স নাউ বিহাইন্ড কার্ট।'

'এর মানে হলো, আমরা ভুল পথে আছি,' বলে পরের লাইনটা পড়ল আজাদ, 'কনফার্ম পিরামিড কনফিগারেশন জনি রুটস নাইনটিন।'

'এটা আরও বেশি অর্থহীন মনে হচ্ছে।' ভ্রু কোঁচকাল লিলি, তারপর অকস্মাৎ সজোরে হেলান দিল চেয়ারে। একা শুধু সে নয়, রেস্তোরাঁয় উপস্থিত সবাই ঝাঁকি খেল। খেল না, খাচ্ছে—অর্থাৎ হঠাৎ শুরু হওয়া জাহাজের দুলুনি থামেনি, তবে পরবর্তী ঝাঁকিগুলো প্রথমটার মতো অত জোরালো নয়। 'দুঃখিত। ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। ঠিক আছে, এসো, কাজটা শেষ করি।'

'ঠিক আছে, তবে এখানে নয়,' বলল আজাদ। 'চলো, কেবিনে ফিরে যাই।'

'কার কেবিনে?'

'আমার?'

'না, আমার।'

'ঠিক আছে, দেখার সুযোগ হবে কীভাবে সাজিয়েছ...'

ডেক ধরে কেবিনে ফেরার সময় রেলিং ধরে হাঁটতে বাধ্য হলো ওরা, প্রবল ঢেউয়ে সারাক্ষণ দুলছে জাহাজ। লিলির কেবিনে ঢুকে বাঙ্কের ওপর পাশাপাশি বসল ওরা। লিলি পা দোলাচ্ছে।

'অরওয়েল এখানে তেকোনা একটা রুটের কথা বলছে, যে রুট ধরে সোনার চালান পাঠানো হয়েছিল। পিরামিড তেকোনা। এবার "জনি রুটস"। এটা একটা রুটের কথা নিশ্চিত করছে, যেটা যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধে কনফেডারেট মিলিটারি ফোর্স ব্যবহার করত। দক্ষিণের সৈন্যদের সাধারণত বলা হতো "জনি রেবস"।'

'আর নাইনটিন শব্দটা?'

'অরওয়েল চেয়েছে ওটা আমার মাথা খাটিয়ে বের করে নিই। যদিও পানির মতো সোজা...'

'আজাদ, তুমি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ো না, প্লিজ!'

'স্রেফ কান পেতে থাকো, ডাইনি আমার। শোনো, আমরা সবাই জানি যে এই সংখ্যাটা ১৮৬৪-এর সঙ্গে একদম মানিয়ে যাবে।'

'এটা তুমি পেলে কীভাবে?'

'যোগ করো। উনিশ হয়। আর আমরা সবাই জানি যুদ্ধটা কোন সময়

BanglaBook.org

হয়েছিল। সোনার চালান ঠিক ওই সময় দক্ষিণের কোন রাজ্যে পাঠানো হয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকাল লিলি। 'ও, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। তবে,' দ্রুত যোগ করল, 'তুমি বলে দেওয়ার পর। এবার ব্যাখ্যা করো—"ক্লথ ইয়েলো"।'

'পানির চেয়েও পানি, লিলি। ওটার মানে তুলা আর সোনা, দুটোই। তুলা পাঠানোর কথা ইংল্যান্ডে। আমরা জানি এসকর্ট হিসেবে যুদ্ধজাহাজ ব্যবহার করার প্রস্তুতি ছিল রাজসভার—তুলার ওই চালানের বিনিময়ে কনফেডারেসির দাম মেটানোর কথা সোনা দিয়ে। এবার...' কোটের পকেট থেকে উত্তর ফ্লোরিডার একটা মানচিত্র বের করল আজাদ, ভাঁজ খুলে বাঙ্কের ওপর রাখল। 'কিংসলে। ওটা ফ্র্যাঙ্কলিংটন আর লিটল ট্যালবট'স আইল্যান্ডের কাছাকাছি একটা প্লান্টেশন। কিংসলে থেকে দক্ষিণ দিকে গেলে পাব সেইন্ট জন'স রিভার। অরওয়েল প্রে শব্দটা যোগ করেছে নদীর নামের সঙ্গে যে সেইন্ট আছে, স্রেফ সেটার ওপর জোর দেওয়ার জন্য।'

'ঠিক আছে, আমি এখন তোমার সঙ্গে ওই নদীতে। তাতে আমাদের কী এমন উপকার হলো?'

'চাবি হলো পরবর্তী ফ্রেইজটা—"ডেলিভারেন্স ডেড ম্যান"। এদিকে তাকাও।' আজাদের আঙুল পোর্ট জ্যাকসনভাইলের পুব আর দক্ষিণ-পুবে একটা রেখা তৈরি করল। 'সোনার চালান যে এখানে কোথাও নিয়ে আসা হয়েছে, এটা অবভিয়াস। ওই জাহাজগুলোর জন্য একটা গভীর পানির বন্দর দরকার ছিল। জ্যাকসনভাইল থেকে ডেলিভারি দেওয়া হয়ে থাকতে পারে স্টেইনহ্যাচিতে। ওখানে, কনফেডারেটের জাহাজ ওগুলো খোলে ভরবে, তারপর নিয়ে যাবে নিউ অরলিয়ন্সে, যেটা ওই সময় পর্যন্ত ইউনিয়ন ফোর্সের নাগালের বাইরে ছিল।'

'কিন্তু...অরওয়েলের মেসেজে স্টেইনহ্যাচি শব্দটাই তো নেই! তাহলে কীভাবে তুমি...'

'তুমি ঠিক ধরেছ,' বাধা দিয়ে বলল আজাদ। 'মেসেজে ওটা নেই। কাজেই, জানা কথা, ম্যাপ দেখতে হবে আমাদের। ওটার দিকে তাকাও, লিলি। ফ্লোরিডা উপসাগরের উপকূলে রয়েছে স্টেইনহ্যাচি। বসে আছে ডেড ম্যানস বে-এর একেবারে কোলে। ওটাই চাবি। "ডেড ম্যান" বলতে আমি বুঝি এই প্রজেক্টে যারা কাজ করেছে তারা নিহত হয়, সম্ভবত একটা যুদ্ধে।'

'ওল্ড গ্রে মেয়ার ইজ ডেড। এটা একটা গল্পের অংশ না?'

'এটা সরাসরি একটা ল্যান্ড কনভয়ের কথা বলছে। তখনকার দিনে পরিবহনব্যবস্থা ছিল রেলগাড়ি আর ঘোড়ায় টানা ওয়াগন-নির্ভর। "গ্রে

BanglaBook.org

মেয়ার" এক বা বহু ঘোড়াকে বোঝানো হচ্ছে। এখানে ডেড মানে কোনো যুদ্ধে নিহত হয়েছে।'

'কিসের যুদ্ধ বলতে পারছ না?'

'চেষ্টা করছি, ম্যাম। ওই যুদ্ধের সময় সেমিনোল ইন্ডিয়ানরা ম্লানমুখদের কচুকাটা করছিল। কনফেডারেট আর ইউনিয়ন ফোর্সকে ঘৃণা করার সংগত কারণ ছিল তাদের...'

'ম্লানমুখ?'

'শ্বেতাঙ্গ।'

'ও।'

'তারা মনে করত তাদের এলাকায় অন্যায়ভাবে অনুপ্রবেশ করছে সাদারা। সুযোগ পেলেই ওদের ঘোড়া চুরি করত, চুরি করতে না পারলে বিষাক্ত তির ছুড়ে মেরে ফেলত। রেবরা তাই বাধ্য হয়ে খচ্চর ব্যবহার শুরু করে। খচ্চরের ট্রেন ভারী ওয়াগন টেনে নিয়ে যেত, একটা ওয়াগন টানতে ব্যবহার করা হতো আটটা খচ্চর।'

'আমেরিকা সম্পর্কে এত কিছু তুমি জানো কী করে?'

আজাদের পাল্টা প্রশ্ন, 'আমার মোবাইলে তাহলে ইন্টারনেট আছে কী করতে?'

'মিস্টার অরওয়েলের মেসেজে ষোলোটা কানের কথা বলা হয়েছে, আটটা খচ্চর বোঝানোর জন্য?'

'একদম। এবার পুরো বাক্যটা জোড়া লাগাও। "ফলো ঘোস্টস সেমিনোল পারস্যুইট ট্রেন সিক্সটিন এয়ার মেনি।"'

'ওরা কারা...ঘোস্ট?'

'সেমিনোলরা। ইন্ডিয়ান ট্র্যাকাররা অত্যন্ত ঘন ঝোপের ভেতর দিয়েও ভূতের মতো অনুসরণ করতে পারত। একটা খচ্চর ট্রেনের পিছু নিয়ে মাইলের পর মাইল পার হয়ে যেত তারা, তারপর হামলা করত নিজেদের সুযোগমতো। কাজেই অরওয়েল আমাদের ওই একই ট্রেইল ফলো করতে বলছে, যেটা ইন্ডিয়ানরা ব্যবহার করত।'

ম্যাপটা পরীক্ষা করার সময় জাহাজের সঙ্গে ধীর ভঙ্গিতে দুলছে লিলি। 'সত্যি আমি মুগ্ধ, আজাদ। একটু আগে পর্যন্ত জানতাম না কোথায় আমরা যাচ্ছি। এখন আমাদের কাছে অনুসরণ করার জন্য একটা ম্যাপ, নদী, ট্রেইল আর ঐতিহাসিক মার্কার আছে। তুমি, আজাদ, এককথায়—অবিশ্বাস্য!'

BanglaBook.org

'একজন মিসরীয় উইকান এরকম সার্টিফিকেট দিলে...' সকৌতুকে বো করল আজাদ।

ঝড়ের প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। বিকেল নাগাদ জাহাজের কোথাও স্থির হয়ে বসা বা শোয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। সব রকম সার্ভিসে একটা মন্থরতা চলে এসেছে, রুম সার্ভিসও ঠিকমতো সাড়া দিচ্ছে না। অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে ইতিমধ্যে আরোহীদের সাবধান করা হয়েছে, তাঁরা যেন ভুলেও কেউ খোলা ডেকে না বেরোন।

'কিন্তু ঝড়টা আমি দেখতে চাই,' বলল লিলি।

'যেহেতু ওটা তোমার নিজের সন্তান?' কৌতুক করল আজাদ। 'তা, জন্ম দেওয়ার পর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছ না বুঝি?'

লিলি প্রতিবাদ না করে বলল, 'ধন্যবাদ।' বুঝিয়ে দিল ওর চেয়ে এক কাঠি সরেস সে।

খানিক পর বলল, 'আমাকে ঝড়টা দেখানো যায় না, প্লিজ? আমি ভয় পেতে ভালোবাসি।'

'বেশ, ঠিক আছে, চলো...'

'তাহলে চলো জাহাজের মাথায় উঠে যাই, তিনতলার লাউঞ্জে,' বলল লিলি। 'ওখান থেকে চারপাশটা ভালো দেখা যাবে।'

পরবর্তী এক ঘণ্টা লাউঞ্জে কাটাল ওরা, বলা যায় নিজেদের প্রাণপ্রিয় জীবন ধরে ঝুলে থাকল, চেয়ারের সঙ্গে সজোরে চেপে রেখেছে যে যার শরীর, দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে মেঝের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আটকানো পোস্ট। জাহাজ দুলছে, কাত হচ্ছে—সারাক্ষণ, বিরতিহীন। কাচ লাগানো জানালার বাইরে, আকাশজুড়ে ঘন কালো মেঘের ভেতর চলছে চোখধাঁধানো বিদ্যুতের খেলা।

হঠাৎ পাথর হয়ে গেল আজাদ। কাচের ঠিক বাইরে নির্ভেজাল বিদ্যুৎ ঝলকাল, তারপর আকাশটাকে চিরে দিল আগুনের নীলচে-সাদা রিবন। পিছু নিয়ে এল বাজপড়ার বুক কাঁপানো গর্জন, কড়-কড়-কড়াৎ! জাহাজের প্রতিটি দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে।

'এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও পারো তুমি,' বলল আজাদ। 'শুধু একটা বিস্ফোরণই যথেষ্ট ছিল।'

'তোমার রসিকতা রাখো, এবার আমার সত্যি ভয় করছে!' আজাদের দিকে ঝুঁকল লিলি, কিন্তু তাকিয়ে আছে আরেক দিকে, ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি ফিরে পাচ্ছে।

BanglaBook.org

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকাল আজাদ। মধ্যযুগের যোদ্ধার পোশাক পরা জাপানি লোকটাকে দেখতে পেল, লাউঞ্জের ভেতর দিয়ে হনহন করে হ্যাচওয়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছে, না ডান দিকে তাকাচ্ছে, না বাঁ দিকে। হাঁটার ভঙ্গিটা এমন, যেন জরুরি একটা কাজ সারতে যাচ্ছে। আজাদ জানে, ওই হ্যাচ দিয়ে জাহাজের সবচেয়ে নিচে নামা যায়, সেই একেবারে ইঞ্জিন রুম পর্যন্ত। অবশ্য অত দূর না নেমে অন্য কোনো হ্যাচ ধরে দোতলা বা একতলাতেও সরে যাওয়া যায়। তবে এটা ওর খুব ভালো করে জানা আছে যে ওই হ্যাচ সাধারণত জাহাজের নাবিক এবং টেকনিশিয়ানরা ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করে না।

হাঁপিয়ে উঠে আজাদের কবজি চেপে ধরল লিলি। 'আজাদ...ক্যাটলিনা!'

'জানি,' দ্রুত বলল আজাদ, ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল, ভারসাম্য হারানোর ভয়ে টেবিলের কিনারা ধরে আছে। আবার একদিক কাত হতে যাচ্ছে জাহাজ। 'এখানে বসো তুমি, আমি দেখি কোথায় যাচ্ছে ও।'

হ্যাচওয়ের দরজা দিয়ে আজাদকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল লিলি। লাউঞ্জে আর কেউ নেই, বড় বেশি নার্ভাস লাগছে তার, একসময় অপেক্ষা করা অসম্ভব মনে হলো। আজাদের পিছু নিল সে, টেবিল-চেয়ার ধরে ধরে হ্যাচের দিকে এগোচ্ছে। ওটার কাছাকাছি পৌঁছেছে, দরজা খুলে বেরিয়ে এল আজাদ।

'সরাসরি ইঞ্জিন রুমের দিকে নেমে গেল ক্যাটলিনা,' বলল ও। 'হাবভাব দেখে মনে হলো, কোথায় যাচ্ছে সেটা ওর খুব ভালো করে জানা আছে, যেন কারও সঙ্গে দেখা করবে।'

'নির্ঘাত বুটামের সঙ্গে,' বলল লিলি। 'আজাদ, আমাদেরও যাওয়া উচিত। ওর সাহায্য দরকার হতে পারে।'

হ্যাচওয়ে হয়ে লিফটে চড়ল ওরা। লিফট ওদের পৌঁছে দিল প্রকাণ্ড ক্যাথেড্রাল আকৃতির ইঞ্জিন রুমে। চারদিকে চকচকে ধাতব রড, সরু এবং মোটা, মনে হলো বিশাল এক খাঁচার ভেতর বন্দী ওরা। গম্বুজ আকৃতির সিলিং, কাছে আর দূরে অসংখ্য ক্যাটওয়াক, নানা দিকে চলে গেছে। যাওয়ার সময় পাশ কাটিয়েছে ইঞ্জিনের বিভিন্ন সেকশনকে।

'আজাদ, এদিকে!'

লিলির ডাক শুনে সচকিত হয়ে সেদিকে তাকাতে আজাদ দেখল, চকচকে কেব্‌ল মই বেয়ে ওপরে উঠছে সে। ঠিক এই সময় বিদ্যুৎ চমকাল। গম্বুজের ওপর দিকটা অল্প একটু ঝলসাল। আলোর ওই আকস্মিক ঝলকানি এমন একটা দৃশ্য উদ্ভাসিত করে তুলল, আজাদের শরীরের রক্ত জমে বরফ হয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। অনেক উঁচু একটা ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনজন মুখোশ

BanglaBook.org

পরা লোক। আবার বিদ্যুৎ চমকাতে তাদের হাতে ধরা ছুরির ফলা ঝিক করে উঠল। ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে, একা, ক্যাটলিনা—জাপানি যোদ্ধার ভারী গাউন, মস্ত হ্যাট আর কালো পরচুলা খুলে ফেলে দিয়েছে।

জাহাজের কম্পন, দোলা আর কাত হয়ে পড়ার বিরুদ্ধে শক্ত হওয়ার জন্য পা দুটো যথেষ্ট ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে ক্যাটলিনা। গাঢ় লাল একটা আভা বেরোচ্ছে ওর হাতে ধরা ক্যালিবারের ফলা থেকে, এইমাত্র খাপমুক্ত করল। ক্যাটওয়াক সরু হওয়ায় তার তিন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পালা করে ওর মুখোমুখি হতে হবে। সেবাস্তি বুটামের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য সম্ভাব্য জায়গার মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালোটাই বাছাই করেছে ক্যাটলিনা।

লিলি আর আজাদ যথাসম্ভব দ্রুত ওপরে উঠছে। দৈত্যাকার কয়েকটা জেনারেটরকে পাশ কাটাল ওরা। ঠিক এই সময় প্রথম লোকটা ক্যাটলিনাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল, হাতে ধরা ইস্পাতের ফলা ক্যাটলিনার শরীরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

কেব্‌ল মইয়ের ওপর স্থির হয়ে গেছে আজাদ। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে দেখছে।

আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই করল না ক্যাটলিনা। লোকটার ছুরি ওর বাহুতে গাঁথল, মাংস কেটে নেমে গেল নিচের দিকে। ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত।

ইস্পাতের ফলা ভেতরে ঢুকে ক্যাটলিনার বাহু চিরে দিচ্ছে, এই দৃশ্য আজাদকে একটা শারীরিক ঝাঁকি হয়ে আঘাত করল। বিদ্যুৎ চমকাল, ক্যাটলিনাকে ঘিরে থাকা বাতাস টকটকে লাল ফোয়ারা হয়ে উঠল—ওর ক্ষত থেকে বেরোনো রক্তে লেগে প্রতিফলিত হলো আলোর ওই ঝলক।

আসলে কী ঘটছে বুঝতে পারল আজাদ। বেশ কদিন আগেই ক্যাটলিনা এটা ব্যাখ্যা করেছিল। ওর বা ওর পরিবারের বিরুদ্ধে যত কঠিন অ্যাকশনই নেওয়া হোক, মুখোমুখি হলে কখনোই প্রথম আঘাতটা হানবে না ও। ক্যালিবানের মহাশক্তি, কিংবদন্তি মার্লিনের ঐতিহ্য অনুসারে, কাজ করবে ক্যাটলিনা শুধু ওটাকে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করলে।

BanglaBook.org

প্রাচীন বিধান বা শর্ত পূরণ করা হয়েছে। এখন আর আঘাত করতে বাধা নেই। মইয়ের ধাপ বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে যাচ্ছে আজাদ। দেখতে পাচ্ছে ক্যাটলিনার তিন শত্রু নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল। প্রত্যেকে তারা দক্ষ খুনি, পেশাদার।

আজাদ দেখতে পেল ওর ঠিক পেছনেই রয়েছে লিলি, ওর মতো একই গতিতে ওপরে উঠছে, ক্যাটলিনার কাছে পৌঁছানোর জন্য মরিয়া।

তবে ওদের গতি ছুরির আরেকটা কোপ ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট দ্রুত নয়। আরেক লোককে ছুরিধরা হাত ওপরে তুলতে দেখল আজাদ। ও নিজে খুব ভালো তলোয়ার চালায়, ফেন্সিংয়ে দক্ষ। কিন্তু দক্ষিণ ইংল্যান্ডের গভীর বনভূমি থেকে আসা এই রণরঙ্গিনী মূর্তিটি যেভাবে তলোয়ার চালাল, এরকম আগে কখনো কাউকে চালাতে দেখেনি ও। ক্যাটলিনার নড়াচড়া খুবই সূক্ষ্ম। এবং অপ্রত্যাশিত।

ওকে লক্ষ্য করে ছুরি চালাল শত্রু।

ক্যাটলিনার সময় নির্ধারণ নিখুঁত। না ডান দিকে সরল, না বাঁ দিকে। তার বদলে সামনে ঝুঁকল, ওর দিকে উড়ে আসা ছুরি লক্ষ্য করে। ক্যালিবান উঁচু হলো, সামনে বাড়ল, দুটো অস্ত্রের ফলা আঘাত করল পরস্পরকে। লোকটার হাত থেকে ছিটকে পড়ল ছুরি। রড, মই, ক্যাটওয়াকে ধাতব শব্দে বাড়ি খেতে খেতে ইঞ্জিন রুমের তলায় নেমে গেল।

তিন শত্রুর একজন মই বেয়ে ক্যাটলিনার চেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে, এমন এক পজিশন থেকে ক্যাটলিনাকে আঘাত করতে চায়, যেখানে তলোয়ার তার নাগাল পাবে না। একদিকে মইয়ের কেব্‌ল ধরে দোল খেতে খেতে ওপরে উঠছে লোকটা, আরেক দিকে তার দুই সঙ্গী ক্যাটলিনাকে লক্ষ্য করে হামলার ভঙ্গি করছে—ওর মনোযোগ দুভাগ করার চেষ্টায়।

ক্যাটলিনার জায়গা বদল না করার মানে বিপর্যয়কে খোলা আমন্ত্রণ জানানো। ওর সামনে দাঁড়ানো লোক দুজন জানে ক্যাটলিনা তাদের আঘাত বা নিরস্ত্র করার জন্য ছুটে এসে হামলা করতে পারবে না, কারণ ক্যাটওয়াকে ওর দিকটায় রেলিং নেই, না ডানে, না বাঁয়ে। একটু ভুল করলেই ত্রিশ ফুট নিচে খসে পড়তে হবে।

'আজাদ...' থেমে গেল লিলি। এখনো দূরে ওরা। ক্যাটলিনাকে সাহায্য করার উপায় নেই। আজাদের দেখাদেখি স্থির হয়ে গেল সে-ও, ক্যাটলিনার অবিশ্বাস্য অ্যাকশন দেখছে।

এমন একটা দৃশ্য, যা কেউ কখনো দেখবে বলে কল্পনাও করতে পারে না।

ক্যাটওয়াকের ওপর দিয়ে ছুটছে যেন এক তরুণ তুর্কি, হাতে নাঙ্গা

BanglaBook.org

তলোয়ার, বাতাসে শিস কাটল তার ফলা, দুই শত্রু যেন স্তম্ভিত দর্শক, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বিহ্বল হয়ে অনুভব করছে কীভাবে ছুটে এসে ফলা দুটো একবারেই তাদের গলা দুটো কাটছে—এক দিক থেকে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল, যেন কোথাও এতটুকু বাধা পায়নি, যেন ওখানে হাড়, মাংস, শিরা বা রক্ত বলে কিছু ছিল না।

আগের মতোই দাঁড়িয়ে থাকল তারা, তবে এখন আর কিছু অনুভব করছে কি না বলা মুশকিল। দুজনের গলায় একটা করে শুধু মিহি সুতার মতো সূক্ষ্ম লাল দাগ দেখা গেল। দাগ দুটো চওড়া হতে শুরু করল। হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে থামল ক্যাটলিনা, তাতে নাড়া খেল ক্যাটওয়াক, ফলে নড়ে গেল লোক দুজন। এবং নড়তে যা দেরি, তাদের ঘাড় থেকে আলগোছে খসে পড়ল কাটা মুন্ডু। ধড় দুটোও পিছু নিল, তবে একটু পরে।

তার আগে তৃতীয় লোকটা ক্যাটলিনাকে লক্ষ্য করে হামলা চালাল। ক্যাটলিনার মাথার দিকে রয়েছে সে। একটা কেব্‌ল মইয়ে পা জড়িয়ে মাথাটাকে নিচে ঝোলাল, নাগাল পেয়ে গেল ক্যাটলিনার, ছুরিধরা হাত লম্বা করল, ফলাটা ঢুকিয়ে দিল ওর পাঁজরে, এক জোড়া হাড়ের মাঝখানে—ক্যাটলিনা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে।

ঠিক তখনই ঝাঁকি খেল আজাদের কবজি, লোকটার গলায় বিঁধল ছোট্ট ছুরির লম্বা ফলা। গলায় হাত তোলার সময় নিজের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করল সে, ফলে ছুটে গেল কেব্‌লে জড়ানো পা। বাকি দুজনের মতো সে-ও খসে পড়ল নিচে।

ইতিমধ্যে লিলিকে নিয়ে ক্যাটলিনার পাশে পৌঁছে গেছে আজাদ।

'ওকে তুমি দেখো,' মিনতি করল লিলি। 'ওর জখম গুরুতর!' তার পরই টান দিয়ে বেল্টে আটকানো মিনি সাইজের ক্রসবো বের করল, জায়গামতো বোল্ট বসিয়ে মুখ তুলে তাকাল বিশেষ একটা হ্যাচের দিকে, একটু আগে যেখানে একটা ছায়াকে নড়তে দেখেছে।

দ্রুত হাত বাড়িয়ে ক্যাটলিনার কাঁধ ধরল আজাদ, পরীক্ষা করছে আঘাতগুলো। দূর থেকে দেখলেও, আজাদের মনে আছে ওর বাহুর ক্ষতটা সাড়ে তিন থেকে সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা হবে বলে আন্দাজ করেছিল তখন। এই মুহূর্তে ওর মাথায় ঢুকছে না সেটা দেড় ইঞ্চি হলো কী করে। তারপর মনে পড়ল গ্লেনে যখন হামলা হলো, ক্যাটলিনার শরীরে সরাসরি বুলেট ঢুকলেও মারা যায়নি সে, ক্ষতগুলো অসম্ভব দ্রুত পূরে গিয়েছিল। ওপরে পরা পরিচ্ছদের নিচে, মার্লিনের জাদুবলে ইতিমধ্যেই নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছে চামড়ার তৈরি ক্যালিবানের খাপ। শুধু বাহুর ক্ষতটা নয়, ক্যাটলিনার

BanglaBook.org

পাঁজরের ক্ষতও মেরামত করা হচ্ছে—ধারণার চেয়ে অনেক দ্রুত। এটাকে জাদু ছাড়া কী বলা যায়, যেখানে খোলা ক্ষত ওর চোখের সামনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, থেমে যাচ্ছে রক্ত, জমাট বাঁধছে? তবে শেষ আঘাতটা এত জোরালো ছিল যে শরীরের স্বাভাবিক শক্তি ফিরে পেতে অনেক সময় লাগবে ওর।

আজাদের গায়ের ওপর হেলান দিল ক্যাটলিনা, ভাবটা ঢলে পড়ার। ভয় হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। 'ক্যাটলিনা?' ডাকল আজাদ, ক্যাটওয়াকের ওপর ধীরে ধীরে শুইয়ে দিচ্ছে ওকে।

'আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি, আজাদ,' বলল ক্যাটলিনা, কোনো রকমে শোনা গেল।

জাপানি পরিচ্ছদ তুলে এনে ক্যাটলিনার গায়ে জড়াচ্ছে লিলি, আজাদকে বলল, 'আরও কজন উঁকিঝুঁকি মারছিল, পরিস্থিতি খারাপ বুঝতে পেরে কেটে পড়েছে।'

'ক্যাটলিনা?' আবার ডাকল আজাদ।

এবার সাড়া পাওয়া গেল না।

'তিনটে লাশ পড়েছে,' বলল আজাদ। 'কিন্তু আমরা কিছু জানি না, ঠিক আছে?' লিলিকে জবাব দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে আবার বলল, 'এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ, কারও চোখে ধরা না পড়ে কেবিনে ফেরা।'

'দুর্যোগের রাত, ভাগ্য সহায়তা করলে কারও চোখে ধরা পড়ব না,' বলল লিলি। 'আমি খেয়াল করেছি, লাউঞ্জ থেকে কেউ আমাদের হ্যাচওয়েতে ঢুকতে দেখেনি।'

'ক্যাটলিনাকে আমি কাঁধে তুলছি,' বলল আজাদ। 'তুমি ওকে পরচুলা আর হ্যাট পরাবে। তলোয়ারটাও খাপে ভরবে।'

'ঠিক আছে,' লাল মাথাটা ঝাঁকাল লিলি। 'কিন্তু কারও সামনে পড়ে গেলে কী বলব?'

'অচেনা আরোহী, জাহাজ ঝাঁকি খাওয়ায় বিছানা থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছে—এই মাত্র জ্ঞান হারাল।'

পাঁচ মিনিট পর দুর্যোগ এবং ওদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ওরা, কারও চোখে ধরা না পড়ে ক্যাটলিনাকে লিলির কেবিনে নিয়ে আসা গেছে।

জ্ঞান ফেরার পর লিলিকে কাছে ডাকল ক্যাটলিনা, 'প্রথম কথা, আমার জন্য তোমাদের যেন কোনো বিপদ না হয়। যদি দেখি ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাচ্ছে, পুলিশের কাছে আমি আমার জবানবন্দিতে সত্যি কথাই বলব...'

'সে ক্ষেত্রে তুমি বদলা নিতে পারবে না,' মনে করিয়ে দিল আজাদ। 'যে দুজনকে তুমি খুন করেছ, তাদের মধ্যে বুটাম ছিল না।'

BanglaBook.org

'আমি সত্যি কথা বলব পুলিশি ঝামেলা থেকে তোমাদের বাঁচানোর জন্য,' দুর্বল গলায় থেমে থেমে জবাব দিল ক্যাটলিনা। 'আর বদলা...শুধু এটুকু জেনে রাখো, পুলিশ আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।'

'ক্যাটলিনা, দ্বিতীয় জখমটা খুবই মারাত্মক,' প্রসঙ্গ বদলে বলল আজাদ। 'তোমার শরীরের ভেতর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তলোয়ারের ওই খাপ প্রাচীন জাদুকর মার্লিনের যতই মন্ত্রসিদ্ধ হোক, ওই গভীর ক্ষত সারাতে প্রচুর সময় লাগবে। আর তাই তোমার ঘুম দরকার।'

'হ্যাঁ, আজাদ ঠিকই বলছে,' লিলির দিকে চোখ রেখে বলল ক্যাটলিনা। 'লিলি, আমার কী দরকার, তুমি জানো।'

মাথা ঝাঁকাল লিলি, দাঁড়িয়ে পড়ল। 'এখনই আসছি,' বলে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সে, যাওয়ার আগে ক্যাটলিনার কেবিন নম্বর জেনে নিল। পাঁচ মিনিটও হয়নি, হাতে একটা বোতল নিয়ে ফিরে এল, ভেতরে সবুজ রঙের তরল কিছু রয়েছে। আজাদ চিনতে পারল না জিনিসটা কী। লিলির হাত থেকে নিয়ে ধীরে ধীরে প্রায় অর্ধেকটা খেয়ে ফেলল ক্যাটলিনা। চোখ বুজল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

সারা রাত তুমুল তর্জন-গর্জন করার পর পরদিন সকালে ঝড়ের প্রকোপ অনেকটাই কমে এল। রেস্তোরাঁয় ব্রেকফাস্ট করতে গিয়ে আজাদ খবর নিয়ে এল : খুব ভোরে ইঞ্জিন রুমে তিনটে লাশ পাওয়া গেছে—দুজনের গলা পুরো কাটা, একজনের কণ্ঠনালি প্রায় দুফাঁক। জাহাজের সিকিউরিটি গার্ডরা সন্দেহ করছে, মাদক ব্যবসা নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকায় কাল রাতে দুটো দল জাহাজের ইঞ্জিন রুমে পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করেছে, ওই লাশগুলো তারই করুণ পরিণতি। ইতিমধ্যেই দল দুটোর দুই কলম্বিয়ান লিডারকে আটক করা হয়েছে, নিউ ইয়র্কে পৌঁছে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে তাদের।

'বলির পাঁঠা হওয়ার জন্য সব সময় কেউ না কেউ আশপাশে থাকেই,' সবশেষে মন্তব্য করল আজাদ।

'নিউ ইয়র্কে আমরা কখন পৌঁছাব?' জানতে চাইল ক্যাটলিনা। রাতে ভালো ঘুম হলেও ওর দুর্বলতা এখনো কাটেনি। ওর জন্য নাশতা নিয়ে এসেছে আজাদ, নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছে লিলি।

কাল রাতে মোবাইল ফোনে বাংলাদেশ সরকারের একজন ডাক্তারের সঙ্গে ক্যাটলিনার জখম এবং চিকিৎসা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছে আজাদ। তারপর গভীর রাতে লিলিকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজের সিক বে থেকে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক

BanglaBook.org

ক্যাপসুল চুরি করে এনে খাইয়েছে ক্যাটলিনাকে।

'এখন থেকে ঠিক ছত্রিশ ঘণ্টা পর।'

লিলি বলল, 'আমি আশা করি ততক্ষণে ক্যাটলিনা হাঁটতে পারবে। ভালো কথা, জাহাজ ছাড়ার সময় কি জাপানি ড্রেস পরাব ওকে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই—সবাই দেখবে যে লোক জাহাজে উঠেছিল, সেই লোকই নেমে যাচ্ছে।'

লিলি বলল, একটু গম্ভীর, 'কিছু যদি মনে না করো, আমি তোমাকে কটা প্রশ্ন করতে পারি, আজাদ?'

'পারো বৈকি।'

'আগে যা কিছু বলেছ তুমি, সামনে ম্যাপ আর কোডেড মেসেজ রেখে, সবই আমার মনে আছে, কিন্তু তবু আমি বিভ্রান্ত, জানি না ওই সোনার হদিস সম্পর্কে কতটুকু নিশ্চিত তুমি।'

'তুমি একা নও,' বলল আজাদ। 'আমরা অন্ধ সেজে একটা খেলা খেলছি। সবচেয়ে ভালো যেটা আমরা আন্দাজ করতে পারি তা হলো, জ্যাকসনভাইল আর স্টেইনহ্যাচির মাঝখানে কোথাও জাহাজ থেকে নামানো হয়েছিল সোনার ওই চালান। ওই পয়েন্ট থেকে ব্যাপারটা সহজ...' হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ও, '...হারিয়ে গেছে।'

'কিন্তু রেলরোড? বন্দরে নামানো হয়ে থাকলে ট্রেনে তোলা হবে না কেন?' প্রশ্ন শেষ করার আগেই লিলি দেখল আজাদ একমত হচ্ছে না।

'যুদ্ধের পর ধাতবের চাহিদা—বিশেষ করে লোহার—প্রচণ্ড বেড়ে যায়। বাকি সবকিছুর মতো রেললাইন তুলে ফেলা হয়, কারখানায় পাঠানো হয় যন্ত্রপাতি বানানোর জন্য। এলাকাটা সেমিট্রপিক্যাল। ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ায় পুরোনো রেলপথের শেষ চিহ্নটাও ধুয়েমুছে গেছে।'

'ধারণা করি, খচ্চরদের তৈরি পথও খুঁজে কোনো লাভ নেই?'

মাথা নাড়ল আজাদ। 'যেদিকেই তাকাচ্ছি, শুধু কানাগলি। কিছু ক্লু যে নেই, তা হয়তো নয়, কিন্তু সেসব আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমি মনে করি, সোনাটা হারিয়ে গেছে, পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, কিংবা লুকিয়ে রাখা হয়েছে—গালফ থেকে আটলান্টিক উপকূলরেখার মাঝখানে কোথাও। শেষ দিকে সংঘটিত বড় কোনো যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি একটা জায়গায়।'

'অথচ তোমার মুখে শুনতে হয় আমি আর ক্যাটলিনা জাদু করি।' বড় করে শ্বাস নিয়ে চেয়ারে হেলান দিল লিলি। 'তুমি এত বেশি হেঁয়ালি করছ যে মার্লিনও তোমাকে ঈর্ষা করবে।'

BanglaBook.org

'ওখানে যে যুদ্ধটা লড়া হয়েছে সেটা কল্পনায় আনার চেষ্টা করো। প্রায় এক শ পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা। না ট্যাংক, না আধুনিক আর্টিলারি, না ফাইটার জেট, না কোনো কমিউনিকেশন লাইন, আকাশ থেকে না কোনো বোমা। নোংরা একটা যুদ্ধ, পেছনে রাজ্যের আবর্জনার স্তূপ জমিয়ে রেখে যেত।'

'তুমি ঠিক কী বোঝাতে চাইছ?'

'কামানের গোলা থেকে শুরু করে ঘোড়া, যুদ্ধের শেষে সব তারা ওখানেই ফেলে রেখে যেত। ঘোড়া আর খচ্চর বেশির ভাগ আগেই শেষ হয়ে যেত—মরত, খাদ্যে পরিণত হতো, কিংবা ছুটে পালাত। আর ওয়াগন...মানে কাঠ, এত দিনে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে আমরা লোহা খুঁজব, যেগুলো কাঠের চাকার চারপাশে বসানো হতো।'

'লোহা?'

'হ্যাঁ, ভারী কাঠের চাকায় লোহা ব্যবহার করা হতো, চাকা মজবুত করার জন্য। কবেই মরচে ধরেছে, জানা কথা, তবে ওয়াগনও তো অসংখ্য ছিল, কাজেই কিছু চিহ্ন তো না থেকে পারে না।'

'আজাদ, আর কারও মাথায় কথাটা আসেনি? তারা কেন খোঁজেনি বা পায়নি?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'না, অনেকেই ভেবেছে। কিন্তু তারা খুঁজেছে ভুল জায়গায়। আর আমি...আমি জানি কোথায় খুঁজতে হবে।'

'আর বুটাম? তার কাছেও কি এই একই তথ্য আছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল আজাদ। 'সেটা আমার জানা নেই। হ্যাঁ, থাকতে পারে। তা ছাড়া, যেখানেই যাক সে, বারবার কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনটা দেখে নেবে, জানে ক্যাটলিনা তার পিছু ছাড়ার পাত্রী নয়।'

হেভেনলি ভয়েজ নিউ ইয়র্কে যাত্রাবিরতি করল, তবে তার গন্তব্য আরও খানিক সামনে, নিউ জার্সিতে। বন্দরের কাস্টমস শেডে ঘণ্টা দেড়েক কাটাতে হলো ওদের, প্রত্যেকের লাগেজ খুলে চেক করা হলো। তবে সব ঠিকঠাক থাকায় পাসপোর্ট আর ভিসা নিয়ে কোনো ঝামেলা হলো না।

অবশেষে ট্যাক্সিতে উঠল ওরা, ম্যানহাটনের দিকে যাচ্ছে।

'এখানে আমরা কদিন থাকব?' পেছনের সিট থেকে জানতে চাইল ক্যাটলিনা। এখনো পুরোপুরি সুস্থ তাকে বলা যায় না।

'দুই দিন। তার বেশি নয়,' সামনের সিট থেকে জানাল আজাদ।

'তারপর আমরা বুটামের পিছু নেব?'

BanglaBook.org

'কী জানি। উল্টোটাও হতে পারে।'

'ফ্লোরিডার যে জায়গায় বুটাম যাচ্ছে, এখান থেকে ট্রেনে করে সেখানে যেতে কী রকম সময় লাগবে?'

'কপ্টার থাকতে ট্রেনে কেন!' বলল আজাদ।

'না, মানে, আমেরিকায় আমার আগে কখনো আসা হয়নি তো, তাই এত প্রশ্ন করছি,' ম্লান একটু হাসল ক্যাটলিনা।

'আমরা এখন যাচ্ছি বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের একটা সেফ হাউসে,' বলল আজাদ। 'দুই দিন ওখানেই গা ঢাকা দিয়ে থাকা হবে, একই সঙ্গে চলবে অভিযানের প্রস্তুতি।'

'যেমন?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'আমাদের অস্ত্র দরকার, রেশন দরকার, বাহন দরকার। সম্ভব হলে জানতে হবে বুটাম কী করছে,' বলল আজাদ। 'সরকারি খাসজমিও লিজ নেওয়ার দরকার হতে পারে।'

'সেটা কেন?'

'সময়মতো জানতে পারবে।'

'আমার এক জোড়া ব্যাটারি দরকার,' বলল ক্যাটলিনা।

ঘাড় ফিরিয়ে লিলির দিকে তাকাল আজাদ। লিলিও তাকাল। তবে কেউ ওরা কোনো মন্তব্য করল না।

হাতের সেপটা উঁচু করে ধরল ক্যাটলিনা। এর আগে ওটা মাত্র একবার দেখেছে আজাদ, নিউ ফরেস্টের ঘন বনভূমির গভীরে। এ ধরনের সেপটা, লিজেন্ড অনুসারে, মার্লিন নিজে ব্যবহার করেছেন পৃথিবীর মাটি এবং অ্যাটমসফিয়ারে জমে থাকা অত্যন্ত শক্তিশালী এনার্জিকে নিয়ন্ত্রণের কাজে। প্রাচীন বিজ্ঞান ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ আজাদকে বুঝতে সাহায্য করে আগেকার দিনের জাদুকরেরা কীভাবে মানুষকে অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে মুগ্ধ করত।

'আমি আগে যেমন বলেছি,' শুরু করল ক্যাটলিনা, 'এই সেপটা আমাদের পরিবারে অনেক প্রজন্ম ধরে আছে।' নিচের দিকের একটা বোতামে চাপ দিয়ে সেপটার ভেতরে একটা ফাঁকা জায়গা উন্মুক্ত করল, তারপর মোচড় দিয়ে আলাদা করে ফেলল মাথাটা, সেটার মাঝখানে ছোট্ট লাল রঙের একটা রুবি দেখতে পেল ওরা। ক্যাটলিনাকে ভেতরে ব্যাটারি ঢোকাতে দেখছে আজাদ আর লিলি। মাথাটা আবার জায়গামতো লাগাল ক্যাটলিনা, বন্ধ করল নিচের ফাঁকও।

BanglaBook.org

'এখানে, এই ক্রিস্টালে আমি যখন চাপ দেব,' সেপটার একটা পাশ দেখাল ক্যাটলিনা, 'ব্যাটারি নিজের সার্কিট বন্ধ করে একটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ফিল্ড তৈরি করবে। আজাদ, প্লিজ, কামরার আলো কমাবে?'

আলো কমিয়ে সোফায় ফিরল আজাদ, আবার লিলির পাশে বসল। আলোর অল্প আভা আছে কামরার ভেতর। ওদের কাছ থেকে দশ ফুট দূরে ক্যাটলিনা একটা ছায়ামূর্তি। প্রায় অন্ধকার কামরায় ওর হাতে ধরা সেপটাটা কোনো রকমে দেখতে পাচ্ছে ওরা।

'ভালো করে দেখো, মন দিয়ে শোনো,' নির্দেশ দিল ক্যাটলিনা। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো আজাদের, ক্যাটলিনা যেন ওর কাছ থেকে দূরে ভেসে যাচ্ছে, ভৌতিক একটা কাঠামো অনন্ত টানেল ধরে সরে যাচ্ছে। ওর গলার সুরে অপার্থিব ঝনঝনে একটা অনুরণন আছে। 'এটা মহান মার্লিনের জাদুর কাঠি। এই কাঠি মাটি আর বাতাস থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে পারে, শক্তি সংগ্রহ করতে পারে নদী, ঝরনা আর লেকের পানি থেকে। কৃষক যেভাবে ফসল কেটে তার খেত পরিষ্কার করে, এটা মেঘ থেকে সেভাবে নির্ভেজাল এনার্জি পুরো চাহিদামতো বের করে আনে। এই সেপটা—এনার্জির দেবী।'

সেটাকে বড় একটা বৃত্তাকারে ঘোরাচ্ছে ক্যাটলিনা। 'তুমি এটার প্রভাব আর ক্ষমতা অনুভব করতে চাও?'

এরকম একটা প্রশ্নের একটাই উত্তর হয়। 'হ্যাঁ,' শান্ত সুরে বলল আজাদ।

'তোমার মন তোমাকে ছেড়ে যাবে,' সাবধান করল ক্যাটলিনা।

'সেটা একাধিকবার ঘটেছে,' আজাদের গলা শুকনো, অনুভব করল অভয় দিয়ে ওর হাতে চাপ দিল লিলি। কিন্তু কেন? এনার্জি জড়ো করার মধ্যে ভীতিকর কী থাকতে পারে?

'শুরু করছি আমরা,' বলল ক্যাটলিনা। উঁচু করল সেপটা, হলুদ ক্রিস্টালে চাপ দিল ওর আঙুল, ওটার ভেতর দিয়ে শক্তিস্রোত বইল। এনার্জি যত জমা হচ্ছে, সেপটার মাথার দিকে তরল পারদের মতো আরও উজ্জ্বল হচ্ছে ক্রিস্টাল। মৃদু একটা গুঞ্জন ভেসে আসছে প্রতিটি দিক থেকে। আজাদ অনুভব করল তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে। মাথার কাছে বসানো রুবিটা সামান্য আভা ছড়াচ্ছে, আরও উজ্জ্বল হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

শরীর ছেড়ে শূন্যে বেরিয়ে আসার অনুভূতি বেশ উপভোগ করছে আজাদ। শারীরিকভাবে সোফায় বসে আছে ও, পাশে লিলি, চাপ দিচ্ছে ওর হাতে, অথচ ওপরে উঠছে ও। মন? শরীর? কোনটা? ওর জানা নেই। তবে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার জন্য লড়াই করার বা ব্যস্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছে অনুভব

BanglaBook.org

করছে না। ভালো যখন লাগছে, গা ছেড়ে দিই...এই কণ্ঠস্বর ওর, অন্তরের আওয়াজ, অস্তিত্ব রক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া থেকে রেহাই দিয়েছে ওকে।

কানে চাপ লাগছে। শব্দ নয়, গ্রীষ্মের মৃদু ঠান্ডা বাতাসের মতো কোমল। সেটা ওর কান, ত্বক, পেশি, রক্ত আর হাড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে ঢুকে পড়ছে ওর মনে। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে ক্রিস্টাল, তার আভায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে দেবীসদৃশ ক্যাটলিনার মূর্তি। রুপালি পুকুরের খুদে ঢেউয়ের মতো ওর দিকে ভেসে এল তার কণ্ঠস্বর। 'আমাকে বলো,' তুলার মতো নরম সুর। 'সবচেয়ে বেশি ভয় পাও কিসে?'

কথা বলতে চেষ্টা করল আজাদ, আওয়াজ বের হচ্ছে না। ওর চারপাশে বেজায় ঘন হয়ে উঠছে কুয়াশা, তার ভেতর দিয়ে ওর পতন ঘটছে। একসময় চারপাশে কুয়ার আলোকিত দেয়াল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, অনন্তকাল খসে পড়ছে। অথচ কী বিস্ময়কর...কোনো বাতাস ওর শরীরকে পাশ কাটাচ্ছে না, ও হাঁপাচ্ছে না।

'চিন্তা করো সবচেয়ে বেশি ভয় পাও কিসে...' এই গলা কার? ক্যাটলিনার? ক্যাটলিনা কে? আর কোথায়...

দূর থেকে ভেসে আসা নিজের গলা চিনতে পারছে আজাদ, যেন অতল কোনো গহ্বর থেকে ডাকছে কাউকে। শব্দগুলো বোঝার চেষ্টা করল, কিন্তু নাগালের ঠিক বাইরে নাচানাচি করতে লাগল ওগুলো। হুড়মুড় করে চলে এসে আছড়ে পড়ল ওর ওপর পুরোনো সব স্মৃতি, তারপর ওকে টপকে, ওর ভেতর দিয়েই, উড়ে চলে গেল।

হঠাৎ করে ও আর খসে পড়ছে না। ও হাঁটছে। ওর পায়ের নিচে জ্বলন্ত কয়লা, সঙ্গে সঙ্গে জুতায় আগুন লেগে যাওয়ার কথা, কিন্তু এতটুকু উত্তাপ অনুভব করছে না। ওদিকে! ওর সামনে কাঁপা কাঁপা শিখার আর লালচে কুয়াশার ভেতর প্রকাণ্ড কী যেন একটা আকৃতি পাচ্ছে, এই আছে তো এই নেই। থামল ও, আকৃতিটা বোঝার চেষ্টা করছে।

ওটা আকাশছোঁয়া টাওয়ার হয়ে উঠল। মনে হলো জীবটার দিকে ছুটছে সে, অথচ পা দুটো নড়ছে না, শুধু শরীরটা চলে গেছে। একসময় দেখল ওটা একটা বিশাল ড্রাগন, তার নিচে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওর দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানছে ড্রাগন, রাগে বাতাসে সপাং সপাং আছড়াচ্ছে খাঁজ কাটা লম্বা লেজ।

ড্রাগন এত জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে, মাটির ওপর পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে আজাদ। একটা নারীকণ্ঠ বাজল কানে। 'তলোয়ারটা! বাঁচতে চাইলে তলোয়ারটা নাও!'

BanglaBook.org

নাগালের মধ্যে শূন্যে ভাসছে ওটা। খপ করে হাতল ধরল, প্রচণ্ড রাগে গর্জে উঠল, তারপর ফলাটা ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিল ড্রাগনের গলায়। তার চারদিকে বিস্ফোরিত হলো আর্তনাদ, দাউদাউ আগুন জ্বলে উঠল এদিক-সেদিক...

কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আজাদ। বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে। কোথাও আগুন নেই, লালচে কুয়াশা নেই, ড্রাগন নেই।

ক্যাটলিনা নরম সুরে কথা বলছে ওর সঙ্গে। 'ওটা থেকে তুমি বেরিয়ে এসেছ। বড় করে শ্বাস নাও। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো। তুমি আমাদের মাঝে ফিরে এসেছ।'

'কী...?'

'এখন বুঝতে পারছ তো?' ক্যাটলিনার গলা এখন আরও পরিষ্কার। কামরায় আলো ফিরে এসেছে।

'যা কিছু ঘটল, সব কৃতিত্ব আমার হাতের এই সেপটার। এটা আমার মনের সঙ্গে কাজ করে। আমার জন্য এনার্জি জড়ো করে, আমি সেটা বাইরের দিকে পাঠাই। আমার পাঠানো মাইন্ড ওয়েভ তোমার মাইন্ড ওয়েভের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। তুমি যে ইমেজ দেখেছ, ওগুলো আমার তৈরি। আমাদের দুটো মাইন্ড এক হয়ে গিয়েছিল।'

'যা ঘটল...অবিশ্বাস্য। অথচ সত্যি,' আজাদ শান্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস এখন আবার স্বাভাবিক।

'এটা নানাভাবে ব্যবহার করা যায়,' জানাল ক্যাটলিনা। 'এমনকি মারাত্মক অস্ত্রও হয়ে উঠতে পারে, কারণ ভুলে যাওয়া বা নিষিদ্ধ স্মৃতিও ফিরিয়ে আনা যায়।'

'কিন্তু তুমি বললে ইমেজগুলো তোমার তৈরি।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আগে থেকে তোমার মনে ওগুলো না থাকলে কখনোই দেখতে পেতে না।'

'আমি তাহলে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম,' বলল আজাদ, প্রায় ফিসফিস করে।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু...ওই তলোয়ার?'

'তুমি তো ফেন্সিং জানোই। তা ছাড়া, ক্যালিবার্নও দেখেছ, জানো ওটার কী ক্ষমতা।'

'তাহলে...এভাবেই প্রাচীন মুনি-ঋষি, পুরোহিত আর ওঝারা লোকজনকে নিয়ন্ত্রণ করত,' বলল আজাদ। 'যা আমরা এর আগেই জেনেছি।

BanglaBook.org

মার্লিন...তাঁর ছিল ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার, যেমন ছিল প্রাচীনতমদেরও, ছয় হাজার বছর আগে। অ্যাসিরিয়ানস আর ব্যাবলনিয়ানস...

'আর এটা বুটামকে নিশ্চিহ্ন করতে সাহায্য করবে আমাকে,' বলল ক্যাটলিনা। 'আমরা রওনা হচ্ছি কখন, আজাদ?'

'কাল ভোরে।'

এক জোড়া ট্যাক্সি করে হেলিপোর্টে চলে এল ওরা, সঙ্গে বেশ কিছু ব্যাগ আর স্যুটকেস রয়েছে, আর আছে বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের নিউ ইয়র্ক শাখা থেকে ধার করে আনা দুজন এজেন্ট, প্রবাল আর শফিক। দুর্গম এলাকায় ক্যাম্পিংয়ে যাওয়া হচ্ছে বললে একই সঙ্গে অনেক প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়ে যায়, তারপর আর আলাদা করে কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে না—যেমন সঙ্গে রাইফেল কেন, পিস্তল কেন, স্লিপিং ব্যাগ বা তাঁবু কেন।

বলাকার মতো সাবলীল ভঙ্গিতে টেক অফ করল হেলিকপ্টার, ঘুরে সাগরের দিকে ছুটল। ওদের হাজার ফুট নিচে ছেঁড়া ছেঁড়া ফোলা-ফাঁপা মেঘ ভারি রোমাঞ্চকর একটা ভ্রমণের স্বাদ পাইয়ে দিচ্ছে। ককপিটে গিয়ে চার্টার করা কপ্টার পাইলটের সঙ্গে কথা বলল আজাদ। ওখানে একটা সুখবর পাওয়া গেল: লেজে পনেরো-নট বাতাস থাকায় সময়ের কিছু আগেই পোর্ট জ্যাকসনভাইলে পৌঁছে যাবে ওরা।

অত্যাধুনিক কপ্টার, সাউন্ডপ্রুফ হওয়ায় কেবিনের ভেতর রোটরের আওয়াজ খুব কমই ঢুকছে।

ফিরে এসে লিলি আর ক্যাটলিনাকে আজাদ বলল, 'হাতে প্রচুর সময় আছে, এসো সেটা কাজে লাগাই।' ম্যাপ আর চার্ট বের করে ওয়ার্কটেবিলে রাখল, বাল্কহেডের পাশ থেকে সেটার ভাঁজ খোলা হয়েছে। 'এই চার্টগুলোর সারমর্ম যত ভালো করে স্মৃতিতে গাঁথা হবে, ততই সহজ হয়ে উঠবে আমাদের কাজ, বিশেষ করে কোনো কারণে আমরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।'

একটা চার্টের ওপর সচল হলো ওর আঙুল, থামল ছোট্ট এক শহরে, ওলুস্টি স্টেশন। 'এই জায়গাটা খেয়াল করো,' বলল ও, ওর আঙুল আরেক

BanglaBook.org

লোকেশনে চলে গেল। 'আর এটাও। এর নাম ওশেন পন্ড। এখন পর্যন্ত যা কিছু জোগাড় করতে পেরেছি, তা থেকে ধারণা করছি, এখানেই বেশির ভাগ সময় কাজ করতে হবে আমাদের।'

'ওলুস্টি,' বলল ক্যাটলিনা। 'কী অদ্ভুত নাম। ওটার কি বিশেষ কোনো অর্থ আছে?'

'অবশ্যই আছে,' বলল আজাদ। 'এটা পুরোনো ইন্ডিয়ান নাম, সেনাচৌকি ছিল, পরে উত্তর ফ্লোরিডার ছোট্ট একটা সীমান্ত শহরে পরিণত হয়। কাছাকাছি বড় জায়গা হোয়াইট স্প্রিং। ওদের গৃহযুদ্ধের সময় এই এলাকায় বেশ কটা বড় লড়াই হয়েছে। তা ছাড়া, সর্বশেষ পজিশন সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়েছে এই এলাকা দিয়েই ওয়াগন ট্রেনে করে সোনার চালানটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'তাহলে বুটামের আগে আমাদেরই ওটা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি,' বেশ উৎসাহ নিয়ে বলল লিলি।

'কেন তা মনে হচ্ছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল আজাদ, সরাসরি না তাকিয়েও দেখতে পেল ওদের আলোচনা শোনার জন্য জাহিদ আর প্রবাল সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

'ওই সোনা যদি এখনো এই এলাকায় থেকে থাকে,' ব্যাখ্যা করল লিলি, 'প্রাচীন মুদ্রাগুলো আমাদের নিজের লোকেশনে টেনে নেবে। এসব কয়েন সম্পর্কে আমাদের যা বলা হয়েছে তা যদি সত্যি হয়, যদি সত্যি ওগুলো রোম সাম্রাজ্যের সময় তৈরি হয়ে থাকে এবং বিশেষ করে যদি যিশু নিজ হাতে ওগুলো নাড়াচাড়া করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই ওগুলোর অত্যন্ত শক্তিশালী সাইকিক গুণ থাকতে বাধ্য—কম্পন, আভা, বাতাস...কিছু না কিছু।' ইশারায় ক্যাটলিনাকে দেখাল। 'আর ও তো নিজেই একটা জাদুর কাঠি। ওর মাথা, মন আর শরীর একসঙ্গে কাজ করে। মাটির নিচে পানি, ধাতব পদার্থ...যেকোনো জিনিস খুঁজে বের করতে পারে। ওই সোনাকে দেখতে পেতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। তার ওপর, সেপটা তো আছেই।'

'গ্লেনে আমরা এই সেপটা দিয়েই কুয়াশা তৈরি করেছি,' বলল ক্যাটালিনা। 'সময়ের ভাঁজে ফেলে বাঁকিয়ে দিয়েছি রাস্তা। প্রয়োজনে বাকি দুনিয়া থেকে সরে যাব আমরা, পৌঁছে যাব অন্য এক সময়ে।'

মাথা ঝাঁকাল আজাদ। 'এটা নিয়ে আমি কোনো তর্কের মধ্যে যাব না।'

আজাদের হাতে হাত রাখল ক্যাটলিনা। 'এটা গুরুত্বপূর্ণ, আজাদ। এখানে যে লড়াই হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু বলো আমাকে।'

BanglaBook.org

'কাল রাতে ঘুম না আসায় অনলাইনে ছিলাম,' বলল আজাদ। 'বড় যুদ্ধটা ওশেন পন্ড ব্যাটেল নামে পরিচিত, আবার কেউ কেউ বলে ওলুস্টি স্টেশন ব্যাটল—নির্ভর করে ইতিহাসটা কে লিখছে তার ওপর। প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। পদাতিক বাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী। ফাইনাল অ্যাকশনের আগে দুই পক্ষই জিতেছে, আবার হেরেছেও।'

'কখন?'

'ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগে, ১৮৬৪।'

'কী কারণে যুদ্ধটা বাধল?' প্রশ্ন করল লিলি।

'ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে কনফেডারেসি খবর পেল ইউনিয়ন ফোর্স গেইনসভাইল শহরের দিকে মার্চ শুরু করেছে। বিদ্রোহীদের ক্যাম্পে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। কমান্ডাররা একমত হলেন ওদের থামানো না গেলে গেইনসভাইল তো বেদখল হবেই, এরপর ওরা লেক সিটিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে, তারপর অশ্বারোহী বাহিনী ছড়িয়ে পড়বে, ধ্বংস করবে কলম্বিয়ান ব্রিজ—,' চার্টে টোকা দিল আজাদ। 'ওটা সুয়ানি নদীর ওপর।'

'তারপর?'

'অশ্বারোহী বাহিনী ছাড়া বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ওদের এই বাহিনী তেমন শক্তিশালী ছিল না। তার পরও প্রস্তুতি নেওয়া হলো। ওদিকে ইউনিয়ন ফোর্স, জেনারেল ট্রুম্যান সিমারের নেতৃত্বে এগিয়ে আসছে। তাদের রয়েছে ত্রিশটা জাহাজভর্তি সৈন্য, বন্দুক আর ঘোড়া।' আবার টোকা দিল চার্টে। 'তাদের ছিল দক্ষতা আর গতি, একটাও গুলি না করে ঝড়ের বেগে দখল করে নিল জ্যাকসনভাইল।'

সিটে হেলান দিল আজাদ।

'ওদিকে বিদ্রোহী বা রেবরা রাত-দিন খেটে ওলুস্টি স্টেশনে একটা অশ্বারোহী ব্যাটালিয়নকে প্রস্তুত করছে, আশা ইউনিয়নের অশ্বারোহী বাহিনীকে প্রলুব্ধ করতে ওটাকে ব্যবহার করা যাবে। এই ফাঁদটা কাজ করলে রেবদের ধাওয়া করবে ইউনিয়ন ফোর্স, ঢুকে পড়বে লুকিয়ে থাকা রেব পদাতিক বাহিনীর মাঝখানে। তারপর শুধু একচেটিয়া কচুকাটা।

'এবার এলাকা আর আমাদের সোনা সম্পর্কে একটা ধারণা দিই। প্রায় পুরোটাই পাইন বিবর্জিত, শুধু জলা আর জলা, আর আছে অসংখ্য ঝরনা আর কয়েক শ ছোট লেক। একদম খোলামেলা।' চার্টগুলো ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিল আজাদ। 'ব্রিটিশ নৌবাহিনীর লোকজন সোনার ওই চালান ইতিমধ্যে হস্তান্তর করলেও অফিশিয়াল রেকর্ডে কিছুই পাওয়া যায়নি।

BanglaBook.org

চালানটা ফ্লোরিডা উপকূলে পৌঁছায় রাতে, ভোরের আলো ফোটার আগেই জাহাজ থেকে সব নামিয়ে ফেলে ক্রুরা এবং ইউনিয়ন যুদ্ধজাহাজের সামনে পড়ার ভয়ে ব্রিটিশ জাহাজগুলো ক্যারিবিয়ান সাগর হয়ে ফিরতি পথ ধরে।

'কনফেডারেটরা একদিকে ইউনিয়নকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য রাত-দিন কাজ করছিল, আরেক দিকে চেষ্টা করছিল ওই হাজার-বারো শ মণ সোনা যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে ফেলতে। সোনার চালান সম্পর্কে কিছুই জানত না ইউনিয়ন। তাদের জানানোর কোনো ইচ্ছেও ছিল না রেবদের। কাজটা করতে প্রচুর ঘোড়া আর ওয়াগন লেগেছে, লেগেছে লোকবলও—অর্থাৎ ওদের শক্তি আরও কমেছে।'

'কী ঘটল? কে জিতল?' লিলি উত্তেজিত।

'একবার এরা এগোয় তো একবার ওরা। শেষে দেখা গেল রেবরা এই এলাকা সম্পর্কে ভালো জানত না। জলায় আটকা পড়ল তাদের সৈন্যরা। অর্থাৎ, তারা পুরো শক্তি নিয়ে হামলা চালাতে পারেনি।'

'তার মানে ওরা হারল?'

'যুদ্ধে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে সাহস, হার না মানার অটুট জেদ,' বলল আজাদ। 'জলায় আটকা পড়ল একটা নয়, ছোট ছোট কয়েক শ গ্রুপ। তাদের কাছে নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া হলো, যার যা আছে তা-ই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো ইউনিয়নের ওপর। ইউনিয়ন বাহিনী ছিল অবিচ্ছিন্ন, নিরেট একটা আকৃতি নিয়ে। সেই আকৃতির ওপর চারপাশ থেকে হামলা চালাল ছোট ছোট রেব বাহিনী, ওদের একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিতে লাগল।'

'কিন্তু লর্ড ক্লাইভের লুট করা সোনা?' জিজ্ঞেস করল লিলি, 'রোমান যুগের কয়েন?'

'কেউ জানে না,' বলল আজাদ।

'ব্যস?' চোখে-মুখে অবিশ্বাস নিয়ে বলল লিলি। 'অত সোনা স্রেফ গায়েব হয়ে গেল?'

'কিছুই আসলে গায়েব হয় না,' বলল আজাদ। 'সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা এটা হতে পারে যে সোনাবাহী খচ্চরের ট্রেন বা কাফেলার সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট ছিল, তারা ইউনিয়ন অশ্বারোহী যোদ্ধাদের হাতে মারা যায়। ওই অশ্বারোহীরা জানত না খচ্চরের পিঠে কী বহন করা হচ্ছে। আর তাদের থামারও সময় ছিল না যে দেখবে কী আছে। কারণ কাফেলার ওপর হামলা করার পরপরই তারা রেব অশ্বারোহী বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। ওই যুদ্ধটা ছিল গতিময়, বিরতিহীন ছোটার মধ্যে। নির্দিষ্ট কোনো রেখা ইত্যাদি ছিল না। ইউনিয়ন পিছু

BanglaBook.org

হটতে শুরু করায় লড়াইটা উত্তর দিকে সরে গেল, যা কিছু আছে তাই দিয়ে পেছন থেকে তাদের ওপর আঘাত করছিল রেবরা। যুদ্ধক্ষেত্র পড়ে থাকল পেছনে, সোনাসহ। পরপর কদিন তুমুল বজ্রবৃষ্টি হলো আর প্রচণ্ড ঝড় বইল। গোটা এলাকা ডুবে গেল। পালাতে শুরু করা শত্রুর পিছু ধাওয়া করার মধ্যে মারাত্মক একটা নেশা আছে। সেই নেশায় রেবরা ভুলে গেল পেছনের কথা। গোটা ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, বিশেষ করে গোটা এলাকা আকস্মিক বন্যায় ডুবে যাওয়ার কারণে। তারপর আর কেউ কিছু মনে রাখেনি।'

'এতক্ষণ তুমি যা বললে, আমার খুব কাজে লাগবে আজাদ,' বলল ক্যাটলিনা।

মুখ তুলে তাকাল আজাদ। আত্মবিশ্বাসী মনে হলো ক্যাটলিনাকে। 'কীভাবে?'

'আমরা যে জায়গার ওপর দিয়ে যাব, বোঝাই যাচ্ছে যুদ্ধের ধাতব আবর্জনা ছড়িয়ে আছে সবখানে। আবর্জনা আর ভুলে যাওয়া মানুষদের লাশ। ওদের গুরুত্ব ভাঙা হাড়ের চেয়ে বেশি। ওরা ভুগেছে, অসহ্য যন্ত্রণা পেয়ে মরেছে। কাজেই এসব মানুষের সাইকি তীব্র। এ তো এনার্জি। কখনো যা হারায় না। আইনস্টাইন বলেননি? অতীতে কী ঘটেছিল, এটা জানা সম্ভব হতে পারে। তাতে আমরা পথনির্দেশনা পেতে পারি। আমি নিশ্চিত সেবাস্তি বুটাম অ্যামেচার নয়, আর বোকা তো নয়ই। তুমি যা বর্ণনা করলে, সে-ও হয়তো ইতিমধ্যে ওসব জেনে ফেলেছে। কাজেই এখন আমরা জানি কোন পথ ধরবে সে। এই জার্নি আমরা শেয়ার করব।'

'আজাদ ভাই,' প্রবাল বলল, 'আমরা ঠিক কী ধরনের ধাতব আবর্জনার কথা ভাবছি?'

'মাসকিট, মাসকিট বল, সব ধরনের আর্টিলারি, ওয়াগনের ধাতব কাঠামো, ঘোড়ার নাল, ধাতব পাত্র, ছুরি, বেয়নেট, পদক—ওই সময়কার একটা যুদ্ধের দৃশ্য কল্পনা করো।'

সিট ছেড়ে আবার ককপিটের দিকে এগোল আজাদ। একটু পর ফিরে এসে বলল, 'আর দশ মিনিট পর জঙ্গলের ভেতর, ফাঁকা একটা জায়গায় ল্যান্ড করবে পাইলট।'

নিরাপদেই ল্যান্ড করল পেটমোটা যান্ত্রিক ফড়িং। সড়কপথে আগেই ওখানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে একটা পিকআপ ভ্যান। এক ঘণ্টা পর লিলি আর ক্যাটলিনাকে নিয়ে ভৌতিক যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা হয়ে গেল জাকি আজাদ।

BanglaBook.org

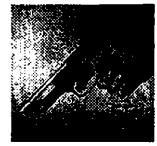

অস্ত্র, ম্যাপ, চার্ট, পানি, কয়েক সপ্তাহ চলার মতো খাবার ইত্যাদি নিয়ে আজাদ আর ওর দুই সঙ্গিনী ক্রমেই আরও দুর্গম আর বুনো হয়ে ওঠা অঞ্চলের গভীরে ঢুকে পড়ছে। ছোট শহরের সংখ্যা কমতে শুরু করল, বাড়তে লাগল একটার সঙ্গে আরেকটার দূরত্ব, তারপর একসময় সামনে আর কোনো শহর পড়ল না। পঞ্চাশ, এক শ কিলোমিটার পার হয়ে এল গাড়ি, মানুষের দেখা মিলছে না। প্রকৃতি এখানে কী এক অজ্ঞাত কারণে পাইনগাছকে পরিহার করেছে। বড় গাছ আছে, তবে বেশ কম। চারদিকে ঘন, জটিল ঝোপ-ঝাড়, লম্বা ঘাস আর ছোট গাছের রাজত্ব। শুধু পোকার কামড় ওদের মনে রাখতে সাহায্য করছে যে ওরা এখনো একটা জীবিত এবং রাগী দুনিয়ায় রয়েছে।

'আমরা যেন অতীতে বেড়াচ্ছি,' চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে বলল লিলি। 'এখানে যেন কখনো কোনো মানুষ বাস করেনি।'

'করেছে,' বলল আজাদ। 'সেমিনোল ইন্ডিয়ান, স্প্যানিশ এক্সপ্লোরার, এমনকি প্রথম দিকের সেটেলাররাও জর্জিয়া পাহাড় থেকে নেমে এসেছিল।'

'এখনো বসবাস করছে অনেকে,' বলল ক্যাটলিনা।

'বলো শুনি,' উৎসাহ জোগাল আজাদ।

'পাখিরা। চারদিকে তাকাও। প্রচুর পাখি। শুধু কাক, চিল, শকুনদের কথা বলছি না। আরও অনেক জাতের আছে।'

'শুধু পাখিও নয়,' বলল লিলি, 'আমি দেখতে না পেলেও জানি এখানে বিষধর অনেক সাপ আছে। আছে ব্যাঙ, গিরগিটি, কুমির, ভাল্লুক, বুনো শুয়োর, হরিণ।'

'ওদিকের ওই বড় গাছগুলো কেমন বাঁকা হয়ে বেড়েছে, খেয়াল করছ? সিসা আর গানপাউডারের প্রভাব। আমাদের ডান দিকে পাহাড় ঢালটা দেখো—বিস্ফোরণে ভেঙে গিয়েছিল। আমি আগুন লাগার চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি।'

'ওটা দাবানল,' বলল আজাদ। 'একটানা কয়েক বছর বৃষ্টি না হওয়ায় গোটা জঙ্গলের আট-দশ জায়গায় আগুন লেগে যায়।'

'তবে এখানে আরও একটা জিনিস আছে,' বলল ক্যাটলিনা। 'আমি সেটা অনুভব করছি। অনেক মানুষ মারা গেছে এখানে। ইরাকে বেড়াতে গিয়ে ঠিক এরকম চাপা কান্না অনুভব করেছিলাম, বুশ আর ব্লেয়ার বিনা

BanglaBook.org

দোষে মানুষ মেরেছিল ওখানে। এখানেও, চারদিকে। নিহত লোকজন যেন এখনো বিচার চাইছে।'

'সে জন্যই মার্কিনদের বজ্জাত বলা হয়, ওরা অকারণে রক্তপাত ঘটিয়ে মনে করে তাহলেই বোধ হয় দুনিয়ার বুকে সেরা থাকতে পারবে।'

'রাজনীতি? মাফ চাই,' বলল লিলি, 'আজাদ, তুমি তো আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায় অনেক আর্কিওলজিক্যাল অভিযানে অংশ নিয়েছ। এই সোনার চালান সম্পর্কে তোমার অনুভূতি কী বলছে?'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল আজাদ। তারপর বলল, 'বিদ্রোহীরা ওই সোনা যাতে ইউনিয়নের চোখে না পড়ে তার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করবে। লুকানোর সবচেয়ে ভালো উপায় মাটির নিচে পুঁতে ফেলা।'

'এর মধ্যে যুক্তি আছে,' লিলি একমত হলো।

'কিন্তু তাতে সমস্যাও অনেক,' বলল আজাদ। 'ভালো করে কিছু পুঁততে চাইলে গর্তটা তোমাকে গভীর করতে হবে এবং এমন চিহ্ন রাখতে হবে ভবিষ্যতে, যাতে নির্দিষ্ট জায়গাটা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু বিদ্রোহীদের কাছে সময় তখন বিলাসিতা। তাদের সামনে দুটো পথ খোলা ছিল, হয় নিউ অরলিয়ন্সে ডেলিভারি দেওয়া, তা না হলে চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখা। তবে আমার ধারণা, তাদের সামনে আরও একটা বিকল্প ছিল।'

'আরও একটা বিকল্প?' ভ্রু জোড়া উঁচু করল লিলি।

'হ্যাঁ। সেটা হলো, সবার চোখের সামনে ফেলে রাখা, ওটার চারপাশে যা কিছু আছে সেগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া, যাতে ওই এলাকা দিয়ে হেঁটে যাবে তুমি, যেখানে জিনিসটা লুকানো আছে, ওটার দিকে তাকাবেও, কিন্তু কক্ষনো দেখতে পাবে না।'

লিলি হাসল, 'ক্যাটলিনার জন্য কাজটা জলবৎ তরলং। কিন্তু আমার ঠিক জানা নেই কনফেডারেসি ডাইনিদের নিয়োগ দিয়েছিল কি না।'

একটা পানিভর্তি গর্তে পড়ে ওদের পিকআপ অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে, উঠতে পারছে না। 'রাস্তা এখানেই শেষ,' বলে হাত তুলে সামনেটা দেখাল আজাদ। চারদিকে গাছের গুঁড়ি দেখা যাচ্ছে। প্রতি মিটারে তিন-চারটে গর্ত, বেশির ভাগই পানিভর্তি। কাঁটাঝোপ আর আগাছা পথ আগলে রেখেছে। 'জ্যাকসনভাইলে ফেরার প্রয়োজন হলে গাড়িটা আবার দরকার হবে, কাজেই এটাকে গর্ত থেকে তুলে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখে যাওয়াই ভালো।'

খানিক চেষ্টার পর কাজটা করা গেল। ইতিমধ্যে ব্যাকপ্যাক নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে লিলি আর ক্যাটলিনা। টুলকিট থেকে ভারী তারের একটা

BanglaBook.org

রোল বের করল আজাদ, নিজের ব্যাকপ্যাকে ভরছে।

'ওটা কী হবে?' জানতে চাইল লিলি।

'না, স্রেফ একটা আইডিয়া আরকি,' রহস্য করে বলল আজাদ। তারপর নিজের আর ওদের দুজনের জন্য তিন জোড়া রাবারের মোজা বের করল, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। 'এগুলো পরলে সাপের কামড় খেলেও ভয়ের কিছু নেই।'

শেষ এগারো কিলোমিটার পার হওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠল অসংখ্য গর্ত, পোকার উপদ্রব, কাঁটাঝোপ আর ছোট ছোট গাছ প্রতি মুহূর্তে বাধা হয়ে দাঁড়ানোয়। তবে আশার কথা, আজাদের দুই সঙ্গিনীকে এতটুকু ক্লান্ত লাগছে না।

ঝোপ আর গাছের আড়াল থাকায় বেশি দূর দৃষ্টি চলে না, যদিও ম্যাপে এটাকে 'ওপেন ল্যান্ড' বলা হয়েছে।

ক্লান্ত না হলেও, একঘেয়েমির শিকার লিলি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'আর কত দূর, আজাদ? ভাবছি গর্তে বাধিয়ে পা না ভাঙি।'

'আর চার কিলোমিটার,' বলল আজাদ, ম্যাপ খুলে ওদের রুটটা দেখাল তাকে। 'আমরা পার হব পুরোনো ট্রেইল, দুটো ঝরনা, তারপর সামনে পড়বে পুরোনো রেলবেড। রেল অনেক আগেই হারিয়ে গেছে, তবে এই এলাকার কোথা দিয়ে গিয়েছিল, সেটা আমরা দেখতে পাব। রেলবেড বরাবর দেড় কিলোমিটার এগোলে ম্যাকক্লেনি শহর, আগেকার দিনের গুরুত্বপূর্ণ একটা রেল ডিপো। এখন আর তেমন কিছু নেই ওখানে, তবে ফ্লোরিডা রাজ্য সরকার ওখানে কাজ করার জন্য ফরেস্ট রেঞ্জারদের নিয়মিত নিয়োগ দিয়ে আসছে। আমাদের অফিস থেকে তাঁদের একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রয়োজনে তিনি আমাদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন।'

ঝরনার হাঁটুজল হেঁটে পার হলো ওরা। পার হলো ট্রেইল। রেলবেড পেল। পোকার কামড়ে গা ফুলে গেছে, ঘামে চটচট করছে কাপড়চোপড়, ম্যাকক্লেনি শহরে ঢোকার আগে শেষ এক কিলোমিটার পেরোচ্ছে ওরা।

শহরের ঠিক বাইরে পৌঁছাল। গায়ে ওভারঅল, চোখের কাছে নেমে আসা হ্যাট, দাড়িঅলা লোকজন দূর থেকে দেখছে ওদের। ঘেউ ঘেউ করছে দুটো কুকুর। এই সময় ওরা আবিষ্কার করল বিরাট একটা ব্যাটলস্নেক ওদের পথ আগলে রেখেছে। লিলি আর ক্যাটলিনা সাপটাকে পাশ কাটানোর জন্য পথ থেকে ঘাসের ওপর নেমে যাচ্ছে, বাধা দিল আজাদ।

'নড়ো না,' ওর কর্কশ নির্দেশ শুনতে পেল ওরা। দুজনই জমে গেল। এক মুহূর্ত পর ক্যাটলিনার হাতে বেরিয়ে এল খুদে তির-ধনুক। সামনের দিকে

BanglaBook.org

ঝুঁকে পড়েছে লিলি, হাতে বাগিয়ে ধরা ম্যাচেটি। মাথার পাশে তোলা আজাদের কবজি একটু ঝাঁকি খেল, শেষ বিকেলের রোদ লাগায় ঝিক করে উঠল ছুরির ফলা, চোখের পলকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সাপের মাথা, সেটা ছিটকে পড়ল একদিকে, আরেক দিকে মাটিতে অনবরত মোচড় খাচ্ছে ধড়। ছুরি তুলে ঘাসের ওপর রক্ত মুছল আজাদ, বলল, 'এখন নিরাপদ।'

এগিয়ে গিয়ে সাপটাকে রেলবেড থেকে তোলার জন্য ম্যাচেটি ব্যবহার করছে লিলি। লম্বা করা বাহুর শেষ মাথায় ম্যাচেটি, তার ফলার ওপর ঝোলাল ওটাকে, হাঁটার সময় লেজ আর কাটা মুন্ডুর দিকটা মাটি ছুঁই-ছুঁই করছে।

'র‍্যাটলস্নেক আসলে কতটা ভয়ংকর?' জানতে চাইল ক্যাটলিনা।

'দশ সেকেন্ডের মধ্যে তুমি মারা যেতে শুরু করবে,' বলল আজাদ, কৃত্রিম শান্ত ভাব ধরে রেখেছে। 'বিষটা সঙ্গে সঙ্গে নার্ভাস সিস্টেমে আঘাত করে। প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক, কিংবা বুলেটের মতো।' নীরস হাসি দেখা গেল ওর মুখে। 'তবে আমি যতটুকু স্মরণ করতে পারি, এই অনুভূতির সঙ্গে তুমি পরিচিত।'

'এই বিষের কোনো প্রতিষেধক নেই?'

মাথা ঝাঁকাল আজাদ। 'এখানে পাবে না। সাধারণত পায়ের পাতা থেকে হাঁটুর মাঝখানে কোথাও কামড়ায়। সে জন্যই রাবারের ওই মোজা পরা।'

ম্যাচেটি ঝাঁকিয়ে সাপটাকে এক পাশে ফেলে দিল লিলি।

'তোমার ওটাকে নিয়ে আসা উচিত ছিল।'

'মানে? কেন?'

'ওই লোকগুলো দেখছে আমাদের। ওরা খুব সন্তুষ্ট হতো।'

'ক্ষুদ্র উপহার?'

'চামড়া ছাড়িয়ে রেঁধে খেত। স্বাদটা মুরগির মতো।'

শিউরে উঠল লিলি। 'তুমি তাহলে খেয়েছ।'

'হ্যাঁ।' ঝুঁকে মরা সাপটা তুলল আজাদ। 'অচেনা কোনো শহরে ঢোকার সময় সঙ্গে কিছু গিফট থাকা ভালো।'

বাকি অল্প একটু দূরত্ব পার হয়ে একটা ভাঙাচোরা সেলুন আর রেস্টুরেন্টের বারান্দায় উঠল ওরা। কিছু প্রবীণ মানুষ কৌতূহল আর সন্দেহভরা চোখে দেখছে ওদের। বারান্দায় দাঁড়াল আজাদ।

'হাউডি,' ডাকল ও।

সবার দৃষ্টি সাপটার ওপর, তারপর দুই তরুণীর ওপর, আবার ফিরল আজাদের দিকে, তারপর আবার সাপের ওপর।

'উপভোগ করুন,' বলে সাপটা তাদের দিকে সামনে ছুড়ে দিল আজাদ।

BanglaBook.org

এক লোক তুলল সেটা, সন্তুষ্টচিত্তে ওজন অনুভব করছে। বলল, 'ধন্যবাদ।'

ধুলোভরা প্রধান সড়ক ধরে আরও এক শ গজ এগোনোর পর পুরোনো এক হোটেলের বারান্দায় উঠল ওরা, সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে 'মাইকির হোটেল'। দরজা ঠেলে লবি কাম বারে ঢুকল। পরিচ্ছন্ন সবুজ ইউনিফর্ম পরা এক ব্যক্তি খাবারঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

'আমি জেমস ব্র্যান্ডো, এই এলাকার রেঞ্জার,' বললেন তিনি, আজাদের দিকে হাত বাড়ালেন, লিলি আর ক্যাটলিনার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালেন। 'আপনি নিশ্চয় আজাদ। আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আসুন, রেস্টুরেন্টে বসা যাক। বরফ দেওয়া চা রাখা হয়েছে, আপনাদের ভালো লাগবে।'

গোল একটা টেবিলে বসল ওরা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা এক কৃষ্ণাঙ্গ পরিবেশন করলেন। 'ও মাইকি,' বললেন ব্র্যান্ডো। 'এই হোটেল চালায়। এলাকা সম্পর্কে কিছু জানতে হলে ওর কাছে আসতে হবে। আমার চেয়েও অনেক বেশি জানে। আর, ও যা বলে, শুনবেন।'

বয়স্ক নিগ্রোর সঙ্গে হাত মেলাল আজাদ। 'আমাদের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা হয়েছে কি?'

'আস্তাবলে ঢুকলেই পাবেন,' বললেন মাইকি। 'ডিনারের আগে মেয়েদের শাওয়ারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। চলুন, আপনাদের কামরা দেখিয়ে দিই...'

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের সময় ওদের সামনে খাবারের স্তূপ হাজির করলেন মাইকি—ডিম, মুরগি, ফালি করা গরুর মাংস, প্যানকেক, বিস্কুট, মধু আর জেলি। সঙ্গে এত কড়া কফি যে মরা লোকও জেগে উঠবে।

ব্রেকফাস্টের পর লিলির হাতে কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন তিনি। 'এই মাংস লবণ দিয়ে সেদ্ধ করার পর শুকানো হয়েছে। পথে খিদে পাবে, তখন খাবেন। কী বলেছি মনে আছে তো? সাবধান, বুনো শুয়োর যখন-তখন হামলা চালাবে।'

ঘোড়ায় চড়ে রওনা হতে যাচ্ছে ওরা, ব্র্যান্ডো আর মাইকির দিকে পালা করে তাকাল আজাদ, বলল, 'আর মাত্র একটা প্রশ্ন। কাল রাতেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। এই জায়গা হয়ে আর কেউ গেছে নাকি?'

'গেছে তো,' ওদের সচকিত করে দিয়ে বললেন মাইকি। 'তবে থামেনি। ঘোড়ার পিঠে ছয়, কিংবা আটজন লোক। সঙ্গে এক পাল খচ্চর, বড়সড় ওয়াগন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কথা বলেনি কেউ, আমরাও বলিনি।'

'কী ধরনের লোক তারা?' জানতে চাইল আজাদ।

BanglaBook.org

'সশস্ত্র,' বললেন মাইকি। 'প্রচুর, যেন যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। কিন্তু শিকার করতে এসেছে বলে মনে হলো না।'

সেটা আপনি ভাবছেন মানুষকে টার্গেট মনে করতে চাইছেন না বলে, ভাবল আজাদ, তবে, যাক, আমরা অন্তত জানতে পারলাম সেবাস্তি বুটাম কোথায় আছে।

লোড করা রাইফেলটা আরেকবার চেক করল আজাদ।

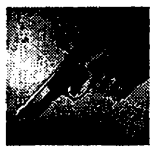

পরবর্তী কদিন বুনো শুয়োর আর ভালুকের আকস্মিক আক্রমণ এড়ানোর জন্য রাতে তাঁবুর চারপাশে ছোট ছোট আগুন জ্বেলে ঘুমাল ওরা, আর দিনের বেলা ওলুস্টি যুদ্ধক্ষেত্রে লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালাল। পিঠে আরোহী নিয়ে মাঠে-ময়দানে আর জলায় ঘুরে বেড়ানোর সময় নার্ভাস হয়ে পড়ল ঘোড়াগুলো, কারণ এসব জায়গা প্রচুর রক্ত শুষেছে, বুকে এখনো ধারণ করে আছে নিহত সৈন্যদের হাড়।

ক্যাটলিনা একদম চুপচাপ, টুকটাক আলাপ থেকেও নিজেকে বিরত রাখছে। ওর কিংবা লিলির কাছ থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়ার কোনো দরকার নেই আজাদের। এই এলাকার ভীতিকর ও বীভৎস অতীতের সঙ্গে ওর সাইকিক কানেকশন যা-ই হোক না কেন, সেটা মানসিক ও শারীরিক, দুভাবেই ভোগাচ্ছে ওকে।

'ও যেভাবে এটা-সেটা খুঁজে পায়, ইন্ডিয়ান ট্র্যাকার হতে পারত,' লিলিকে বলল আজাদ। 'ওর অবস্থা দেখে আমার মনে হচ্ছে কী ঘটেছে তা যেন দেখতে পাচ্ছে।'

'আর তুমি বুঝি একদমই ভালো করছ না?' জিজ্ঞেস করল লিলি, সঙ্গে করে নিয়ে আসা আজাদের স্পর্শকাতর কম্পাসের দিকে একবার তাকাল।

মাথা নাড়ল আজাদ। 'এটা এত ভালো কাজ করছে যে আমি শুধু পাগল হতে বাকি আছি,' মন খারাপ করে বলল। 'যেখানেই আমরা যাচ্ছি, সবখানে ধাতব বস্তুর ছড়াছড়ি। কম্পাসের কাঁটা সবদিকে ঘুরছে। আমরা এগোচ্ছি, ওটা একের পর এক আরও বেশি শক্তিশালী টার্গেট খুঁজে নিচ্ছে। আর এখন পর্যন্ত যে-কটা আমরা পরীক্ষা করেছি, সেগুলো হয় লোহার বল, কিংবা কামান।' হাত তুলে

BanglaBook.org

সামনেটা দেখাল। 'প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছি আমরা। প্রচণ্ডতার দিক দিয়ে দেখলে সবচেয়ে বড় যুদ্ধটা হয়েছিল ওদিকে, লেকের ঠিক দক্ষিণ-পুবে।' ঘোড়া ছুটিয়ে ওর পাশে চলে এসেছে ক্যাটলিনা, চোখে-মুখে সতর্ক একটা ভাব নিয়ে ওর কথা শুনছে। 'ওই সোনা যদি যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে গিয়ে থাকে, খচ্চরদের সঙ্গে থাকা লোকজন অবশ্যই প্রাণ নিয়ে পালাতে পারেনি।' এলাকাটা ভালো করে দেখার জন্য জিনের পা-দানিতে দাঁড়াল আজাদ।

'তোমার কী অনুভূতি হচ্ছে আমাকে জানাও,' বলল ক্যাটলিনা।

'আমার অনুমান,' ধীরে ধীরে বলল আজাদ, 'সোনা আর মোহর পুঁতে ফেলেছে ওরা। তবে খুব বেশি গভীরে নয়। তা করার মতো সময় বা লোকবল ওদের ছিল না।' বাঁকা একটু হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে, তাতে বোঝা গেল অনুমান করাটা ওর পছন্দ নয়। 'এখানে ব্যাপারটা খড়ের ভেতর সুই খোঁজার মতো। দুঃসংবাদ হলো, খড়ের স্তূপ ছড়িয়ে আছে কয়েক বর্গকিলোমিটারজুড়ে। আর সুইটা,' ইঙ্গিতে হাতের কম্পাস দেখাল, 'আমার সঙ্গে ছলচাতুরী শুরু করেছে। আমাদের এখন উচিত সেই জায়গাটা খুঁজে বের করা, যেখানে চূড়ান্ত লড়াইটা হয়েছিল। তাতে আমাদের তল্লাশির পরিধি ছোট হয়ে আসবে। এসো, চারপাশে যা দেখছি সেগুলোর প্রতি আরও মন লাগাই।'

'বুটাম কী করছে?' জানতে চাইল লিলি।

'তা যদি কেউ জানে তো একমাত্র ক্যাটলিনা জানতে পারে।'

'সে কাছাকাছি আছে,' বলল ক্যাটলিনা।

'কাছাকাছি মানে?' চাপ দিল আজাদ।

'যতটা কাছে থাকলে বিপজ্জনক বলা যায়,' বলল ক্যাটলিনা।

'এর মানে হলো আমাদের পেছনে ঘুরঘুর করছে ওরা,' বলল আজাদ। 'এখনো যদি ওরা ওই গুপ্তধন পেয়ে না থাকে—আমার ধারণা, পায়নি—স্বভাবতই আমরা কী করি দেখতে চাইবে।' আবার নিজের চারদিকে চোখ বোলাল। 'আমরা ওদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ক্যাটলিনা বলছে এত কাছে চলে এসেছে যে বিপজ্জনক—হতে পারে আমাদের ওরা দেখতে পাচ্ছে।'

এই আন্দাজ যে কতটা নির্ভুল, ওর একটা চিৎকার সবাইকে তা বুঝিয়ে দিল। আজাদের শরীরে যেন একটা ঘূর্ণি আঘাত করল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায় কাতরে উঠল। লিলি আর ক্যাটলিনা চমকে উঠল, দেখল লাল একটা দাগ ফুটল আজাদের ঠিক কানের নিচে। প্রায় অজ্ঞান, জিন থেকে পিছলে মাটিতে পড়ে গেল আজাদ।

তারপর দূর থেকে ভেসে এল রাইফেলের গর্জন। ক্যাটলিনা তখনো নড়তে পারেনি, ঘোড়া থেকে লাফ দিল লিলি, দুই হাতের ধাক্কায় ফেলে দিল

BanglaBook.org

ক্যাটলিনাকেও। 'তুমি ওকে দেখো,' হিসহিস করে বলল সে, এক টানে জিনে আটকানো লোড করা রাইফেল নিয়ে ঘাড় ফেরাল যেদিক থেকে গুলিটা এসেছে সেদিকে।

নিচু হয়ে থাকছে লিলি, সরে আসছে আজাদ আর ক্যাটলিনার দিকে। আজাদ এখন পুরোপুরি সচেতন। 'মুখের ওপর দিকটা ছুঁয়ে গেছে বুলেট,' বলল ক্যাটলিনা, চেরা অংশটায় ব্যান্ড্যানা চেপে রক্ত থামানোর চেষ্টা করছে। 'এক ইঞ্চির জন্য মারা যায়নি।' এক পাশে সরে গিয়ে লিলিকে আজাদের কাছে পৌছানোর সুযোগ করে দিল সে।

'ও মাগো!' বলল আজাদ। 'জ্বালা করছে। আমি কি রাইফেলের আওয়াজ পেয়েছি?'

'পেয়েছ,' বলল লিলি। 'নড়াচড়া না করে চুপ করে শুয়ে থাকো। আগে রক্ত পড়া থামাই।'

হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে ডান হাতে রাখল আজাদ। 'ঠিক আছে,' বলল, বুঝতে পারছে এখনো প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

'স্নাইপার,' বলল লিলি।

মাথা ঝাঁকাতে যাচ্ছিল আজাদ, ব্যথায় চোখ কোঁচকাল। 'রাইফেল নিয়ে এসো,' বলল ও। 'ওরা হয়তো আরও কাছে চলে আসছে।'

রাইফেল দুটো নিয়ে এল ক্যাটলিনা। 'ওর সঙ্গে থাকো। ঘোড়াগুলোকে বাঁধো,' দ্রুত বলল লিলিকে। 'ওখানে ওরা যারাই থাকুক, আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে চাইছে। প্রথমে আমাকে ওই স্নাইপারকে পেতে হবে।'

লিলি বা আজাদ বাধা দেওয়ার আগেই উঁচু ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেল সে। আর প্রায় ওই মুহূর্তেই ওদের চারপাশে হাজির হলো, ওদের একরকম ঘিরে ফেলল, ভৌতিক একটা কুয়াশা।

'আমরা এখন নিরাপদ,' বলল লিলি। 'অন্তত তোমাকে সেলাই করার একটা সুযোগ পাওয়া গেল।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তার দিকে তাকাল আজাদ। 'কিসের সুযোগ পাওয়া গেল বললে?'

'সেলাই করার,' বলল লিলি। 'আমরা ওখানে ব্যান্ডেজ করে দিতে পারি, কিন্তু ওদিকের কানে তাহলে তুমি কিছু শুনতে পাবে না। তা ছাড়া, তখন তোমাকে দেখতে লাগবে ঠিক একটা মিসরীয় মমি।' নিজের ব্যাকপ্যাক হাতড়াচ্ছে। তার হাতে প্রকাণ্ড একটা সুই দেখতে পেল আজাদ। 'আমার পরামর্শ হলো, মিস্টার এসপিওনাজ এজেন্ট ওরফে অ্যামেচার আর্কিওলজিস্ট,

BanglaBook.org

শরীরটা শিথিল করে দাও, তারপর দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করার জন্য তৈরি হও।'

'কতক্ষণ হলো গেছে ক্যাটলিনা?' ম্লান চেহারা, মুখের একটা পাশে অসহ্য ব্যথা, তবে সতর্ক ভাব আর শক্তি দ্রুতই ফিরে পাচ্ছে—এখনই আবার তল্লাশি শুরু করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে আজাদ।

ওর চিন্তায় বাধা পড়ল লিলি কথা বলে ওঠায়। 'আজাদ, এই কুয়াশাকে আমরা কিন্তু কাজে লাগাতে পারি। জানি গুলিটা কোত্থেকে এসেছে, কাজেই পিছু হটে ওদের পাশে পৌঁছে যেতে পারি আমরা, ওরা কিছু টের পাবে না।'

মাথা নাড়ল আজাদ, আচমকা ব্যথা পেয়ে মুখ কোঁচকাল। 'লিলি, এটা তোমাদের নিউ ফরেস্ট নয়। তা ছাড়া ওদের সঙ্গে প্রচুর ফায়ার আর্মস রয়েছে।'

'তার মানে কি আমরা ওদের সঙ্গে লড়তে পারব না?'

আবার মাথা নাড়ল আজাদ, এবার গম্ভীর মুখে সহ্য করল ব্যথাটা। 'আমার কথা শোনো, লিলি! ওরা সম্ভবত আমাদের ঘিরে ফেলেছে। একটা স্পট থেকে গুলি করা হয়েছে, এখন অপেক্ষা করছে আমরা এরপর অন্য কোন দিকে ওদের আরও কাছাকাছি দেখা দেব। কী বলছি বুঝতে পারছ? এখানে আমাদের কোনো প্রটেকশন নেই। ওরা হয়তো আমাদের ঘোড়া বা কুয়াশার ওপরটা দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু মাথা নিচু করে রাখলে ওরা নিশ্চিত হতে পারবে না আমরা ফাঁকি দিয়ে সরে গেছি কি না।'

'এখন তাহলে কী করব আমরা?'

'ক্যাটলিনার জন্য অপেক্ষা। এটা যদি শিকার আর শিকারির খেলা হয়ে থাকে, ও কিছু সুবিধে পাবে। আমি নিশ্চিত, বুটাম কিছু বোঝার আগেই তার দলের কাছে পৌঁছে যাবে ক্যাটলিনা।'

আজাদের কথা শেষ হতে না হতে কুয়াশার ভেতর একটা আলোড়ন উঠল, ওদের সামনে দুভাগ হয়ে গেল সেটা, সেখান থেকে বেরিয়ে এল ক্যাটলিনা। ওর মুখে গম্ভীর হাসি লেগে রয়েছে। 'ওই বোকাটা, স্নাইপার, দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছাকাছি চলে এসেছিল।' ডান হাতটা যেন ওর অজান্তেই তলোয়ারের হাতল স্পর্শ করল। 'বাদ দাও, তুমি কেমন আছ?'

'ভালো না,' বলল আজাদ। 'লিলি সেলাই করার পর খুব ব্যথা করছে, পেইনকিলার খেয়েও থামাতে পারছি না।'

'কই দেখি,' বলে আজাদের সামনে এসে দাঁড়াল ক্যাটলিনা, একেবারে গায়ে গা ঠেকিয়ে। দেখতে না পেলেও ক্ষতের ওপর স্পর্শ অনুভব করল

BanglaBook.org

আজাদ, বেশ কর্কশ, ক্যাটলিনার হাত বলে মনে হলো না।

তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দূরে সরে গেল সে, বলল, 'তাড়াতাড়িই সেরে যাবে।'

'এখন ওরা আটজন, বুটামকে নিয়ে। সবাই সশস্ত্র।'

'কিন্তু আমরা মাত্র তিনজন,' মনে করিয়ে দিল আজাদ।

'তাতে তেমন কিছু এসে যায় না,' বলল ক্যাটলিনা, চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। 'সে আমাদের ওপর হামলা চালানোর হুকুম দিয়েছে। কাজেই সবকিছু এখন বদলে যাবে। প্রতিপালিত হবে পুরোনো বিধান।'

'পরিস্থিতি ঠিক তা নয়,' বলল আজাদ। 'আক্রান্ত হয়েছি আমি। তোমরা নও।'

কথাটা যেন শুনতে পায়নি ক্যাটলিনা। শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে সে, ধনুকে তির লাগানো, তলোয়ারের হাতল মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। 'এখনই সময়, আজাদ। প্রাচীন বিধান পদক্ষেপ নিতে বলছে। বুটামের বিরুদ্ধে এখনই আমাকে অ্যাকশনে যেতে হবে।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল আজাদ।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যাটলিনা, হকচকিত দেখাচ্ছে ওকে। এই লোক ওর মিত্র। পরস্পরের প্রাণ বাঁচিয়েছে তারা। তাহলে ওর শত্রুকে কেন রক্ষা করতে চাইছে সে? 'যা বলার তাড়াতাড়ি বলো, আজাদ, তোমার সতর্কতা আমি তেমন গুরুত্ব দিচ্ছি না।'

'আমার বলার কথা হলো, এখানে তোমরা নিজেদের পরিবেশ পাচ্ছ না। ওদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে যাওয়াটা হবে নিতান্তই বোকামি। শোনো, ক্যাটলিনা, নিউ ফরেস্টের মতো এখানে তির ছুড়ে কোনো লাভ হবে না।'

'তোমাকে বলেছে!'

উত্তেজিত হয়ে পায়চারি শুরু করল আজাদ। 'বুটাম সম্পর্কে অফিস থেকে অনেক নতুন তথ্য পেয়েছি আমি। ওরা আমাদের অনেক লোককে গুম আর খুন করেছে। কাজেই আমিও চাই তাকে। কিন্তু তার মতো একটা স্টার ক্রিমিনালকে শাস্তি দিতে হলে বিশেষ প্ল্যান দরকার। সত্যি কথা বলছি বলে আমার ওপর রাগ কোরো না, এখানে প্রাচীন ওই জাদুকর মার্লিনের পদ্ধতি কোনো কাজে আসবে না।'

'তুমি যতটুকু বোঝো, মার্লিনের পদ্ধতি তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।' ক্যাটলিনের চেহারা পাথরের মুখোশ বনলেই হয়।

'সেটা একটা হাই-ভেলোসিটি বুলেট থামাতে পারে না!' আবার চেঁচিয়ে উঠল আজাদ। 'মনে রেখো, মাথায় একটা গুলিই তোমার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। তখন তোমার মার্লিন, ক্যালিবান আর যেখানে যত ডাইনি বেঁচে ছিল, সবাই

BanglaBook.org

মিলেও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না!'

'আমি এখানে অযথা সময় নষ্ট করছি,' রাগে মাটিতে পা ঠুকল ক্যাটলিনা, তারপর যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

'থামো! একটা প্রশ্ন, ক্যাটলিনা।'

থামল ক্যাটলিনা, ঘুরল। 'এটাই তোমার শেষ প্রশ্ন, জাকি আজাদ।'

'নিউ ফরেস্টের অত সব ম্যাজিক আর ডাইনিদের সহযোগিতা নিয়েও মার্লিন কি রাজা আর্থারের মৃত্যু ঠেকাতে পেরেছিলেন? ম্যাজিক সোর্ড বলো আর যা-ই বলো, কোনো কাজে আসেনি, তিনি মারা গেলেন। রাজা আর্থার যদি ব্যর্থ হন, তুমিও হতে পারো।'

আজাদের কথায় যুক্তি আছে, বুঝতে পেরে অপেক্ষা করছে ক্যাটলিনা, শুনতে চাইছে আর কী বলার আছে ওর।

'আর তুমি বুটামকে মারার আগে বুটাম যদি তোমাকে মেরে ফেলে, তোমার তো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।'

'ঠিক আছে, তাহলে আমাকে জানাও, তুমি কী করবে বলে ভাবছ,' বলল ক্যাটলিনা, 'তোমার প্ল্যানটা কী?'

স্বস্তির পরশ অনুভব করল আজাদ। 'আরেকটা উপায় আছে। সময় বা বিস্তৃতিকে বাঁকিয়ে ভালোই চমকে দিয়েছ আমাকে তোমরা। আমার ধারণা, চেষ্টা করলে আমিও বোধ হয় সময়কে একটু বাঁকাতে পারব।'

ওরা দুই বান্ধবী ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। ওর কথা তাদের বোধগম্য হচ্ছে না। আজাদ আর যা-ই হোক, জাদুকর নয়। প্রাচীন গোপন বিষয় চর্চা কিংবা নিয়ন্ত্রণ করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ওর কথায় হতাশ হয়ে মাথা নাড়ছে ক্যাটলিনা। আবার ঘুরে দাঁড়াতে যাবে, ওর একটা হাত ধরল লিলি, 'শোনো, ক্যাটলিনা। ও যেন কী বলতে চাইছে।'

সরাসরি ক্যাটলিনার দিকে মুখ করল আজাদ, 'তুমি কি বুটাম আর তার লোকজনকে ব্যস্ত রাখতে পারবে? ছায়া ধাওয়া করে বেড়াল বা আর কিছু। শুধু নিশ্চিত করতে হবে কাল সকাল দশটা পর্যন্ত যেন এই খোলা জায়গাতেই থাকে। ওই সময় তোমাদের সমস্ত ক্ষমতা দরকার হবে আমার, ক্যাটলিনা। তখন আমি চাইব এই কুয়াশা যেন আশপাশের প্রতিটি ফাঁকা জায়গা আর মাঠ-ময়দান পুরো ঢেকে ফেলে, মাটিতে দাঁড়ানো কিছুই যাতে দেখতে না পায়।'

'হ্যাঁ,' বলল ক্যাটলিনা। 'কিন্তু এটা তুমি চাইছ কেন?'

'প্লিজ। সব আমি পরে ব্যাখ্যা করব। এই মুহূর্তে দরকার আমার ওপর তোমার আস্থা। আমি যা বলব তুমি তা-ই করবে। আর আমি যদি ব্যর্থ হই...' কাঁধ ঝাঁকাল

BanglaBook.org

আজাদ, 'ঠিক আছে, বুটাম তো তখনো এখানে থাকবে। সোনার খোঁজে গোটা এলাকা তছনছ না করা পর্যন্ত এই এলাকা ছেড়ে কোথাও সে যাবে না।'

'তোমার যুক্তি মেনে নিলাম আমি, এমনকি সবটুকু যদি না-ও বুঝে থাকি।'

'দারুণ। সন্ধে হয়ে আসছে।' জরুরি ভঙ্গিতে বলল আজাদ, 'রাত নামলে, চেষ্টা করে দেখো দেখি শয়তানের দলটাকে দিয়ে কোনো ধরনের আওয়াজ করাতে পারো কি না। যাতে আমরা বুঝতে পারি কোথায় আছে তারা। পারবে?'

'হ্যাঁ। তোমার ইচ্ছে পূরণ করা হবে। রাতে।' ঘুরে কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেল ক্যাটলিনা।

'আমার ধারণা, ওর জন্য এটা তেমন কঠিন কিছু নয়,' লিলিকে বলল আজাদ।

'না,' বলল লিলি, 'কীভাবে কী করবে রাত নামলে বোঝা যাবে।'

'প্রায় মাঝরাত,' মোবাইল ফোনে সময় দেখার পর বলল আজাদ, 'এখন পর্যন্ত কিছুই শুনলাম না...' ঝট করে দুই হাত তুলে নিজের মাথা চেপে ধরল, খুলিতে অকস্মাৎ প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়েছে, যেন কেউ বারবার ছুরি মারছে ওখানে।

লাফ দিয়ে ওর পাশে চলে এল লিলি। 'একটু পরই সেরে যাবে,' বলে ওর হাতের ওপর হাত রাখল সে।

ব্যথায় কুঁচকে আছে আজাদের মুখ। 'কী ঘটল?' কর্কশ সুরে জিজ্ঞেস করল।

'এর কারণ তোমার ক্ষত নয়। সেটা শুকিয়ে গেছে,' আজাদকে আশ্বস্ত করল লিলি। 'এই ব্যথাটা এসেছে ক্যাটলিনার তরফ থেকে। তোমার দিকে তাক করা হয়নি। ও পশুদের ডাকছে।'

'একসঙ্গে এত ধাঁধার মধ্যে ফেলো না তো,' বলল আজাদ। 'ক্ষত শুকিয়ে গেছে মানে?' হাত তুলে সেটা স্পর্শ করল ও। সঙ্গে সঙ্গে তাজ্জব হয়ে গেল। 'হোয়াট! প্রায় মসৃণ লাগছে, চাপ দিলেও ব্যথা লাগছে না! মানে?'

'ওখানে ক্যাটলিনা ক্যালিবানের খাপ ছুঁইয়েছিল,' বলল লিলি। 'এত অবাক হচ্ছ কেন, আজাদ? তুমি দেখোনি বুলেটের গর্ত নিয়েও বেঁচে গেছে সে?'

'কিন্তু...আচ্ছা, এ প্রসঙ্গ থাক। পশুদের ডাকছে ক্যাটলিনা, আর তাই আমার মাথাব্যথা করছে—এটা কী?'

'নিজেই বুঝতে পারবে। কান পাতো।'

মাটি কামড়ে থাকা কুয়াশার ভেতর দিয়ে কী সব ছুটছে, পশুদের দ্রুতগতি পায়ের আওয়াজ বলেই মনে হলো আজাদের, সঙ্গে মিশে আছে তীক্ষ্ণ ডাকাডাকি আর ঘোঁতঘোঁত শব্দ। হঠাৎ করে ওই সব আওয়াজে রাগের মাত্রা বেড়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর লোকজনের সচকিত হাঁকডাক, তারপর

BanglaBook.org

আতঙ্কিত ছোটাছুটির শব্দ ভেসে এল। ব্যথা পেয়ে চিৎকার করছে অনেকে। খানিক পর সব আবার নীরব।

অন্ধকারে তাকিয়ে আছে আজাদ। সরু একফালি চাঁদ শুধু কুয়াশার ওপরের স্তর আলোকিত করতে পেরেছে। দূরে একটা আভা দেখা গেল, ক্রমেই সেটার উজ্জ্বলতা বাড়ছে, কখনো কমলা, আবার কখনো লাল দ্যুতি ছড়াচ্ছে অনবরত ভাঁজ হতে থাকা কুয়াশা-বরাবর।

'ওটা ওদের ক্যাম্প,' বিড়বিড় করল আজাদ। 'বুটাম আর তার খুনির দল। ওই আগুনের আমি কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। নিজেদের আমাদের জন্য আদর্শ টার্গেট বানিয়ে রেখেছে ওরা।'

'দুজন বাদে, যারা মারা গেছে।' আজাদ আর লিলি একযোগে ঘুরে তাকাল, দেখল কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা ভূতের মতো হেঁটে আসছে ক্যাটলিনা। ওর ধনুক এখনো কাঁধে আটকানো, হাতের সেপটা উজ্জ্বল আভা ছড়াচ্ছে।

ওদের কাছে এসে আগুনের ধারে বসল ক্যাটলিনা। আজাদের দিকে ফিরে হাসছে। 'তুমি যা চেয়েছিলে সেটা আমি করেছি। এখন তুমি জানো ওরা কোথায়। আটজন ছিল, এখন ছয়জন। এই অন্ধকারে আগুনের তৈরি নিরাপত্তা ছেড়ে নড়বে বলে মনে হয় না।'

'দুজন মারা গেছে?' আজাদ নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে শুনতে ওর ভুল হয়নি।

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল ক্যাটলিনা।

'তুমি—?'

আজাদকে থামিয়ে দিল ক্যাটলিনা। 'না। এই দুজনকে আমি খুন করিনি।'

মাথা নিচু করে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল আজাদ, ফুলকি ওড়া দেখছে, 'কী ঘটল?'

ইঙ্গিতে সেপটাটা দেখাল ক্যাটলিনা, পাথরগুলো সূক্ষ্ম দ্যুতি ছড়াচ্ছে। 'এটার সাহায্যে বুনো শুয়োরের পালগুলোকে ডেকে নিই আমি। শুধু যেগুলোর লম্বা, চোখা দাঁত আছে—হাতির মতো। বিরাট একটা পালের আকৃতি নিয়ে ছুটে আসে ওগুলো, ওদের ক্যাম্প মাড়িয়ে তছনছ করে দিয়েছে। সাংঘাতিক হিংস্র ওগুলো।'

'জানি।'

'কী হচ্ছে বোঝারও সুযোগ পায়নি ওরা, তার আগেই ওদের কজনকে দাঁত দিয়ে গেঁথে ফেলে ওগুলো। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ায় মারা গেছে একজন।'

'তুমি বললে দুজন মারা গেছে,' বলল লিলি।

মাথা ঝাঁকাল ক্যাটলিনা। 'হ্যাঁ। ওরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, গুলি করছিল এলোপাতাড়ি, ফলে নিজেদের গুলিতেই একজনকে হারিয়েছে।' সারা

BanglaBook.org

মুখে হাসি ছড়াল।

'গুলিতে শুয়োর মারা পড়েনি?' জানতে চাইল আজাদ।

'পড়েছে, কমপক্ষে তিনটে। জানোই তো, ওরা প্রফেশনাল। কদিন হলো ওদের ক্যাম্পে তাজা মাংস ছিল না। আজ রাতে ওরা পেট ভরে মাংস খাবে। আগুন আর ধোঁয়া দেখে আমরা বুঝতে পারব ক্যাম্প ছেড়ে কোথাও যায়নি ওরা।'

'কিন্তু, ক্যাটলিনা,' বলল লিলি, 'সত্যি কি ওরা থাকবে ওখানে?'

হেসে উঠল ক্যাটলিনা। 'অন্ধকারে কোথাও সরে যাওয়ার ঝুঁকি নেবে তুমি, জমিন যেখানে কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে, এটা জেনেও যে দাঁতালো বুনো শুয়োরের পাল কাছেপিঠেই কোথাও আছে, হামলার জন্য তৈরি হয়ে? ভুলে যেয়ো না, ওদের কাছে ওগুলো অদৃশ্য।'

'চমৎকার!' থেমে থেমে বলল আজাদ, চোখে প্রশংসা নিয়ে ক্যাটলিনার দিকে তাকিয়ে আছে। 'কাল সকালে আমার পালা।'

সে রাতে ক্যাম্পফায়ারের আভা আর চাঁদের আলোয় 'ওলুস্টি স্টেশন লড়াই'-সংশ্লিষ্ট ম্যাপগুলো অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করল আজাদ। ক্যাটলিনা অকাতরে ঘুমাচ্ছে। লিলিও খানিক ঘুমিয়েছে, তবে আজাদের কাজের প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছে তার মধ্যে। দেখতে পাচ্ছে ম্যাপের গায়ে পেনসিল দিয়ে কিছু করছে আজাদ, কিন্তু কী করছে দেখতে পাচ্ছে না।

'তুমি ঠিক কী করতে চাইছ, বলো তো?' এবার নিয়ে দুবার জিজ্ঞেস করল লিলি। 'আমাদের এরকম অন্ধকারে রাখার কী কারণ?'

তার কাঁধ চাপড়ে দিল আজাদ। 'এখনই নয়, ডিয়ার উইচ্যাম। কিছু খুঁটিনাটি কাজ এখনো বাকি আছে। আমাকে যদি সফল হতে হয়, প্রতিটি জিনিস খাপে খাপে মিলতে হবে।'

'ঠিক আছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল লিলি, 'আমাকে অন্তত তোমার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখতে দাও ম্যাপ নিয়ে কী করছ তুমি।'

তাকে ওর পাশে এসে বসার জন্য জায়গা করে দিল আজাদ। 'ভালোই হলো। আগুনের আভা কমে আসছে, টর্চ জ্বেলে ধরে থাকো তুমি।'

BanglaBook.org

টর্চটা তুলে নিয়ে জ্বালল লিলি, তবে আলোটা ম্যাপের দিকে নয়, আরেক দিকে তাক করল। 'আগে একটা প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে আমাকে, দ্য ওয়াইজ ওয়ান।'

'বাহ্, দারুণ। সত্যি দারুণ। বলো?'

'এখানে এই আগুনের পাশে বসে আছি আমরা। তাতে বুটাম আর তার লোকদের কাছে আমরা পরিষ্কার আর সহজ টার্গেটে পরিণত হয়েছি। কিন্তু তার পরও আমাদের নিরাপত্তা নিয়ে তোমার মধ্যে কোনো উদ্বেগ দেখছি না কেন?'

'ক্যাটলিনা তো ওদিকটা দেখেছে, ভুলে গেলে? বুনো শুয়োর, অদ্ভুত ছায়া—এসব?'

ধৈর্য ধরে রেখে লিলি বলল, 'আজাদ, তার মানে এই নয় যে ওদের দু-একজন লোক সাহস করে এগিয়ে আসবে না বা হামলা করবে না। তুমি নিজেই বলেছ ওরা প্রফেশনাল। আমার কাছে সেটার অর্থ হলো ওরা সুযোগ খুঁজবে, ঝুঁকিও নেবে।'

'ঠিক বলেছ। তবে সে জন্য আমাদের খুব কাছে আসতে হবে ওদের,' বলে হাসতে লাগল আজাদ।

'হাসির কী ঘটল?'

'একদম কাছে না এসে গুলি করতে পারবে না ওরা, যেমনটি বলছিলাম। কুয়াশা ইত্যাদি। লিলি, যাও, খোলা মাঠ ধরে একটু হেঁটে এসো। ওদিকে যেতে পারো। শুধু ওদের আগুনের দিকটা বাদে।'

'কী! কেন, কোন দুঃখে?'

'যা বলছি শোনো, লিলি।'

'মাঝেমধ্যে, আজাদ, তোমার আচরণে আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি...'

'হাঁটো!'

দাঁড়াল লিলি, পশ্চিম দিকে রওনা হলো। কুয়াশার ভেতর সম্ভবত বিশ গজের মতো হেঁটেছে, তার গোড়ালির চারধারে কী যেন আটকাল। সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন ধাতব শব্দ হতে পাথর হয়ে গেল সে।

অন্ধকার থেকে ভেসে এল আজাদের গলা, 'ঠিক আছে, মধুর মিষ্টতা, এবার তুমি ফিরে আসতে পারো।'

কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এসে ওর পাশে বসল লিলি, 'বলো এবার, কী ব্যাপার?'

'তার ঝোলানো হয়েছে, কেউ এদিকে এলে তার পায়ে যাতে বাধে। তুমি ঘুমোচ্ছিলে, আমি আর ক্যাটলিনা চারদিকে গাছের ডাল পুঁতে তার টাঙিয়েছি,

BanglaBook.org

ওই তারের সঙ্গে ঝুলিয়েছি সব ধরনের ধাতব টুকরো, গায়ে গা ঠেকিয়ে। তুমি তো শুনলাম ভালোই বাজালে ওগুলো।'

ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে ক্যাটলিনা। ভূতের মতো নিঃশব্দে হেঁটে এল ওদের কাছে। 'তার!' চাপা গলায় আজাদকে বলল। 'কেউ আসছে?' ওর হাতে খাপমুক্ত ক্যালিবান, ফলায় লেগে প্রতিফলিত হচ্ছে আগুন।

মাথা নাড়ল আজাদ। 'নাহ্। আমাদের অ্যালার্ম সিস্টেম পরখ করছিল লিলি। ঘুম যখন ভেঙেই গেছে, সকালের জন্য আমি কী প্ল্যান করেছি শুনবে নাকি?'

'আমি কফি আনছি,' বলল লিলি। এনামেল করা মগে ধূমায়িত কফি নিয়ে ফেরার পর আজাদের ম্যাপ নিয়ে বসল ওরা।

'ঠিক আছে,' শুরু করল আজাদ, গলার সুর গম্ভীর। 'এখানে যে লড়াইটা হয়েছিল, সেটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা তোমাদের দুজনেরই আছে। এখন আমি যেটা করতে চাইছি, তোমাদের সাহায্য নিয়ে, অতীতের কিছু শক্তিশালী এনার্জিকে তুলে সামনে নিয়ে আসব।' কার কী প্রতিক্রিয়া হলো দেখার জন্য থামল না, ফিরে গেল ম্যাপে।

'এদিকে তাকাও। আমাদের দক্ষিণে। আমরা জানি, এখানে পুরোনো একটা ওয়াগন ট্রেইল আছে। ওই রাস্তার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, পরিষ্কারই দেখা যায়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, ওই পুরোনো রাস্তা বরাবর বেশ কয়েকটা ফাঁকা বিস্তৃতি আছে। এখন, এই ম্যাপগুলো যদি নির্ভুল হয়, তাহলে ওলুস্টি যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় ওদিকে যাওয়ার পথে যে জঙ্গল পড়ে বিদ্রোহীরা ক্যাম্প গেড়েছিল তার কিনারায়।' আজাদের আঙুল ম্যাপের ওপর একটা রেখা তৈরি করল। 'কাজেই ইউনিয়নের অশ্বারোহী বাহিনী যে ব্যাপক আক্রমণ শুরু করেছিল, সেটা উত্তর দিক থেকে।'

আবার একবার ম্যাপটা দেখে নিল লিলি, 'আমরা এখন যেখানে রয়েছি তার ঠিক পেছনেই।'

'সোনালি রোদ্দুর, একদম ঠিক ধরেছ তুমি।' প্রশংসা করল আজাদ। 'এখন দুই বান্ধবীর সাহায্য দরকার আমার। আইডিয়া দাও, আমাদের দক্ষিণের ওই ফাঁকা স্পটে বুটাম আর তার দলকে কীভাবে নিয়ে যাওয়া যায়। মনে রাখতে বলি, সেটা ঘটতে হবে সকাল দশটার কাছাকাছি সময়ে—কিছু আগে হলে চলবে, তবে অবশ্যই দশটার পরে নয়।'

'কিন্তু কেন?'

'অতীতের ছোট্ট একটা চালাকি,' রহস্য করে বলল আজাদ। 'কাল সকালে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।' মাথা ঝাঁকিয়ে দুই বান্ধবীকে রাজি হতে দেখল, তবে

BanglaBook.org

দুজনই কেমন সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

খুক করে একবার কাশল লিলি। তারপর দুজনই হেসে ফেলল।

'ওই এলাকা, ওদিকটা,' হাত তুলে আবার দেখাল আজাদ, 'ফাঁকা হলেও লুকানোর প্রচুর জায়গা পাবে ওরা, তবে শুধু যদি শুয়ে থাকে বা নিচু হয়ে থাকে। আড়াল পাওয়ার মতো কোনো গাছ ওদিকে নেই। ওরা যদি দাঁড়ায়, আমরা ওদের দেখতে পাব। তার মানে, আমাদের রাইফেল ওদের জন্য যেমন বিপজ্জনক, তেমনি ওদের রাইফেলও আমাদের জন্য একই রকম বিপজ্জনক। এই অচল অবস্থা বেশিক্ষণ টিকবে না, তবে আমি চাই অন্তত কিছুক্ষণ টিকবে।'

'তোমার কথার কোনো অর্থ করা যাচ্ছে না, আজাদ,' বলল ক্যাটলিনা, গলায় মৃদু হলেও তিরস্কার।

'ক্যাটলিনা, তোমাদের বাড়ির উঠান নিউ ফরেস্টে আমি কিন্তু পুরোপুরি তোমার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলাম,' বলল আজাদ, ওর বলার ধরন ও সুর দুটোই বেশ কর্কশ। 'এখন আমি চাই তুমিও আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করবে।'

'আমি তোমার এসব রহস্য পছন্দ করছি না, তবে যতটুকু পারি তোমাকে আমি সাহায্য করব,' ক্যাটলিনার আড়ষ্ট জবাব পাওয়া গেল।

'ঠিক আছে। জরুরি আর কঠিন কাজটার কথা আবার বলি। বুটাম আর তার দলকে ওই নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে আসতে হবে, যে জায়গাটা তোমাদের আমি দেখিয়েছি। নিয়ে আসতে হবে, ওখানে ওদের কিছু সময় ধরেও রাখতে হবে। এবার কাজ শুরু করা যাক।'

ঝোপ আর নিজেদের বেডরোল দিয়ে ডামি বানাল ওরা। ক্যাম্পফায়ারের কাঁপা কাঁপা লালচে আলোয়, নিস্তেজ চাঁদের সাদাটে আভায়, খানিক দূর থেকেও ওগুলোকে দেখে মনে হলো তিনজন মানুষ আগুনের তিন দিকে ঘুমিয়ে আছে। প্রচুর মোটা কাঠ এনে ঢোকানো হলো আগুনে, সারা রাত পোড়ার পরও যাতে কিছু অবশিষ্ট থাকে, সকালে যেন দূর থেকে দেখা যায় এদিক থেকে ধোঁয়া উঠছে আকাশে, অর্থাৎ ওদের পজিশন যেন ফাঁস হয়ে যায়।

'সকালে যদি কুয়াশা না থাকে, কিংবা বাতাস ওটাকে এক পাশে সরিয়ে দেয়, একজন স্নাইপার তার রাইফেলের স্কোপ দিয়ে তাকালে, কিংবা চোখে বিনকিউলার তুললে পরিষ্কার দেখতে পাবে আমরা ক্যাম্প ছেড়ে কোথাও যাইনি।' নিঃশব্দে হাসল আজাদ। 'বোকার মতো সকালটাও ঘুমিয়ে পার করছি।' হাসিটা ম্লান হয়ে গেল।

'তারপর?'

'বুটামের তো জানার কোনো উপায় নেই আমাদের সঙ্গে আরও কিছু মানুষ

BanglaBook.org

যোগ দিয়েছে কি না। আমি চাই, সে যা খুশি আন্দাজ করে নিক। সে যদি ধরে নেয় আমাদের তিনজন আসলে পাঁচ কি ছয়জন হতে পারে, তাহলে স্বভাবতই সে তার সিকিউরিটি আরও আঁটসাঁট করবে, আর যেখানে আছে সেখান থেকে নড়বে না। ওরা জানে নিজেদের উপস্থিতি ফাঁস না করে রাইফেল রেঞ্জ পাওয়ার মতো কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।'

'ঠিক আছে। এ পর্যন্ত যা তুমি বললে, তার একটা অর্থ করা যাচ্ছে,' বলল লিলি। 'কিন্তু এখন তুমি আমাদের কী করতে বলছ?'

'আমরা এখন এই ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাব,' ওদের বলল আজাদ। 'আমার দেখানো লেকের দিকে যখন যাব আমরা, মাঠের ওপর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ তৈরি করে হাঁটব। নিচু হয়ে থাকব সবাই, মাঝেমধ্যে থেমে দু-চারটে করে গুলি করব ওদের ক্যাম্প লক্ষ্য করে। বিভিন্ন দিক থেকে করা গুলির শব্দ যখন ওদের ক্যাম্পে পৌঁছাবে, ওরা তখন আমাদের সংখ্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারবে না।'

দ্রুত হাতে দক্ষতার সঙ্গে নিজের রাইফেল আর পিস্তল চেক করছে আজাদ।

'গুলির শব্দ শুনে আমাদের ধাওয়া দেবে ওরা, এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। অন্ধকারে তা কেউ করে না, কারণ সেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তবে সকালে ওদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে। আমরা রাতভর থেমে থেমে গুলি করায় ওরা আরও ধরে নেবে আমরা সম্ভবত গুপ্তধন পেয়ে গেছি। এই চিন্তা ওদের নার্ভকে আরও একটু উত্তেজিত করবে।'

ক্যাটলিনার দিকে ফিরল আজাদ, 'সাধারণত সকালের দিকে এই এলাকায় এমনিতেই বেশ ভারী কুয়াশা থাকে। এত লেক, এত খাল-বিল-নদী-নালা-জলা। বুটাম ইতিমধ্যে তা জেনেছে, কাজেই ভারী কুয়াশা দেখে সেটাকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেবে সে। সাধারণত ওই কুয়াশা সকাল আটটা বা নয়টার দিকে মিলিয়ে যেতে শুরু করে...'

'কিন্তু তুমি আমাকে নিচের দিকে কুয়াশা ধরে রাখতে বলছিলে,' বাধা দিয়ে বলল ক্যাটলিনা, 'একদম জমিনঘেঁষা...'

'ঠিক তা-ই। তো এই হলো পুরো প্যাকেজ,' বলল আজাদ। 'আমরা বুটাম আর তার লোকজনকে আমার দেখানো ওই ফাঁকা জায়গাটায় দেখতে চাই কাঁটায় কাঁটায় সকাল ঠিক দশটার সময়। আর আমরা নিজেরা থাকব লেকের কিনারা-বরাবর। আসলে, আগেই যেমন বলেছি আমি, লেকের পানিতে নেমে দাঁড়িয়ে থাকব আমরা।'

'আজাদ, তুমি সত্যি অবাক করছ আমাকে,' বলল লিলি।

'কীভাবে, শুনি।'

BanglaBook.org

'তুমি আমাদের কুমির সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছ,' বলল লিলি, বিপদটা কল্পনা করে শিউরে উঠল। 'বলেছ বিনা নোটিশে কীভাবে হামলা করে...'

'শুধু কুমির নয়, ওয়াটার মকাসিনের কথাও ভুলো না,' বাধা দিয়ে বলল আজাদ।

'তাহলে তুমি পানিতে নামতে বলছ কেন?' বিভ্রান্ত লিলি রাগের সঙ্গে জানতে চাইল।

'কারণ ক্যাটলিনা ওগুলোকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে,' নরম সুরে বলল আজাদ। 'বুনো শুয়োরগুলোকে যেভাবে এক দিক থেকে আরেক দিকে খেদিয়েছে, কুমির আর সাপকেও এক দিকে খেদিয়ে দেবে ও। ল্যাঠা শেষ। ওই সেপটা জমিনে কাজ করলে পানিতেও করবে।'

'সেটা আমি করতে পারব। সেপটারের সে ক্ষমতা আছে,' নিশ্চিত করল ক্যাটলিনা। 'কিন্তু তুমি যা বলছ তার নব্বই ভাগই ধাঁধা, আজাদ। বলছ আমাদের পথের বাইরে থাকতে হবে। কিন্তু বলছ না কার বা কিসের পথের বাইরে?'

'সেটা তুমি সকালে দেখতে পাবে।'

হতাশায় বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল লিলি, 'আশা করি, তোমার আস্তিনে খুব বড় কিছু তাস লুকোনো আছে!'

হেসে উঠল আজাদ। হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বিরাট আস্তিন। প্রচুর টেক্কা।'

রাতটা খুব ধীরে পার হচ্ছে। লম্বা ঘাস আর ভেজা মাটির ওপর দিয়ে নিঃশব্দে, চুপিসারে এগোচ্ছে ওরা। গাঢ় কুয়াশা মাটি থেকে খুব বেশি হলে চার কি সাড়ে চার ফুট উঁচু, মাথা নিচু করে রেখেছে সবাই। ওরা যে সঙ্গীদের পেল বা ওদের যারা সঙ্গী বানাল—প্রত্যেকে অবাঞ্ছিত ও আক্রমণাত্মক। মশার এই কামড় জীবনে ভুলবে না আজাদ, যেখানে হুল ফোটাচ্ছে সেখানে যেন আগুন ধরে যাচ্ছে। আর আছে বিচিত্র রং ও আকৃতির খুদে সব পোকার ঝাঁক, শুধু নাকে-মুখে ঢোকার পর কামড়ায়।

তবে হাতের কাজটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে ওরা, ওগুলোর কামড় সহ্য করে নিয়ে খানিক পরপর দিক বদলে গুলি করছে বুটাম আর তার দলের ক্যাম্প লক্ষ্য করে। ওদিক থেকে প্রতিপক্ষও পাল্টা গুলি করছে, তবে তাদের লক্ষ্য ওদের ছেড়ে আসা ক্যাম্প—কুয়াশার ভেতর যেটা লালচে আভা হয়ে আছে।

BanglaBook.org

'কাজ হচ্ছে,' ফিসফিস করে বলল আজাদ। 'ওরা জানে না কোথায় গুলি করতে হবে। তবে এ আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওরা ধরে নিয়েছে আগের চেয়ে ভারী হয়েছে আমাদের দল। ওদের এখন আমরা ওখানেই ধরে রাখব।'

'বুনো শুয়োরের কথা ভুলো না,' মনে করিয়ে দিল লিলি। 'ওদের ক্যাম্পকে ঘিরে এখনো চক্কর দিচ্ছে ওগুলো। আগুনের বাধা না থাকলে...'

আজাদের কাঁধে টোকা দিল ক্যাটলিনা। 'ওগুলোকে আমি ওদের ক্যাম্পে পাঠাতে পারি, আগুন থাক বা না থাক। তা-ই কি তুমি চাও?'

'না!' হিসহিস করে উঠল আজাদ। 'ওরা দল ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে, আর সেটা আমি কোনোভাবেই চাই না।'

সকাল হলো ঠান্ডা আর ভেজা ভেজা ভাব নিয়ে। শিশিরে গোসল করা মাঠগুলো চকচক করছে, গাছ আর ঝোপ থেকে টপ টপ করে ঝরছে। ঝরনা, জলা আর কাছাকাছি লেক থেকে উঠে আসছে ভারী কুয়াশা, ভোরের হালকা বাতাসে ভাসছে, আলোড়িত হচ্ছে। মাটির ওপর মোটা চাদরের মতো বিছানো।

দিগন্তের ওপর উঠে আসা সূর্যের দিকে নজর রাখছে আজাদ, হতাশায় ক্রমেই ম্লান হয়ে উঠল চোখ-মুখ। 'রোদের তাপে মাটিঘেঁষা কুয়াশা দ্রুত গায়েব হয়ে যাচ্ছে!' রাগে হিসহিস করে উঠল। 'নয়টার দিকে কিছুই থাকবে না। তোমরা দুজন, পালা করে ফায়ার করো। জমিন যেখানে শুধু নিচু ঝোপ নিয়ে ফাঁকা হতে শুরু করেছে, তার বাঁ দিকটাকে টার্গেট করবে। আর আমি ডান দিকে। বুটাম আর তার দল যাতে বুঝতে পারে মাথা নিচু করে ওই ফাঁকা জায়গায় সরে গেলে আরও বেশি নিরাপত্তা পাবে তারা।'

দ্রুত পরপর তিনটে বুলেট ছুড়ল আজাদ, প্রতিটি ছিন্নভিন্ন করে দিল গাছের কাণ্ড। গড়িয়ে আরেক দিকে সরে গেল, তারপর মুখ তুলে ক্যাটলিনার দিকে তাকাল। 'কুয়াশা তৈরি করতে কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'তুমি যখন চাও, তখনই এটা করা সম্ভব।'

'গ্রেট।' সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল আজাদ। 'তুমি স্রেফ নিজের মেধাকে তৈরি রাখো, যাতে আমি বলামাত্র কাজে লাগাতে পারো। এবার সাবধানে শোনো। দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে লেকে নামব আমরা। সাবধান, ওখানে কুমির আর সাপ আছে। আর যদি দেখা যায় তোমার ফ্রিকোয়েন্সিতে ওগুলো সাড়া দিচ্ছে না, তাহলে ক্যাটলিনা, তোমরা দুজনই যে যার আর্মস তৈরি রাখবে—বিশেষ করে ওই তলোয়ারটা। যা-ই ঘটুক না কেন, গুলি করা চলবে না, শুধু বাঁচা-মরার প্রশ্ন দেখা দিলে আলাদা কথা।'

'আজাদ, তোমার একটা কথাও বোধগম্য হচ্ছে না...' অভিযোগ করল লিলি।

BanglaBook.org

'হবে। এখন মিটিংয়ে বসার সময় নেই হাতে।'

রোদের উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। কুয়াশা কমতে কমতে জমিন পরিষ্কার হয়ে গেল, ওদের মাথা থেকে বিশ ফুট ওপরে অল্প কিছু ভাসতে দেখা যাচ্ছে।

সময় দেখল আজাদ, দশটা বাজতে আট মিনিট বাকি। পথ দেখিয়ে দুই বান্ধবীকে লেকের পাড়ে নিয়ে যাচ্ছে ও, ক্যাটলিনার হাতে খাপমুক্ত মহা শক্তিশালী ক্যালিবান, লিলির হাতে ক্রসবো। ওদের রাইফেল রয়েছে কাঁধে, পিস্তল হোলস্টারে—ঠিক যেভাবে রাখতে বলেছে আজাদ।

দশটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। লেকের কিনারায় দাঁড়িয়ে ওরা। যেমনটি ভয় করা হয়েছে, ওখানে কুমিরের দলও উপস্থিত।

ক্যাটলিনার দিকে ফিরল আজাদ। 'তোমার যা কিছু আছে সবটুকু আমি চাই, এখনই!' বলল ও। 'ওই মাঠে কুয়াশা নিয়ে এসো,' হাত তুলে বুটামের ক্যাম্পের দিকটা দেখাল। '...ওই ওদিকে। ওদিকের সব মাঠ, সব ফাঁকা বিস্তৃতি ঢেকে দাও। কুমিরগুলোকে আমরা এখনই সামলাচ্ছি...'

ঝোপ আর ছোট কিছু গাছ বাদে ক্যাটলিনার সামনে বিশাল এলাকা ফাঁকা পড়ে আছে। হাতের সেপটা উঁচু করে ধরল সে, ক্রিস্টালগুলো দ্যুতি ছড়াচ্ছে। হঠাৎ করেই আবার কানে সেই আশ্চর্য চাপ অনুভব করছে আজাদ, পাথরের মতো ভারী করে তুলছে মাথাটাকে। ব্যথায় ঝাঁকি খেল ওর শরীর।

'আজাদ!' আঁতকে ওঠার চাপা আওয়াজ বেরোল লিলির গলা থেকে। প্রকাণ্ড এক প্রাগৈতিহাসিক আকৃতি উদয় হচ্ছে ওদের সামনে, তরতর করে পানি কেটে দ্রুত কাছে চলে আসছে। ক্রসবো তুলল লিলি। শক্তিশালী একটা বোল্ট ঢুকল ওই দৈত্যের চোখে। অতিকায় প্রাণী গর্জে উঠল, পাগলের মতো অনবরত লেজ ঝাপটাচ্ছে, রক্ত স্প্রে করছে পানিতে। চারদিক থেকে আরও কুমির এগিয়ে এল ওদের আহত ভাইকে খেয়ে পেট ভরানোর জন্য। আবার সুর তুলল ক্রসবো, আবার একটা বোল্ট আটকাল, এবার অন্য এক পশুর নরম তলপেটে।

'এভাবে ওদের আটকে রাখা যাবে না!' পানির ছল-ছলাৎ, কুমিরদের চিৎকার আর ধস্তাধস্তির শব্দকে ছাপিয়ে উঠল আজাদের গলা। টান দিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল, যদিও গুলি না করার সিদ্ধান্তে এখনো অটল, জানে তাতে ওদের পজিশন ফাঁস হয়ে যাবে। ক্যাটলিনার দিকে ঘুরল ও। ফাঁকা মাঠের ওপর ঘন কুয়াশা চলে আসায় অস্পষ্ট রেখার আদলে দেখা যাচ্ছে তাকে। কুয়াশা এখন সবখানে মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচু। উঁচু বেশি নয়, তবে এত ঘন যে শুধু লম্বাটে ঝোপ আর গাছের মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

ফিরে আসছে ক্যাটলিনা, যেন জানে লেকের ধারে তাকে ওদের দরকার। কুমিরগুলোকে দেখল সে। হাতের সেপটা তাক করল পানির দিকে। আজাদের মাথার ব্যথাটা আরও বাড়ল, খুলির ভেতর যেন ছুরির কোপ মারা হচ্ছে। তবে কুমিরের দল হামলা বন্ধ করেছে। ঘুরছে ওরা। ফিরে যাচ্ছে!

নিজের ওপর জোর খাটিয়ে শব্দগুলো উচ্চারণ করল আজাদ। 'পানিতে নামো! জলদি!'

পাড় থেকে হড়কে কাদাময় পানির তলায় পা ফেলল লিলি, ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারছে না দেখে খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলল আজাদ।

'এটা কোনো সুস্থ মানুষের কাজ নয়!' ওর মুখের ওপর চেঁচিয়ে উঠল লিলি।

'শ্‌শ্‌শ্‌, চুপ!' ক্যাটলিনার গলা, জরুরি তাগাদার সুর ওদের মনোযোগ কেড়ে নিল। 'তোমরা শুনতে পাচ্ছ না?'

স্থির নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। তারপর বাকি দুজন, আজাদ আর লিলিও, শুনতে পেল। দূরে কোথাও যেন বাজ পড়ছে, পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে, তাতে পাখি আর পোকারা সন্ত্রস্ত হয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে শূন্যে। বাজ পড়ার শব্দ কাছে চলে আসছে, সেটাকে এখন আর বজ্রপাতজনিত শব্দ বলে মনে হচ্ছে না, বরং বিরতিহীন গর্জন হয়ে উঠছে, ধেয়ে আসছে সরাসরি ওদেরই দিকে—যেন হাজার হাজার ফাঁপা ড্রামে হাজার হাজার লোক লাঠি দিয়ে বাড়ি মারছে। এমনকি ওদের চারপাশের পানি পর্যন্ত নাচতে শুরু করল। নৃত্যরত পানির মাথায় খুদে সাদা ফেনা তৈরি হচ্ছে। শক ওয়েভ ছুটছে এলাকার সমস্ত জমিনের ওপর দিয়ে, লেকের কিনারা ধরে।

'বজ্র...এ কিসের গর্জন?' আজাদের দিকে বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে লিলি। 'এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না...আকাশ...একদম পরিষ্কার।' তিরের দিকে পা বাড়াল সে।

তার হাত ধরে ফেলল আজাদ, 'এখানে থাকো!'

যেন গোটা পৃথিবী ঝাঁকি খাচ্ছে। অদৃশ্য কিছু, যার আকার কল্পনা করা অসম্ভব, ধেয়ে আসছে ওদের দিকে, সবকিছু গুঁড়িয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।

সবাই যাতে শুনতে পায়, চিৎকার করতে বাধ্য হলো আজাদ। 'দশটা বাজে!' বিজয়ীর উল্লাস ওর গলায়, 'অতীত এখন বর্তমান!'

'বিউগল!' চেঁচিয়ে উঠল ক্যাটলিনা।

লিলির চোখ আরও বড় হলো, আদৌ যদি তা সম্ভব হয়। 'শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, আমিও শুনতে পাচ্ছি! কিন্তু আজাদ, তুমি কিছু বলছ না কেন? কী ঘটছে?'

BanglaBook.org

তাকে এড়িয়ে গেল আজাদ। 'ক্যাটলিনা! বুটাম আর তার দল! ওদের কুয়াশায় ঢেকে ফেলা দরকার।'

ক্যাটলিনা বিস্ময়ে স্তম্ভিত। বেসুরো গলায় শুধু বলতে পারল, 'যে জাদুই এখানে তুমি এনে থাকো, সেটা ওদের দেখতে পাবে না।'

হেসে উঠল আজাদ, আনন্দে আত্মহারা, 'জাদু? এটা তো জাদু নয়! আমি তোমাকে সময়কে বাঁকাব বলে কথা দিয়েছিলাম, মনে আছে? আমি অতীতকে বর্তমানে নিয়ে আসব। কী জিনিস শুনতে পাচ্ছ, এখনো জানো না?' উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না ও।

'ওদিকে তাকাও!' আবার চেঁচিয়ে উঠল আজাদ। 'ওই তারা আসছে! বেরিয়ে আসছে সোজা সময়ের ভেতর থেকে! অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণ শুরু করেছে! চার শ, না, চার শরও বেশি ঘোড়া, সোজা বুটাম আর তার দলকে টার্গেট করে ছুটছে। শোনো! শুনতে পাচ্ছ?'

টানা গর্জনের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ বিস্ফোরণের শব্দ বেরিয়ে আসছে। 'মাস্কিট ফায়ার! পদাতিক বাহিনীতে এক হাজার লোক, অশ্বারোহী বাহিনীর ঠিক পেছনে, বিরতিহীন ফায়ার করছে!'

সফল হওয়ার আনন্দে হাত দুটো মাথার ওপর তুলে ফেলল আজাদ, বলতে গেলে একরকম নাচছেই, যদি ধেই ধেই করে না-ও হয়। ইয়াঙ্কিদের অশ্বারোহী বাহিনী হতবিহ্বল দুই বান্ধবীর চোখের সামনে হাজির হলো, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ছুটে চলেছে, চার শ ঘোড়া আর তাদের পিঠে চার শ যোদ্ধা, হাতে বাগিয়ে ধরা খোলা তলোয়ার, মুখে রণহুংকার।

সোজা ছুটছে তারা, দুই সারি গাছের মাঝখানে বিস্তৃত ফাঁকা জায়গাটার দিকে, যেখানে বুটাম আর তার দল শুয়ে বা কুঁজো হয়ে আছে। আলোড়িত কুয়াশা সম্পূর্ণ ঢেকে রেখেছে তাদের, অশ্বারোহী বাহিনীর কাছে তারা অদৃশ্য।

লিলির চোখে শুধুই বিস্ময় আর অবিশ্বাস। ক্যাটলিনার কনুই খামচে ধরে আছে। ব্যথা পেলেও কিছু বলছে না ক্যাটলিনা, সে হয়তো ব্যাপারটা খেয়ালই করছে না। সবকিছু ভেঙেচুরে, থেঁতলে দিয়ে, মাটির সঙ্গে মেশাতে মেশাতে ছুটে চলেছে ঘোড়াগুলো। দুই বান্ধবী ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। চোখের সামনে ঘটতে দেখেও তারা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। চার শ ঘোড়া, মৃত্যুদূত, বুটামের ক্যাম্প একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল, পদদলিত হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে অনেকে।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে এক পা এগোল লিলি, আজাদের কাঁধে হাত রাখল, ওকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে চোখ রাখল চোখে। 'সত্যি, তুমি খুব বড় একজন জাদুকর,' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে।

BanglaBook.org

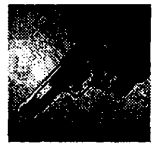

ষোলো শ খুরের কান-ফাটানো গর্জন ওদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। অশ্বারোহী বাহিনীর পেছনে বিপুল কুয়াশায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হলো, তার সঙ্গে মিশল ধুলোবালি আর ঘাসের আবর্জনা, ঘূর্ণির মতো পাক খেতে খেতে উঠে গেল অনেক ওপরে। ডাঙার মাটি এখনো কাঁপছে। সেটা কি আবার বাড়ছে? তারপর ওদের পায়ের নিচে লেকের কাদাময় তলা দেবে যেতে লাগল, ওরা যেন একটা ভূমিকম্পের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'বুটাম...' ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য আজাদের হাত আর কাঁধ আঁকড়ে ধরল লিলি।

বিভ্রান্ত পাখি আর পোকামাকড়ের ঝাঁক এখনো দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছে, নাকি নতুন করে ভয় পাচ্ছে তারা?

'দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল লিলি, হাত তুলে সামনেটা দেখাচ্ছে।

আজাদের বাঁকানো সময় এখনো ভোজবাজি চালিয়ে যাচ্ছে, ওদের এখন পাশ কাটাচ্ছে...এরা আবার কারা? সংখ্যায় এক হাজারের বেশি হবে তো কম নয়, পরনে নীল ইউনিফর্ম, উল্লাসে গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছে, অশ্বারোহী বাহিনীর পিছু নিয়ে ছুটছে যত জোরে পারা যায়। এলোপাতাড়ি গুলি করছে সৈনিকেরা, মাস্কিটের গর্জনে কান পাতা দায়।

পদাতিক বাহিনীর পায়ের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল লিলির গলা। 'এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! আজাদ, এ অসম্ভব! অতীত থেকে কীভাবে তুমি গোটা একটা সেনাবাহিনীকে তুলে আনতে পারো?'

'পানি থেকে ওঠো,' হাঁক ছাড়ল আজাদ। 'জলদি। আমাদের আর এখানে থাকার দরকার নেই। তা ছাড়া, এ ধরনের শব্দ কুমির আর সাপগুলো আরও খেপিয়ে তুলবে। ওঠো, ডাঙায় ওঠো।'

আজাদের পিছু নিয়ে ডাঙায় উঠল দুই বান্ধবী, এখনো তাদের হাঁ বন্ধ হয়নি। ক্যাটলিনা হালকাভাবে ওর কাঁধ স্পর্শ করল। 'আজাদ, তুমি যা দেখালে, আ...আমি মোহিত হয়ে গেছি। আমি যদি তোমার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে থাকি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। এটা দেখলে, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জাদুকরেরাও তোমাকে কুর্নিশ করত। এটা একদমই বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

BanglaBook.org

অশ্বারোহী বাহিনী চলে গেছে, সেটার গর্জন এখন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে, ফলে ভোঁতা লাগছে শুনতে। ফাঁকা জায়গাটাকে পেছনে ফেলে আরও সামনে চলে গেছে পদাতিক বাহিনী, তবে তাদের রণহুংকার আর গুলির আওয়াজ এখনো পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

'বুটামের ক্যাম্পে এর পরও যদি কেউ বেঁচে থাকে, সেটা হবে আরেকটা মিরাকল,' বলল লিলি।

চোখে বিনকিউলার তুলে শত্রুপক্ষের ক্যাম্পটা দেখছে আজাদ। 'এক...দুই...দুজনকে দেখতে পাচ্ছি আমি। কোনো রকমে নড়াচড়া করতে পারছে। পুরো ক্যাম্প ভেঙে একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে।'

'বুটাম?' প্রশ্নটা লিলির।

'এখান থেকে বলতে পারছি না। তবে সময় নষ্ট করার কোনো মানে নেই। কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে তৈরি থাকো, সেফটি অফ করো,' নির্দেশ দিল আজাদ। 'তুমি আমার বাম দিকে থাকবে, কমপক্ষে দশ ফুট দূরে। ক্যাটলিনা, প্লিজ, তুমিও কি তা-ই করবে আমার ডান দিকে? ওদের ক্যাম্পটা এখনই আমি দেখে আসতে চাই।'

বাগিয়ে ধরা রাইফেল নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা, ফাঁকা জায়গার ওপর দিয়ে সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করে এগোচ্ছে। ওদের ঘিরে আবার নতুন কুয়াশা তৈরি হতে লাগল। 'ক্যাটলিনা, এই জিনিসটা এখন তুমি সরিয়ে নিতে পারো?'

'যা আমি দেখেছি,' জবাব দিল ক্যাটলিনা, 'আমার মনে হয় তুমি একবার শুধু একটু হাত নাড়ো, তাতেই কাজ হবে।'

'আমি জাদু জানি না,' বলল আজাদ, একদৃষ্টে সামনে তাকিয়ে আছে। বিধ্বস্ত ক্যাম্পে এক লোককে সিধে হতে দেখল, তার পরই পড়ে গেল সে, বোঝা গেল আহত।

কয়েক মিনিট পর, ক্যাটলিনা যেন একটা বোতামে চাপ দিয়েছে, ঠান্ডা একটা দমকা বাতাস এসে সমস্ত কুয়াশাকে খেদিয়ে নিয়ে চলে গেল।

'আজাদ, আমাকে তুমি বলবে, ওই জাদুটা কীভাবে দেখালে তুমি?' জিজ্ঞেস করল ক্যাটলিনা।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না আজাদ। প্রতিপক্ষের ক্যাম্পের এত কাছে চলে আসার পর লম্বা ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ নেই। 'ক্যাটলিনা, পুরো ব্যাপারটাই তোমাকে আমি জানাব, তবে এখন নয়, ঠিক আছে? আমাদের হাতে এখন জরুরি কাজ রয়েছে।'

BanglaBook.org

ক্যাটলিনা কিছু বলতে যাচ্ছিল, দূর থেকে গুরুগম্ভীর একটা গর্জন ভেসে এল। লিলি বলল, 'এই আওয়াজ আমি চিনি! কামান দাগা হচ্ছে!'

দুই বান্ধবী আবার একযোগে আজাদের দিকে তাকাল। তাদের দৃষ্টি আজাদ গ্রাহ্য করল না, বরং প্রায় খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'যে কাজের জন্য এসেছ সেটা শেষ করো, আমার দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট কোরো না। রাইফেল আরও উঁচু করো। কুইক মার্চ!'

কুঁজো হলো আজাদ, আঁকাবাঁকা পথ তৈরি করে একজন ফুটবল স্ট্রাইকারের মতো ছুটছে। ষোলো শ ছুটন্ত খুরের বাড়ি খেয়ে জমিনের ছাল উঠে গেছে, পায়ের নিচে যেন আধচিবানো মাটির স্পর্শ পাচ্ছে ও। ঝোপ তো দূরের কথা, একটা ঘাস পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

এক ছুটে ক্যাম্পে ঢুকে পড়ল।

বলা উচিত আগে যেখানে ক্যাম্প ছিল সেখানে পৌঁছাল।

দুজন বাদে বাকি সবাই মরা লাশ। ভাঙাচোরা, থেঁতলানো পুতুলের মতো। ঘোড়সওয়াররা, কুয়াশার কারণে, বুটাম বা তার দলের কাউকে দেখতেই পায়নি। এক লোক মাটিতে শুয়ে আছে, দুটো পা-ই ভাঙা, তবে বেঁচে আছে।

দ্বিতীয় লোকটা বুটাম। প্রাচীন একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে, মুখ রক্তাক্ত, ভেঙে যাওয়ায় একটা হাত স্থির হয়ে ঝুলছে। অপর হাতে ধরা রাইফেলটা ধীরে ধীরে আজাদের দিকে ঘোরাচ্ছে সে। তার নড়াচড়া এত মন্থর, কোনো কাজে লাগবে না। বিস্ময়ের ধাক্কা আর ব্যথায় চকচকে একটা ভাব এসে গেছে চোখে। তার রাইফেল ঘোরানোর চেষ্টা নিষ্ফল একটা অভ্যেসমাত্র। তাক করা আজাদের রাইফেল যেকোনো মুহূর্তে তার খুলি উড়িয়ে দিতে পারে।

দুই পা এগিয়ে আচমকা একটা লাথি ছুড়ল আজাদ, বুটামের হাত থেকে ছিটকে দূরে পড়ল অস্ত্রটা। এতটুকু শব্দ করল না বুটাম। সে তার অক্ষত হাত এমন ভঙ্গিতে উঁচু করল, যেন কোনো অস্ত্র ধরে আছে। শুধু শরীর নয়, লোকটার মনও ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে।

অথচ তার পরও সে যে কী প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী, স্যোঁ বোঝা গেল তার চোখে রাগের মাত্রা দেখে। ব্যাপারটা আজাদ অনুধাবন করল। বুটামের মতো লোক আরও অনেক দেখেছে ও। অসহায় বন্দী হওয়ার চেয়ে লড়ে মারা যাওয়া বেশি পছন্দ করে। আজাদ যদি এখন তাকে গুলি করে, উচিত ও প্রাপ্য সাজা থেকে বেঁচে যাবে সে। মরা মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হয় না।

BanglaBook.org

দেখা গেল রাইফেল থেকে বঞ্চিত করা সত্ত্বেও আজাদের ওপর নয়, বুটামের যত রাগ আর ঘৃণা সব ক্যাটলিনার ওপর। আজাদকে সে সরাসরি শত্রু হিসেবে চেনে না। শত্রু ক্যাটলিনা, কারণ গ্লেনে সে তার মাকে খুন করেছে।

এখন ক্যাটলিনার প্রতিশোধ গ্রহণের পালা।

ওরা দুই বান্ধবী আজাদের দুই পাশে চলে এল।

বুটাম বাদে অপর যে লোকটা বেঁচে আছে, তার দিকে হাত তুলল লিলি, 'তুমি এখনো ওর ব্যবস্থা করোনি কেন?'

'আমি ওর ব্যবস্থা করার কে?' পাল্টা প্রশ্ন করল আজাদ। 'এফবিআই, সিআইএ আর ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস, আমাদের অফিস থেকে এসব সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাদের অনুমতি নিয়েই এই অভিযানে এসেছি আমরা। কাজেই আইন হাতে তুলে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।'

'ওকে নিয়ে তাহলে কী করা হবে?' জানতে চাইল লিলি।

'ওকে তোমাদের সাক্ষী হিসেবেও দরকার হবে,' বলল আজাদ। 'গ্লেনে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে বুটাম, আদালতে সেটা প্রমাণ করতে হবে না? আমরা ওকে এখানকার পুলিশের হাতে তুলে দেব, তারা ওকে ব্রিটেনে পাঠাবে।'

'আজাদ,' এবার মুখ খুলল ক্যাটলিনা, হাতে খোলা ক্যালিবান নিয়ে আজাদের আরেক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'তোমার সঙ্গে কাদের কী কথা হয়েছে, তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি এই মুহূর্তে প্রতিশোধ নেব।' কথাটা বলল বটে, কিন্তু তবু ইতস্তত করছে সে।

পরিবেশ আড়ষ্ট হয়ে উঠল। এই মুহূর্তে কেউ কিছু বলছে না।

'তবে ওকে খুন করার আগে,' নীরবতা ভাঙল ক্যাটলিনা, 'আমাকে তোমার ম্যাজিক সম্পর্কে জানতে হবে। তোমার সাহায্য ছাড়া এই বিষাক্ত আবর্জনার সামনে আমি পৌঁছাতে পারতাম না। যতক্ষণ না বুঝতে পারছি কীভাবে ম্যাজিকটা তুমি করলে, ততক্ষণ আমি আমার শপথ পুরো করতে পারব না। আর আমার আত্মার গভীরে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, স্বয়ং মার্লিন আর তুমি, তোমরা একই লাইনের কি না।'

'এটা,' বিড়বিড় করল লিলি, 'আমারও খুব জানার ইচ্ছে।'

'কোনো ম্যাজিক নয়,' বলল আজাদ, লক্ষ করল ক্যাটলিনা বুটামের গলার কাছে তলোয়ার ধরে থাকা সত্ত্বেও তার চোখ দুটো সচকিত হয়ে আছে, যেন তার মাথার ভেতর কোনো কুবুদ্ধি গজাচ্ছে। 'কেট, ওকে তুমি এখনই মেরো না। তবে যদি দেখো নড়ছে, আমার অনুমতির জন্য অপেক্ষাও কোরো না। ঠিক আছে?' বুটামের চোখই বলে দিল ওর প্রতিটি শব্দ বুঝতে পারছে সে।

BanglaBook.org

স্থির হয়ে গেল লিলি। ক্যাটলিনা একচুল নড়ছে না।

এগিয়ে গিয়ে বুটামকে সার্চ করছে আজাদ। শরীরের এক পাশে, অক্ষত হাতের সঙ্গে দেখতে পেয়ে, একটা পিস্তল তুলে নিল। সেটাকে এক পাশে ছুড়ে দিয়ে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে। তারপর যখন দাঁড়াল, ওর হাতে এক জোড়া গ্রেনেড দেখল ওরা, বুটামের উরুর তলা থেকে বের করে এনেছে। ওগুলো লিলির কাছাকাছি মাটিতে রাখল।

চোখে তীব্র ঘৃণা নিয়ে আজাদের দিকে তাকিয়ে আছে সেবাস্তি বুটাম। 'তোমার খেলা শেষ,' বলল আজাদ। তারপর ক্যাটলিনাকে পিছু হটার ইশারা করল।

ক্যাটলিনা নড়ল না। তার হাতের ক্যালিবানের ডগা বুটামের গলা ছুঁয়ে আছে। 'কী বলতে যাচ্ছিলে সেটা আগে শুনি,' শর্ত দিল সে।

'বলছিলাম আমি কোনো ম্যাজিক দেখাইনি,' যতটা শান্তভাবে পারা যায় বলল আজাদ, বুটামের খুন হওয়া ঠেকাতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। 'এই লোক আন্তর্জাতিক ক্রিমিনালদের মাথা, নাটের গুরু, আটক করে জেরা করতে পারলে তার সংগঠনের পিঠ ভেঙে দেওয়া যাবে। সে মারা গেলে তার জায়গায় চলে আসবে আরেকজন লিডার, তাদের অপরাধ কর্মসূচি চলতেই থাকবে। আমি যদি ম্যাজিকই জানতাম,' পালা করে ক্যাটলিনা আর লিলির দিকে তাকাল আজাদ, 'তাহলে বলে দিতে পারতাম কোথায় লুকানো আছে সোনার সেই চালান।'

'আমি সার্চ করে দেখেছি,' বলল লিলি। 'এই ক্যাম্পে অন্তত সেটা নেই।'

প্রথমবারের মতো মুখ খুলল বুটাম। ফলে গালের কিনারা থেকে রক্ত গড়াতে শুরু করল। 'ওই ট্রেজার পাওয়া অত সহজ নয়। আমরা যখন পাইনি, তখন আর কেউ পাবে না। তোমরা অ্যামেচার, আনাড়ি আর...'

তলোয়ারের ডগা একচুল সামনে বাড়ল। এক ফোঁটা রক্ত দেখা গেল বুটামের গলায়। বুটাম বোবা বনে গেল।

আজাদের দিকে একবার তাকাল ক্যাটলিনা, 'প্লিজ, তোমার কথা শেষ করো।'

'তোমাকে হতাশ করতে আমার খারাপ লাগছে,' আবার শুরু করল আজাদ। 'কিন্তু আমি যা করেছি তার মধ্যে কোনো ম্যাজিক ছিল না। কীভাবে জাদু দেখাতে হয় সত্যি আমার জানা নেই। আমার শুধু কিছু তথ্য জানা ছিল, আর ছিল সময়ের একটা বিশেষ মুহূর্তে বিভিন্ন জিনিসকে এক করার দক্ষতা।'

'সেটা কি ম্যাজিক নয়?'

BanglaBook.org

'না,' জোর দিয়ে বলল আজাদ। 'এটা সময় আর জ্ঞানকে ব্যবহার করা। ইতিহাসকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলে আর কী ঘটতে চলেছে তা জানা থাকলে, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায়।'

'কী ঘটতে যাচ্ছে তা তুমি বলে দিলে, এটা ম্যাজিক নয়?' সাবধানে প্রশ্ন করল ক্যাটলিনা।

'না। ওটা শিডিউলিং।'

'তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করছ।'

'সেটা আমার উদ্দেশ্য নয়, ক্যাটলিনা। শোনো,' বলল আজাদ, গলায় যথাসাধ্য আন্তরিকতা ঢেলে, 'আজ হলো ব্যাটল অব ওলুস্টি স্টেশনের ১৪৯তম বার্ষিকী। ইন্টারনেটে মার্কিনদের ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট ঘাঁটছিলাম, বিশেষ করে ফ্লোরিডার যাবতীয় রেকর্ড। দেখতে দেখতে উপলব্ধি করলাম, দারুণ একটা জিনিস পেয়ে গেছি। তারপর হোটেলে রাত কাটানোর সময় রেঞ্জার জেমস ব্র্যান্ডোর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করি আমি। তখন থেকেই আইডিয়াটা মাথায় কাজ শুরু করে—বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে সঠিক সময়ে এক করা। আর সেটা ছিল আজ সকাল দশটা।'

'আজাদ, বক্তব্য পরিষ্কার করো,' লিলির গলায় তিরস্কার।

'হ্যাঁ, আসল কথায় এসো,' ক্যাটলিনাও দাবি জানাল।

'আসল কথা হলো,' বলল আজাদ, ওদের অসহিষ্ণুতাকে গ্রাহ্য করছে না, 'প্রতিবছর গোটা এলাকার গ্রামবাসী, এমনকি কয়েক শ মাইল দূরের লোকজনও, ওলুস্টি স্টেশনের সেই বিখ্যাত যুদ্ধ স্মরণ করার জন্য উৎসবমুখর পরিবেশে জড়ো হয় এখানে। এই উপলক্ষে গোটা এলাকায় সাজ সাজ রব পড়ে যায়, তারা দল বেঁধে আসে, লড়াইটা পুনরাবৃত্তি করার ঢঙে। শুধু সাধারণ লোকজন নয়, আসেন ঐতিহাসিক, রাজনীতিক, পণ্ডিত, দেশি-বিদেশি পর্যটক আর বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা। তারা পুরোনো রেজিমেন্ট আর ব্যাটালিয়ন রিক্রিয়েট করে; ইউনিফর্ম, মাস্কিট আর কামান সংগ্রহ করে আনে। ওলুস্টি স্টেশনযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ফোর্সগুলো যেমন ছিল, সেগুলোর হুবহু ডুপ্লিকেট বানানোর চেষ্টা করা হয়। ঘোড়া আর অস্ত্রও বাদ পড়ে না।'

'সব থাকে, শুধু অ্যামুনিশন বাদে।'

'ওরা ফায়ার করছিল ঠিকই, তবে ব্যবহার করছিল ব্ল্যাঙ্ক অ্যামুনিশন। এখানে, ঠিক এই ফাঁকা জায়গায়, উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে যে লড়াইটা হয়েছিল, সেটাই এখানে আবার নকল করার চেষ্টা হয়েছে। সে জন্যই ম্যাপ মার্কিংটা অত্যন্ত জরুরি ছিল। আমি জানতে পারি, চার শ ঘোড়া নিয়ে

BanglaBook.org

অশ্বারোহী বাহিনী ঠিক এখান দিয়েই ছুটে যাবে, যাবে নাকবরাবর সোজা কনফেডারেটদের পজিশন লক্ষ্য করে।

'নকল এই যুদ্ধও কিন্তু কোনো দিক থেকে কম যায় না, তবে কেউ হতাহত হয়নি, যদি না কেউ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে থাকে।' হেসে উঠল আজাদ। 'তারপর? যুদ্ধ শেষে? সবাই ওরা ওদিকে জড়ো হয়েছে, এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে। ওখানে বারবিকিউ ছাড়াও যার যা পছন্দ খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'কাজেই আমি শুধু নির্দিষ্ট সময় কী ঘটে তা জেনেছি, আর জেনেছি কোথায় ঘটে। সে জন্যই বুটাম আর তার দলকে এখানে সরিয়ে আনার দরকার ছিল, কারণ আমি জানতাম ঠিক এখান দিয়েই যাবে ঘোড়সওয়ার যোদ্ধারা।

'ওরা কেউ আশাই করেনি ওদের পথে কেউ থাকবে। স্থানীয় লোকজন সবাই জানে কোত্থেকে কখন ওরা আসবে, কোন পথ ধরে কোথায় যাবে।'

'আর ওই কুয়াশা,' মৃদু গলায় বলল ক্যাটলিনা। 'তুমি আমাকে ওই কুয়াশা নিয়ে আসতে বলো, অশ্বারোহী বাহিনী যাতে বুটাম আর তার দলকে দেখতে না পায়।'

'হ্যাঁ। দেখতে পেলে ওদের তারা পাশ কাটিয়ে যেত। বুটামের দল যদি জানত কী আসছে, ঘোড়ার পথ ছেড়ে সরে যেত তারা। কিন্তু কুয়াশার কারণে যোদ্ধারা যেমন ওদের দেখতে পায়নি, তেমনি ওরাও ঘোড়া বা যোদ্ধাদের দেখতে পায়নি। শুনতে পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু আওয়াজটা ছিল অনবরত বাজ পড়ার মতো। বাকিটা তুমি জানো। কিন্তু দেখো, ক্যাটলিনা, আমরা কিন্তু ওদের আসার পথ ছেড়ে দূরে সরে ছিলাম। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী জানো, তুমি কিন্তু নিজেদের প্রাচীন বিধান লঙ্ঘন করোনি। গ্লেনে তোমার মা, তোমার আত্মীয়স্বজনকে খুন করেছে বুটামরা। ওদের মেরে হাত নোংরা করার দরকার হয়নি তোমার। ওরা নিজেরাই নিজেদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে।'

'দুঃখিত, আজাদ, তোমার এসব কথা আমাকে প্রতিশোধ নিতে বাধা দিতে পারবে না,' বলল ক্যাটলিনা। 'এখন সময় হয়েছে, কাজেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে বুটাম।' গলার দিকে তাক করা তলোয়ার পিছিয়ে আনল সে, ভেতরে ঢোকানোর সময় যাতে জোর পায়।

'ক্যাটলিনা...না!' লিলির ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর বিস্ফোরিত হলো। 'ওকে খুন কোরো না!'

ভীতিকর তলোয়ার স্থির হয়ে থাকল। ধীরে ধীরে, প্রায় অবিশ্বাসের সঙ্গে, লিলির দিকে ফিরছে ক্যাটলিনা, যে লিলিকে সারাটা জীবন সে তার আপন

BanglaBook.org

বোন বলে মনে করে এসেছে। ধরে থাকা ইস্পাতের মতোই ঠান্ডা সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কেন?'

বুটামের দিকে আঙুল তুলল লিলি। 'তোমার শত্রু নিরস্ত্র, ক্যাট। তোমার সামনে অসহায় পড়ে আছে সে। ক্যালিবান তো শুধু শুধু জবাই করার জন্য নয়। ওটার ক্ষমতা ভালো ও মন্দের যুদ্ধে ভালোর পক্ষে কাজে লাগানোর কথা। মানুষ নামের অযোগ্য এই পাগলা কুত্তাটাকে এখন যদি তুমি মারো, সেটা হবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য। অতীতের সঙ্গে তুমি তোমার চুক্তি আর বন্ধন ছিঁড়ে ফেলবে।'

দীর্ঘ এক মিনিট নড়ল না ক্যাটলিনা। 'আজাদ?' তারপর মৃদু গলায় ডাকল সে।

'বলো।'

'আমার যাযাবর মন।'

বুঝতে না পেরে লিলির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল আজাদ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে লিলি জানাল, তারও কিছু বোধগম্য হচ্ছে না।

'তোমার যাযাবর মন?' পুনরাবৃত্তি করল আজাদ, তবে প্রশ্নের সুরে।

'হ্যাঁ, আমার যাযাবর মন। ওটা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও মুগ্ধ। এটুকুই আমার বলার কথা তোমাকে।' তারপর তলোয়ার নিয়ে পিছু হটল সে।

সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠল সেবাস্তি বুটাম। 'কী করছ তুমি?' মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে খকখক করে কাশতে শুরু করল, ঠোঁটে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসতে দেখল ওরা। 'আমার ওপর দয়া করো! মারো আমাকে, প্লিজ! শেষ করো!'

মৃদু হাসি লেগে রয়েছে ক্যাটলিনার মুখে। 'না, তোমাকে আমি খুন করব না। আজাদ আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি তোমার বিচার দেখতে চাই। দেখতে চাই তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে।'

অনেকক্ষণ পর সহজে শ্বাস নিতে পারছে আজাদ।

'ওদের আমরা বয়ে নিয়ে যাব কীভাবে? অন্তত মাইকির হোটেল পর্যন্ত?' বুটাম আর তার জীবিত সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে লিলি। 'ওটার দুই পা ভাঙা, আর বুটামেরও ঘোড়ায় চড়ার সাধ্য নেই।'

'তোমাদের এখানে রেখে সাহায্য আনতে যাব আমি? না, তা যাব না,' বলল আজাদ। 'শুরু থেকে যেমন একসঙ্গে আছি, শেষ পর্যন্ত তা-ই থাকব।'

'তখন কী যেন বলছিলে, তুমি বললেই এক ঝাঁক কার্গো কপ্টার চলে আসবে...'

BanglaBook.org

একটু লজ্জা পেল আজাদ। 'আমি ঠিক তা বলিনি। স্রেফ একটা সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলছিলাম। হোটেলে বসে লিলি জানতে চাইছিল সোনা যদি আমরা পেয়েই যাই, সেটা এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে কীভাবে। এক বা দুই হাজার মণ বোঝা বহন করা চাট্টিখানি কথা নয়। তার ওপর, কেউ যদি খাবলা মারার চেষ্টা করে? কিংবা মার্কিন সরকার যদি নিয়ে যেতে না দেয়?'

'সত্যিই তো, এটা বিরাট সমস্যা,' বলল ক্যাটলিনা।

'লিলির কথার উত্তরে আমি বলেছি, সোনা যেখানে পাওয়া যাবে সেই জায়গাটা সরকারি খাসজমি হলে সেটা লিজ নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। জমিভেদে লিজ নেওয়ার নিয়ম পাল্টে যায়। দুর্গম এলাকা হলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লিজ নেওয়ার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা সম্ভব। আমার শাখা অফিসকে বলা আছে, তারা আবেদন জমা দিয়ে রেখেছে—আমরা সোনা না পেলে সেটা তারা প্রত্যাহার করে নেবে।'

'বাহ্, ভারী চমৎকার বুদ্ধি তো!' ক্যাটলিনাকে উৎফুল্ল দেখাল। 'লিজ নেওয়া জায়গায় যা তুমি পাবে, তার ওপর আর কারও কোনো অধিকার থাকবে না।'

'আর যদি সোনা পাই আমরা, একটা ফোন করলে অফিস থেকে এক ঝাঁক কার্গো কপ্টার পাঠিয়ে দেবে ওরা...'

'তোমাদের দেশে এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে না, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল?' নিরীহ একটা ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করল লিলি। 'তুমি এ-ও যেন বলেছিলে তাতে তুমি অভ্যস্ত নও বা...'

'ওই বচন এখানে খাটে না, এখানে যেটা খাটে তা হলো—সাবধানের মার নেই,' হাসতে হাসতে বলল আজাদ।

'শোনো লিলি, ক্যাটলিনা ওদের পাহারা দিক, তুমি আর আমি গাছের কিছু ডাল জোগাড় করে আনি।'

'গাছের ডাল? কী জন্য?'

'স্লেজ বানাব,' বলল আজাদ। 'মোটেও আরামদায়ক কিছু হবে না, কারণ টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে শুধু রশি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে ভালো।'

'ঘোড়া টানবে?' জিজ্ঞেস করল লিলি

'হ্যাঁ।'

'বেশ। চলো তাহলে।'

BanglaBook.org

দুটো ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা, তৃতীয় ঘোড়াটা আজাদের পেছনে থাকল। ক্যাটলিনার ঘোড়া তার পাহারায় রেখে আসা হয়েছে। কাছাকাছি এক সারি গাছের দিকে যাচ্ছে ওরা। ওখানে পৌঁছে শুধু লম্বা কচি ডালগুলো কাটল। বড় আকারের কয়েল থেকে রশি নিয়ে ডালগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে বাঁধা হলো। দুটো স্লেজ বানানো হলো।

স্লেজ নিয়ে ফিরে এল ওরা। বিধ্বস্ত ক্যাম্প ঘুরে দেখতে গেল আজাদ, লাশগুলো কোথায় কীভাবে পড়ে আছে। এদিকে লম্বা ঘাস, দুই হাত দিয়ে ফাঁক করে এগোতে হচ্ছে। ওর পিছু নিয়ে লিলিও আসছে। দূর থেকে ওদের দেখছে ক্যাটলিনা।

'তোমার সাহায্য লাগবে আমার,' বলল আজাদ। 'এতগুলো লাশকে মাটিচাপা দেওয়া সম্ভব নয়, বোধ হয় উচিতও হবে না। গাছের ডালপালা কেটে তা দিয়ে ঢেকে রাখি এসো। পুলিশ এসে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাবে।'

হঠাৎ ব্যথায় কাতরে উঠে ঘাসের ওপর পড়ে গেল আজাদ। পড়ার সময় কীভাবে যেন বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা, ফলে একটা পাথরে ওর শিরদাঁড়া ঠুকে গেল। ছুটে এল লিলি, হাত ধরে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওকে।

'কী ঘটল?'

'শালার পাথর। ঘাসে ঢাকা পড়ে আছে, দেখতে পাইনি। তারপর,' ব্যথায় মুখ কোঁচকাল, 'আরেক পাথরে পিঠ দিয়ে পড়েছি...'

পা দিয়ে ঘাস সরিয়ে নিচের দিকে তাকাল লিলি। তার গলার স্বরে একটা চাপা ভাব। 'আজাদ?'

পিঠের ব্যথায় রীতিমতো গোঙাচ্ছে আজাদ, শিরদাঁড়া খাড়া করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। 'ও আল্লাহ রে...সারাটা পথ কিছু হলো না, আর এখানে এসে...'

'আজাদ, আমার কথা শোনো।'

লিলির গলার আশ্চর্য সুর সচকিত করে তুলল আজাদকে। শিরদাঁড়ার ওপর একটা মুঠো চেপে রেখে গায়ের জোরে সিধে হলো।

'কী ব-বলছ? কী এত গুরুত্বপূর্ণ?'

'তুমি পাথরের ওপর পড়োনি,' বলল লিলি।

'তাহলে কিসের ওপর?'

'মাটির তলায় এটা একটা কামান।'

'কামান? বলো কী!'

'কামান মানে কামানের ব্যারেল, আজাদ।' ঝাড়ু দেওয়ার ভঙ্গিতে হাতটা

BanglaBook.org

এক দিক থেকে আরেক দিকে নিয়ে গেল লিলি। 'পুরোটা এলাকায়, আজাদ। অদ্ভুত এই ব্যারেলগুলো চারদিকে দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'ওগুলোর মধ্যে অদ্ভুত কী আছে, অ্যা? দুই পক্ষের আর্মিই তাদের আর্টিলারি ফেলে রেখে গেছে।'

'তুমি একটু এদিকে এসে নিজের চোখে দেখবে!'

হোঁচট খেতে খেতে লিলির কাছে পৌঁছাল আজাদ। হাত দিয়ে এক পাশে ঘাস সরাল লিলি, বের করল পুরোনো একটা কামানের ব্যারেল। 'বেশ, এটা একটা ব্যারেল। তো কী হয়েছে?'

'জিনিসটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না? এখানের এই কামানগুলো অদ্ভুত না?'

ঘাস সরিয়ে একের পর এক কামান দেখছে আজাদ, ধীরে ধীরে পানিভর্তি জলার দিকে সরে যাচ্ছে। যতই জলার দিকে যাচ্ছে, প্রতিটি ব্যারেলকে ততই মাটির নিচে কম দেবে থাকতে দেখছে। জলার কিনারায় থমকে দাঁড়াল। সন্দেহ নেই, বিদ্রোহীরা আর্টিলারির পুরো কনটিনজেন্ট ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছিল এই পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে।

তারপর আজাদ উপলব্ধি করল কী কারণে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে লিলি। 'তোমার কথাই ঠিক,' বলল ও। 'কী যেন একটা অসংগতি আছে এখানে। একসময় এই ঘাসঢাকা জায়গাটাও জলা ছিল। এখানে আর জলার ভেতর অসংখ্য কামানের ব্যারেল পড়ে আছে। কিন্তু...মাউন্টস নেই। আর...নেই ফায়ারিং মেকানিজম।'

ঘাসের ভেতর আবার তল্লাশি চালাচ্ছে। একসময় মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কোনো মেটাল রিং দেখেছ, পুরোনো ওয়াগনের চাকায় যেগুলো লাগানো হতো?'

'না।'

'আমিও দেখিনি।' বেল্টে আটকানো খাপ থেকে হান্টিং নাইফ টেনে নিল আজাদ। হাতল দিয়ে একটা ব্যারেলে টোকা মারল। 'শব্দটা কেমন শোন, তাই না?' লিলিকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, ঠিক বাজল না। ভোঁতা লাগল কানে। আজাদ?'

'শুনছি তো।'

'ব্যারেলটা কাটার চেষ্টা করে দেখো তো,' বলল লিলি।

আজাদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না লিলি মুখ ফুটে কোন কথাটা বলতে ইতস্তত করছে। একটা হাত উঁচু করল লিলি, তারপর মধ্যমার ওপর তর্জনী চড়াল। এটা সবচেয়ে বড় জাদু হয়ে দেখা দিতে পারে, এক নিমেষে সাফল্যের

BanglaBook.org

রঙে রাঙা হয়ে উঠতে পারে ওদের এই রোমাঞ্চকর অভিযান, খুলে যেতে পারে ভ্যাটিকান আর বাংলাদেশের ভাগ্য, স্বদেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে জাকি আজাদের সুনাম—যদিও একজন এসপিওনাজ এজেন্টের জন্য সেটা বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

ছুরিটা এবার সিধে করে ধরল আজাদ, হাতলটা মুঠোর ভেতর। ওটার ফলা গায়ের জোরে নামাল, আঘাত করল ব্যারেলের ঠিক মাঝখানে। ব্যারেলের ঢালু সারফেস কেটে গেল। খানিকটা ছাল উঠেছে।

লিলির দিকে তাকাল আজাদ। ওর দৃষ্টি ধরে রাখল লিলি, বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। দুই জোড়া চোখ আবার কামানের ব্যারেলে নেমে গেল। প্রথম আঘাতে ব্যারেলের গা কিছুটা চেঁছে গেছে, সেটার সামনে আবার ছুরি দিয়ে আঘাত করল। আবার খানিকটা ছাল উঠল। এটা পুরোনো ধূসর রং।

ছাল ছাড়ানো অংশের নিচে, রঙের নিচে, কামানের ব্যারেলে একটা পরিষ্কার চকচকে রং পেয়েছে।

সোনা!

'আজাদ, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করল লিলি।

মুখ তুলে তার দিকে তাকাল আজাদ। 'এই ছুরির ফলা কখনো কামানের ব্যারেল কাটতে পারে না।' কথাগুলো নিজের কানেই বোকার মতো শোনাল, কিন্তু এই মুহূর্তে বলার মতো আর কিছু খুঁজে পাচ্ছে না।

'আমি জানি।'

'জানি আমিও।'

'এটা...আরে, কে আশা করবে...' লিলির গলা মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সরে গিয়ে আরেকটা কামানের ব্যারেল পরীক্ষা করছে আজাদ। ঢালু আকৃতির গায়ে কয়েকবার ছুরি চালাল। চকচকে সোনা ওদের দিকে হাসি ছুড়ে দিচ্ছে, দুপুরের রোদ লাগায় চোখধাঁধানো প্রতিফলন তৈরি হচ্ছে।

'তার মানে আমরা পেয়েছি! লিলি, আমি অবাক!' লিলির দিকে বোকার মতো তাকিয়ে আছে আজাদ।

'এই গোটা এলাকায়...' হাত তুলে দেখাল লিলি, ধাক্কা খাচ্ছে ও, হাতটা নেমে এল আধহাত সামনের ব্যারেলে, ঘাস আর মাটির নিচে অর্ধেক পোঁতা।

'এটা সোনা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' বলল আজাদ। 'ইতিহাস সাক্ষী, এটা বাংলার সোনা। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কিউরেটর স্যার মার্ভেল বলেছেন, এসব বাংলার মা-বোনের গয়না ছিল, তাদের ওই মিউজিয়ামেই গলিয়ে ফেলা হয় সব...'

BanglaBook.org

'প্রায় এক শ পঞ্চাশ বছর এভাবে এখানে পড়ে ছিল!' বিড়বিড় করছে লিলি, 'যেন আমাদের আসার অপেক্ষায়!'

'আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, এ তোমার নিয়তি! নিউ ফরেস্টে শিকার করতে না গেলে আজ তুমি এখানে আসতে পারতে না!'

আরেকটা ব্যারেলের ছাল কাটল আজাদ। 'চকচক করলেই সোনা হয় না! কিন্তু এই চকচকেটা অবশ্যই সোনা!'

'কিন্তু ব্যারেল...কীভাবে, আজাদ?' তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে থাকল লিলি।

'সোনা গলিয়ে ফেলে ওরা,' শান্ত গলায় ব্যাখ্যা করল আজাদ। 'যুদ্ধক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। হতে পারে প্রচুর খচ্চর মারা যাওয়ায় বহন করাটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আবহাওয়ার সঙ্গেও তো যুদ্ধ করতে হচ্ছিল, তাই না! যুদ্ধ করতে হচ্ছিল মহামারির সঙ্গে—কলেরা, গুটিবসন্ত। কিছু একটা অচল করে দিয়েছিল পরিবহনব্যবস্থাকে। কাজেই সোনা গলিয়ে কামানের ব্যারেল আকৃতি দেওয়া হয়, তারপর আর সবকিছুর সঙ্গে এই ব্যারেলও ফেলে যাওয়া হয়।'

'ভাবা হয়েছিল যুদ্ধ শেষ হলে এখানে এসে...'

'হ্যাঁ।'

দূর থেকে ওদের দেখছে ক্যাটলিনা। ওদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর খোলা মাঠের ওপর দিয়ে ওর কানেও পৌঁছেছে।

একটা গাছের লম্বা আর সরু ডাল কাটল আজাদ। আরেকটা কামানের ব্যারেলের কাছে পৌঁছাল, লিলিকে বলল, 'প্রার্থনা করো, ব্যারেলের ভেতর যেন সাপ না থাকে।'

কামানের খোলা মুখে ডালটা ধীরে ধীরে ঢোকাল আজাদ। খানিকটা ঢোকার পর আটকে গেল ওটা। 'ভেতরে কিছু একটা আছে। মরা ইঁদুরও হতে পারে।'

'কিংবা...' কথাটা লিলি শেষ করল না।

'হ্যাঁ,' লিলি কী ভাবছে বুঝতে পেরে বলল আজাদ।

ঝুঁকল ও, কামানের গভীরে হাত ঢুকিয়ে দিল। 'লেদার মনে হচ্ছে, কিংবা অয়েলস্কিন। টেনে বের করতে পারছি না...আমাকে ধরো, টানো...

দুজন মিলে অয়েলস্কিনে মোড়া ভারী প্যাকেটটা বাইরে বের করে আনল। প্যাকেটের গায়ে তার পেঁচানো দেখে ভ্রু কোঁচকাল আজাদ। লিলির ধৈর্য হলো না, নিজের ছুরি বের করে তার কাটতে শুরু করল। প্যাকেট খোলার পর চৌকো একটা লোহার বাক্স বেরোল। বাক্সটা খুলল লিলি। দুজনই ওরা

BanglaBook.org

বাক্সের ভেতর হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। রোদ লেগে চকচক করছে প্রাচীন রোমান আমলের সোনার মোহর।

'এরকম আরও অনেক বাক্স পাওয়া যাবে বলে ধারণা করছি,' বলল আজাদ। 'কারণ স্বর্ণমুদ্রা থাকার কথা আরও অনেক বেশি।'

'পাঁচ বস্তা দামি পাথরের কথাও ভুলো না, আজাদ!'

'আছে যখন, আশা করি সবটুকুই পাব,' বলল আজাদ। 'কাঁঠাল আর গোঁফের প্রসঙ্গ তুলে আর তুমি আমাকে...'

'সরি।'

'ক্লাইভ সম্ভবত কবরে পাশ ফিরে শুলেন, তাই না? ওঁর ঘুম কি আর না ভেঙেছে!'

ক্ষমা-প্রার্থনার ঢঙে হাত জোড় করল লিলি। 'অপরাধ নেবেন না, ইয়োর ম্যাজেস্টি, জাহাঁপনা, মিস্টার সিরাজ। আপনার কথা আমি ভুলিনি, জনাব। ইতিহাস আমাকে চোর-চোট্টা ক্লাইভ বলে বলুক, কিন্তু আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, আমার নরকবাস কেউ ঠেকাতে পারবে না! দয়া করুন, নবাব!'

'আরে, তুমি সত্যি মঞ্চে ভালো করবে!' লিলির অভিনয়-প্রতিভার প্রশংসা করল আজাদ।

চব্বিশ ঘণ্টা পর লিজ নেওয়া আজাদের জমিনে এক ঝাঁক কার্গো কন্টার নামল। ওগুলোর পিছু নিয়ে চলে এল ইনকাম ট্যাক্সের লোকজন। গুপ্তধন যে খুঁজে পাবে তার, এটা ঠিক আছে, কিন্তু যে যা-ই খুঁজে পাক, সেটা যদি দামি হয়, তাহলে নির্দিষ্ট হারে ট্যাক্স দিতে হবে তাকে। সোনা আর বাকি জিনিস মাপতে শুরু করল তারা। প্রসঙ্গত, তিন দিন ধরে খোঁড়াখুঁড়ির পর পুরো এক হাজার মণ সোনাই পাওয়া গেল। তবে মূল্যবান রত্ন পাওয়া গেল মাত্র তিন কেজি। হিসাবমতো ট্যাক্স পরিশোধ করল আজাদ। তবে রোমান আমলের স্বর্ণমুদ্রার জন্য কোনো ট্যাক্স দিতে রাজি হলো না। বলল, ওগুলো ভ্যাটিকানে পাঠিয়ে দাও তোমরা, সাহস থাকে তো পোপের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করো।

ব্যাপারটা অফিশিয়াল নয়, কাজেই এটা গোপন রাখাই শ্রেয় : তিন কেজি দামি পাথর পাওয়া গেছে, এর কোনো লিখিত রেকর্ড কোথাও রাখা হয়নি। ওগুলো আসলে ওর দুই ডাইনি বান্ধবীকে উপহার দিয়েছে আজাদ।

বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org